পরিচয়

সাংবাদিকতায় সততা ও সাহসের প্রতীক ৩১ বছর ধরে প্রকাশিত

New York Vol. 31, Issue 1559, Saturday, 06 January 2024 *FREE* www.parichoy.com

নির্বাচনে ট্রাম্প অংশ নিতে পারবেন কি না রায় দেবে সুপ্রিম কোর্ট

বিস্তারিত ০৫ পাতায়

আরো আছে...

- বাংলাদেশে অসুস্থ গণতন্ত্রে একপক্ষীয় নির্বাচন নিয়ে নিউ ইয়র্ক টাইমসের বিশ্লেষণ-৫ম পাতায়
- যুক্তরাষ্ট্র কি আবার স্বেচ্ছায় একঘরে হতে চলেছে-৬ষ্ঠ পাতায়
- ইউক্রেনে অভ্যুত্থান ঘটানো ছাড়া আমেরিকার সামনে পথ নেই-৬ষ্ঠ পাতায়
- গাজায় গণহত্যা হয়নি বলে মনে করে যুক্তরাষ্ট্র-৭ম পাতায়
- ইসরায়েল-গাজা যুদ্ধের প্রভাব পড়েছে ম্যাকডোনাল্ডসের ব্যবসায়-৭ম পাতায়
- এই রায় সব আইনি নজির ও যুক্তির পরিপন্থি বললেন ড. ইউনূস-৮ম পাতায়
- কী করলে ড. ইউনূসের বিচার হতো না, জানালেন অ্যাটর্নি জেনারেল-৮ম পাতায়
- বাংলাদেশে অর্থ-অনর্থের নির্বাচন-৯ম পাতায়
- বাংলাদেশ ইস্যুতে ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের চাওয়া মিলছে না-৯ম পাতায়
- বাংলাদেশের নির্বাচনে ভারত কেন গুরুত্বপূর্ণ -বিবিসির বিশ্লেষণ-৯ম পাতায়
- ঋণের বোঝায় ডুবছে যুক্তরাষ্ট্র!-১০ম পাতায়
- ২০২৩ সালে রেকর্ড ১৩ লাখ জনশক্তি রপ্তানি করেছে বাংলাদেশ-১১ পাতায়
- শিক্ষিত প্রবাসীরা টাকা-পয়সা কম পাঠান বললেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মোমেন -১১ পাতায়

শেখ হাসিনার চতুর্থ জয়ে হারবেন বাইডেন!

বিস্তারিত ০৫ পৃষ্ঠায়

সারা বিশ্বের চোখ এখন বাংলাদেশের নির্বাচনের দিকে

বিস্তারিত ০৯ পৃষ্ঠায়

PEOPLE N TECH

A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005

EARN 100K TO 200K PER YEAR

- Selenium Automation Testing
- SQL Server Database Administration
- Business Analyst

PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.

Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu

Washington University of Science and Technology

Authorized Employment Agency by:

NYC Consumer and Worker Protection

Certified Training Institute by:

SCHEV

NYS Education Department Licensed

If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:

info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

ই-ভার্সন পেতে আপনার ইমেইল এড্রেস পাঠিয়ে দিন

parichoyny@gmail.com

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস
ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র
সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'

এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক.

917-282-9256

Moin Choudhury, Esq

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC

Timothy Bompart
Attorney at Law

এক্সিডেন্ট কেইসেস

বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration

(To Schedule Appointment Only)

Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury
Attorney at Law

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

শেখ হাসিনার চতুর্থ জয়ে হারবেন বাইডেন!

ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের নিবন্ধ

পরিচয় ডেস্ক: আগামী রবিবার বাংলাদেশে যে জাতীয় নির্বাচন হতে যাচ্ছে তার ফলাফল সহজেই অনুমেয়। কারণ রাজপথের প্রধান বিরোধী দল বিএনপি নির্বাচন বয়কট করেছে। এ অবস্থায় টানা চতুর্থবারের মতো মুসলিম অধ্যুষিত ১৭ কোটি মানুষের দেশে সরকার গঠন করতে যাচ্ছে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ। আর তার এই বিজয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের পরাজয় চিহ্নিত করতে যাচ্ছে। কারণ বাইডেন বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি প্রয়োগের প্রচেষ্টায় আছেন, যার মূলে রয়েছে 'গণতন্ত্র'।

গত বুধবার (০৪ জানুয়ারী) যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল প্রকাশিত এক নিবন্ধে এসব কথা বলা হয়েছে। বাইডেনের 'গণতন্ত্র প্রচারের' সীমাবদ্ধতা দেখাচ্ছে বাংলাদেশ শিরোনামের নিবন্ধটি লিখেছেন সদানন্দ ধুমে। তিনি লিখেছেন, বিশ্বব্যাপী নেতৃত্বে থাকা নির্বাচিত নারী নেতাদের মধ্যে ৭৬ বছরের শেখ হাসিনা সবচেয়ে বেশি সময় ধরে ক্ষমতায় আছেন। তিনি মৌলবাদ দমন, সেনাবাহিনীর ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা এবং চরম দারিদ্র্য থেকে দেশকে মুক্ত করার সাফল্য দেখিয়েছেন। এমন কৃতিত্ব অর্জন করতে পারেনি অনেক উন্নয়নশীল দেশ।

তিনি লিখেছেন, বিরোধী দলের নেতাদের গ্রেপ্তার ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে হোয়াইট হাউস শেখ হাসিনাকে শায়েস্তা করতে চেয়েছে। কিন্তু শেখ হাসিনা এসব আমলে নেননি। তিনি বিরোধী দল ও সুশীল সমাজকে আরও ছাড় দিতে অস্বীকৃতি জানান। ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনের সঙ্গে ফারাক দেখাতে বাইডেন প্রশাসন শেখ হাসিনার সরকারকে মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং গণগ্রেপ্তার করে বিরোধী দলগুলোকে ভয় দেখানোর জন্য শাস্তি দেওয়ার চেষ্টা করেছে।

নির্বাচনকে সামনে রেখে বিরোধী দল বিএনপির প্রায় ১০ হাজার কর্মী ও সমর্থককে গ্রেপ্তার করেছে সরকার। লন্ডনের স্কুল অব ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজের দক্ষিণ এশীয় *বাকি অংশ ৪৭ পৃষ্ঠায়*

নির্বাচনে ট্রাম্প অংশ নিতে পারবেন কি না রায় দেবে সুপ্রিম কোর্ট

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন কি না এ ব্যাপারে ঐতিহাসিক মামলার বিষয়ে তারা সিদ্ধান্ত দেবেন। গত মাসে কলোরাডোর ষ্টেট সুপ্রীম কোর্ট ট্রাম্পকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে 'অযোগ্য' ঘোষণা করে। কলোরাডো আদালতের এ রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করেছেন ট্রাম্প। সুপ্রীম কোর্টের বিচারকরা তার এ আপিল শুনতে সম্মত হয়েছেন।

আগামী ফেব্রুয়ারিতে এ মামলার শুনানি হবে এবং যে রায় দেওয়া হবে সেটি পুরো দেশজুড়ে কার্যকর হবে।

তিন বছর আগে, নির্বাচনে কারচুপির মিথ্যা গুজব রটিয়ে ক্যাপিটল হিলে দাঙ্গা লাগানোর অভিযোগ রয়েছে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে। আর এ অভিযোগের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন রাজ্যে তাকে নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণার চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

আদালতের এ রায়ের মাধ্যমে নির্ধারিত হবে গৃহযুদ্ধের সময়কার ১৪তম সংশোধিত সংবিধান অনুযায়ী, ট্রাম্প নির্বাচনে অংশগ্রহণে অযোগ্য হবেন কি না।

যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের ১৪তম সংশোধনীতে বলা আছে, যারা বিদ্রোহ জড়িত হবে তারা নির্বাহী অফিসের কোনো পদে আসীন হতে পারবেন না। তবে সাবেক প্রেসিডেন্টের আইনজীবীরা বলছেন, ট্রাম্পের ক্ষেত্রে এই সংশোধনী প্রযোজ্য নয়। কারণ তিনি ওই সময় দেশের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। কলোরাডোর আদালতের পাশাপাশি মেইনে রাজ্য নির্বাচন কর্মকর্তাও ট্রাম্পকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রার্থী হিসেবে অযোগ্য হিসেবে ঘোষণা করেছেন। সুপ্রিম কোর্ট এবারই প্রথমবার *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

বেনাপোল এক্সপ্রেসে আগুন, বিএনপি নেতাদের সংশ্লিষ্টতা পেয়েছে ডিবি

পরিচয় ডেস্ক: রাজধানীর গোপীবাগে বেনাপোল এক্সপ্রেস ট্রেনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক মোহাম্মদ নবী উল্লাহ নবীসহ ছয়জনকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা (ডিবি) *বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশে অসুস্থ গণতন্ত্রে একপক্ষীয় নির্বাচন নিয়ে নিউ ইয়র্ক টাইমসের বিশ্লেষণ

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের ৭ই জানুয়ারীর নির্বাচন প্রসঙ্গে বিশ্বখ্যাত নিউ ইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় ৬ জানুয়ারী A One-Sided Affair as BangladeshÕs Ailing Democracy Goes to the Polls শিরোনামে একটি প্রতিবেদন ছাপা হয়েছে। ঢাকাথেকে সাংবাদিক মুজিব মশাল এবং সাঈফ হাসনাতের পাঠানো প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, রোববার (৭ জানুয়ারী) নির্বাচনে টানা চতুর্থ বারের মতো প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আসবেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু দেশে কী গণতন্ত্র থাকবে- সেটাই বড় প্রশ্ন।

A One-Sided Affair as Bangladesh's Ailing Democracy Goes to the Polls

Prime Minister Sheikh Hasina is expected to roll to a fourth consecutive term as the gutted opposition boycotts what it calls an unfair election.

প্রধান বিরোধী দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপিকে চূর্ণবিচূর্ণ করা হয়েছে। তাদের গতিশীল হওয়ার সক্ষমতা নেই বললেই চলে। এই দলটির যেসব নেতা জেলের বাইরে আছেন তারা আদালতে অফুরন্ত হাজিরায় জর্জরিত অথবা যারা পালিয়ে আছেন তাদের পিছু নিয়েছে *বাকি অংশ ৫২ পৃষ্ঠায়*

গাজায় যুদ্ধ থামাতে যুক্তরাষ্ট্র-ইউরোপের নতুন প্রচেষ্টা

পরিচয় ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় ইসরায়েল ও হামাসের যুদ্ধের তিন মাস পার হয়েছে। এত দিন হলেও সেখানে যুদ্ধ থামেনি। থেমে নেই ইসরায়েলি হামলায় ফিলিস্তিনিদের মৃত্যুর মিছিলও। হামলা থেকে বাঁচতে লাখ লাখ ফিলিস্তিনি ঘরবাড়ি ছেড়ে উপত্যকার দক্ষিণে আশ্রয় গ্রহণ করছেন। অস্থায়ী এসব আশ্রয়কেন্দ্রে গাদাগাদি করে বসবাস করছেন ফিলিস্তিনিরা। পর্যাপ্ত ত্রাণসহায়তার অভাব এবং স্বাস্থ্যব্যবস্থা ধসে পড়ায় বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন তারা। এ ছাড়া গাজা যুদ্ধের প্রভাব পড়েছে অধিকৃত পশ্চিম তীরেও। সেখানের পরিস্থিতিও দিনে দিনে উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। সব দিক বিবেচনায় নিয়ে যুদ্ধ থামাতে নতুন করে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা হাতে নিয়েছে ইসরায়েলের মিত্র যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)।

আগামী শুক্রবার এক সপ্তাহের সফরে মধ্যপ্রাচ্যে যাবেন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেন। শুক্রবার তিনি তুরস্কে অবতরণের মধ্য দিয়ে এই সফর শুরু করবেন। এরপর তিনি ইসরায়েল, জর্ডান, কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরব ও মিসরে যাবেন। এমনকি অধিকৃত পশ্চিম *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

'কে কি বললেন'

ওয়ান সাইডেড ইলেকশন হচ্ছে না, হচ্ছে ওয়ান সাইডেড বিরোধিতা- আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের

৭ই জানুয়ারি এক ব্যক্তির ইচ্ছায় নির্বাচন হচ্ছে, ১২ কোটি ভোটারের ফলাফলও এক ব্যক্তির ইচ্ছায় নির্ধারিত হয়ে গেছে - বিএনপি'র স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আবদুল মঈন খান

'বিএনপি এমন রাজনৈতিক দল, যার নেতৃত্বে অরাজনৈতিক ব্যক্তিরা'- 'নিউ এজ' পত্রিকার সম্পাদক নূরুল কবীর

৫২ বছরেও দেশে উন্নত চরিত্রের গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল গড়ে ওঠেনি - অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক

পরিচয়
BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

সম্পাদক: নাজমুল আহসান
Editor & Publisher: M. Najmul Ahsan *বাকি অংশ ৫ পৃষ্ঠায়*
37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372, USA
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

যুক্তরাষ্ট্রে কি আবার স্বেচ্ছায় একঘরে হতে চলেছে

টমাস পেপিনস্কাই : যুক্তরাষ্ট্রের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আর এক বছরও বাকি নেই। সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প অজস্র দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলার সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও রিপাবলিকানদের প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হতে চলেছেন। বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবার ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হচ্ছেন।

২০২৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচারণা এমন সময় অনুষ্ঠিত হচ্ছে, যখন আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে অনিশ্চয়তা বিরাজ করছে। যুক্তরাষ্ট্র ও চীন নতুন বন্ধু খুঁজছে, গাজায় আগ্রাসন ও যুদ্ধাপরাধ চালিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েল ও রাশিয়ার অবৈধ আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ইউক্রেন সফলভাবে প্রতিরোধ করে যাচ্ছে। এ ছাড়া অকাস চুক্তি ও কোয়াডের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনছে।

ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বিতীয়বার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার অর্থ হলো ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের মিত্রদের জন্য নিরাশার বার্তা বয়ে আনা। ট্রাম্পের পুনরায় নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ অনেক বেশি। রিপাবলিকান পার্টির মুখচ্ছবি ট্রাম্প। সাম্প্রতিক জরিপ দেখাচ্ছে, বাইডেন ও ট্রাম্পের জনপ্রিয়তা

সমানে সমান।

ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদ প্রথম মেয়াদের চেয়ে কট্টর হওয়ার আশঙ্কা বেশি। ট্রাম্পের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ, তার একটিতেও দোষী সাব্যস্ত হলে তাঁকে দীর্ঘদিন কারাবন্দী থাকতে হবে। কিন্তু তিনি এটাও বুঝতে পেরেছেন যে তাঁর রাজনৈতিক সমর্থকেরা প্রয়োজনের সময় আনন্দিত চিত্তেই ডেমোক্র্যাট, প্রগতিশীল, মুসলিম, অভিবাসীদের বিরুদ্ধে স্বৈরতান্ত্রিক পদ্ধতি প্রয়োগের অনুমোদন দিয়ে দেবে।

ট্রাম্প তাঁর প্রচারণায় বারবার অঙ্গীকার করছেন বিচার বিভাগসহ রাষ্ট্রের এমন সব প্রতিষ্ঠানে তাঁর অনুগত সমর্থকদের নিয়োগ দেবেন, ঐতিহ্যগতভাবে যেসব জায়গায় নির্দলীয় ও পেশাদার লোকদের বসানো হয়। প্রথমবারের অভিজ্ঞতা থেকে ট্রাম্প খুব ভালো করেই বুঝেছেন যে তিনি কত ভালোভাবে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করতে পারবেন, তার ওপর নির্ভর করবে তাঁর ক্ষমতা। আর এটা কোনো গোপন বিষয়ও নয়।

ফেডারেল সরকার যুক্তরাষ্ট্রের কূটনীতি, পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষানীতির একেবারে কেন্দ্র। এখানে কোনো কিছু ঘটলে যুক্তরাষ্ট্রের *বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়*

ইউক্রেনে অভ্যুত্থান ঘটানো ছাড়া আমেরিকার সামনে পথ নেই

স্টিফেন ব্রায়েন : বাইডেন প্রশাসনে এ বিষয়ে ঐকমত্য বাড়ছে যে রাশিয়ার সঙ্গে ইউক্রেনের যুদ্ধ ঝুলে গেছে। এ ক্ষেত্রে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে একটা মীমাংসায় আসা প্রয়োজন।

বিষয়টিকে এখন প্রেসিডেন্ট বাইডেনের 'দীর্ঘদিনের প্রস্তাবিত' নীতি হিসেবে চিত্রিত করা হচ্ছে। কিন্তু সত্য এর পুরো উল্টোটা। বাইডেন প্রশাসনই রাশিয়ার সঙ্গে যেকোনো ধরনের শান্তিচুক্তি হওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা তৈরি করেছে। বাইডেন ও তাঁর সঙ্গীরা জেলেনস্কিকে একই কারণে আলিঙ্গন করে নিয়েছেন।

জেলেনস্কি এক বছরের বেশি সময় আগে পার্লামেন্টে এই আইন পাস করেন যে যুদ্ধ চলাকালে রাশিয়ার সঙ্গে চুক্তি করা তাঁর জন্য আইনসম্মত হবে না। বাইডেনের জাতীয় নিরাপত্তা দলেরও একই মতামত।

যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটোর দেশগুলো ইউক্রেনকে প্রচুর পরিমাণে সমরাস্ত্র, সাঁজোয়া যান ও গোলাবারুদ দিয়ে আসছে। ইউক্রেনের সেনাবাহিনীকে গোয়েন্দা তথ্য জোগানোর পাশাপাশি সেনাদের প্রশিক্ষণও দিচ্ছে তারা। যুদ্ধক্ষেত্রে উপদেষ্টাও *বাকি অংশ চই পৃষ্ঠায়*

এপস্টেইনের যৌন কেলেঙ্কারির নথিতে বিল ক্লিনটন, ট্রাম্প ও প্রিন্স অ্যান্ড্রুর নাম

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের কুখ্যাত নারী নিপীড়নকারী জেফরি এপস্টেইনের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা ছিল দেশটির সাবেক দুই প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন ও ডোনাল্ড ট্রাম্প, যুক্তরাজ্যের প্রিন্স অ্যান্ড্রুসহ খ্যাতনামা বেশ কয়েকজনের। গত ৩রা জানুয়ারী বুধবার প্রকাশিত মার্কিন আদালতের নথিপত্রে এ তথ্য উঠে এসেছে।

ওই মামলা হয়েছিল এপস্টেইনের প্রেমিকা জিসলেন ম্যাক্সওয়েলের বিরুদ্ধে। এপস্টেইনকে নারী নির্যাতনে সহায়তা করার দায়ে ২০২২ সালে তাঁকে ২০ বছরের কারাদণ্ড দেন আদালত। গত মাসে ওই মামলাসংশ্লিষ্ট নথিপত্র প্রকাশের অনুমতি দিয়েছেন মার্কিন আদালত। এরপর গতকাল থেকে নথিপত্রগুলো প্রকাশ করা শুরু হয়েছে।

২০০৯ সালে অপ্রাপ্তবয়স্ক এক নারীকে যৌন ব্যবসায় বাধ্য করার দায়ে দোষী সাব্যস্ত করা হয় এপস্টেইনকে। ২০১৯ *বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়*

চীন যেভাবে হলিউডকে বদলে দিচ্ছে

আহমেদ দীন রুমি : আত্মজীবনীধর্মী বই 'সেভেন ইয়ার্স ইন টিবেট' লিখেছিলেন হেইনরিখ হারের। ১৯৯৭ সালে এর ওপর ভিত্তি করে একই নামে নির্মিত হয় হলিউড সিনেমা। কিন্তু চীন নিয়ে গল্প বলতে গেলে চীনের সঙ্গে সমঝোতা করেই যেন চলতে হবে। প্রাথমিকভাবে তিব্বতে শুটিং চলতে দেয়া হয়নি। বাধ্য হয়ে দক্ষিণ আমেরিকায় তৈরি করা হয় তিব্বতের প্রতিরূপ। তার পরও শেষ রক্ষা হলো না। সিনেমা মুক্তি দেয়ার প্রসঙ্গে বেঁকে বসল চীনের সেন্সর বোর্ড। প্রতিক্রিয়া হিসেবে কেবল সনির পরবর্তী সিনেমা নয়, প্রযোজক জিন-জ্যাক আনাউদ ও অভিনেতা ব্র্যাড পিটকে নিষিদ্ধ করা হলো চীনে। নিজেদের ব্যবসার ক্ষতি চিন্তা করে নড়েচড়ে বসতে বাধ্য হয় সনি পিকচার্স। এত বড় বাজার হাতছাড়া করা যে কারো জন্য বোকামি। দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর তারা সমঝোতায় পৌঁছতে সক্ষম হয় চীনের সঙ্গে। প্রায় কাছাকাছি ঘটনা ঘটে কুন্দুন নির্মাণের পর। নিষিদ্ধ হয় পরিবেশক প্রতিষ্ঠান ডিজনি, পরিচালক মার্টিন স্করসেসি ও সংশ্লিষ্টরা। দুটি সিনেমার পরিণতি হলিউডের চলচ্চিত্র নির্মাতা ও প্রযোজকদের পরবর্তী সিদ্ধান্তকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে। গত তিন দশকে যথেষ্ট বিতর্ক হয়েছে হলিউড ও চীনের সম্পর্ক নিয়ে। হাল আমলে চীন হলিউডের জন্য বৃহত্তম বাজার। একদিকে কুন্দুন ও সেভেন ইয়ার্স ইন টিবেটের বাণিজ্যিক সংকট ও অন্যদিকে কুংফু পান্ডার সফলতা ভাবতে বাধ্য করেছে হলিউডের স্টুডিওগুলোকে। চীনের বাজারে প্রবেশাধিকার সুরক্ষিত করতে তারা এখন নিজেরাই বিশেষ ধরনের সেন্সরশিপ প্রকল্পের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন। চীনা কর্মকর্তা ও চলচ্চিত্র নির্মাতারাও হলিউডের দিকে ঝুঁকছেন। এটা এক ধরনের সূক্ষ্ম যুদ্ধ মূলত। সাংস্কৃতিক আধিপত্যের জন্য বৈশ্বিক যুদ্ধ। আর এ যুদ্ধের মধ্য দিয়ে নির্মিত হচ্ছে চলচ্চিত্রের গতিপথ। নব্বইয়ের দশকে ডিজনি ও সনি পিকচার্স যা করেছে, এখন তারা নিজেরাই তা থেকে দূরে থাকতে চায়। কোনো প্রকার আপত্তি ছাড়াই তারা চীনের নীতিমালাকে অনুসরণ করেছে। দালাই লামা, তিব্বত, ধর্ম ও অন্যান্য বিষয়ের চিত্রায়ণে চীনকে বিবেচনায় রাখতে বাধ্য হয়েছে।

দেড় দশক আগে থেকেই হলিউডের বাজার সংকুচিত হতে থাকে। ২০০৩ সালে কেবল 'ফাইন্ডিং নিমো' সিনেমার আট কোটি ডিভিডি কপিই বিক্রি করেছে ডিজনি। অথচ ২০০৮ সালের মধ্যে ডিভিডি ব্যবসা সংকুচিত হয়েছে ৩৩ শতাংশ। তাদের আয়ের অর্ধেকই উধাও হয়ে যায় অভ্যন্তরীণ ভোক্তা হারানোর জন্য। অথচ ঠিক এ সময়েই মাথা উঁচু করে দাঁড়াচ্ছিল চীন। হলিউডের জন্য যেন নতুন ফ্রন্ট হিসেবে দেখা দেয় চীন। ২০০৮ সালের পর থেকেই চীনের বক্স অফিস খুব দ্রুত বড় হতে থাকে। স্টুডিওগুলো চীনকে মাথায় রেখে সিনেমা নির্মাণের প্রবণতা বাড়ে। পাশাপাশি সিনেমা নিয়ে বাড়তে থাকে বাজেট। বড় সুপারহিরো সিনেমাগুলো এ সময়ের প্রকৃষ্ট নমুনা। চীনের বাজার তো আর বিদেশের আট-দশটা বাজারের মতো নয়। সেখানকার রাজনৈতিক প্রতিনিধি ও সেন্সর বোর্ড নিজেদের সংস্কৃতির জন্য উপযোগী কিনা, সেটা বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেন। প্রতিটি সিনেমা দেখার পরেই মুক্তির অনুমোদন দেন। এর পরিণাম হিসেবেই 'মিশন ইম্পসিবল থ্রি' থেকে কিছু দৃশ্য সরিয়ে দেয়া হয়, 'ওয়ার্ল্ড ওয়ার জেড' সিনেমার স্ক্রিপ্ট পুনরায় লেখা হয় এবং 'স্কাইফল' থেকে কিছু অংশ বাদ দেয়া হয়। তার চেয়ে বড় কথা 'রেড ডন' সিনেমার কিছু অংশ চীনে মুক্তি পাওয়ার জন্য পুনরায় নির্মাণ করতে হয়। স্বাভাবিকভাবেই প্রযোজকরা তাদের ব্যবসা বাড়াতে সিনেমায় চীনা উপাদান যুক্ত করার জন্য মুখিয়ে ছিলেন। তারা চীনের আপত্তি মেনে নিয়েছেন। চীনকে সন্তুষ্ট রাখতে দেশটির কোনো একটা শহর, কোনো একটা রেস্তোরাঁ অথবা কোনো একটা ব্যক্তিকে হাজির করেছেন সিনেমায়। 'ট্রান্সফরমার: এজ অব এক্সটিংকশন' সিনেমায় যে হংকংকে দেখা যায়, তা এ দীর্ঘ অভিযোজন প্রক্রিয়ারই দলিল। এভাবে চীন তার ক্রমবর্ধমান বক্স অফিসের মাধ্যমে যে অর্থনৈতিক পাটাতন দাঁড় করিয়েছে, তা দ্রুত রাজনৈতিক সুবিধা আদায়ের শর্তে রূপান্তরিত হয়। তারা তাদের নীতিমালা নিয়ে সবসময়ই কঠোর। যে স্টুডিওগুলো চীনের বাজারে প্রবেশ করতে চায়, তাদের অবশ্যই নিয়ম মেনে প্রবেশ করতে হবে। হলিউড দীর্ঘদিন ধরেই তাদের আদর্শ রফতানি করে যাচ্ছে সিনেমার মাধ্যমে। বিক্রি করেছে আমেরিকার ধাঁচে গণতান্ত্রিক চেতনা ও পশ্চিমা ব্যাকরণ মানা স্বাধীনতা ও উদারনৈতিকতা। সুযোগ পেলেই চিত্রিত হয়েছে আমেরিকানদের বীরত্ব এবং সামরিক শক্তির দালালি। চীন কিন্তু খুব বেশি পিছিয়ে নেই। সেখানকার সরকারও রয়েছে নিজস্ব সংস্কৃতি রফতানির প্রচেষ্টায়। তার জন্য হলিউড শ্রেষ্ঠ রাস্তাই বটে। বিশ শতকের সফল অস্ত্রগুলোর একটি হচ্ছে আমেরিকান সফট পাওয়ার। সেটা তাকে আধিপত্য বিস্তারে সহযোগিতা করেছে। চীন কেবল তাকেই অনুকরণ করার চেষ্টা করেছে। এখন চীনের সরকার যেমনটা, আমেরিকার সরকারও সেটা করেছে ও করে। মার্কিন ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, বৈশ্বিকভাবে প্রচারিত চলচ্চিত্রগুলোয় সরকারের বেশ শক্ত হাত রয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মার্শাল প্ল্যানের সময় থেকেই চলচ্চিত্রগুলো সরকারের নিয়োজিত সরঞ্জামে পরিণত। তার মানে যে রাজনৈতিক প্রচারণা কম থাকা সিনেমা তৈরি হয়নি, এমন না। কিন্তু সেগুলোও দিনশেষে আমেরিকান সংস্কৃতিকেই সর্বজনীন করার প্রচেষ্টার অংশ। 'ডার্টি ড্যান্সিং' ও 'ব্যাক টু দ্য ফিউচার'-এর মতো মুভিগুলো আমেরিকান সিনেমার তারকাদের আন্তর্জাতিক তারকায় পরিণত করেছে। তবে বর্তমান ক্ষেত্রে চীনের প্রচেষ্টা দ্বিমুখী। প্রথমত, প্রোপাগান্ডা মুভি বা মেইন মেলোডি"তৈরি, যেখানে সরকার বেশ ভালোভাবেই নাক গলায়। এর বাইরে রয়েছে সত্যিকার প্রচেষ্টা, যা বাণিজ্যিক চলচ্চিত্র তৈরি করছে। চীনের সংস্কৃতিকে তুলে ধরছে বিশ্বের দরবারে। যেভাবে আমেরিকার জীবন সম্পর্কে চলচ্চিত্রগুলো আমেরিকাকে তুলে ধরে।

চলচ্চিত্র জাতীয় পরিচয়কে প্রভাবিত করে। হলিউড ও চীনের এ সম্পর্কের মধ্য দিয়ে বিবর্তিত হয়েছে চলচ্চিত্রের ইতিহাস। নিখাদ ইতিহাস নিয়েও ব্লকবাস্টার সিনেমা তৈরি হচ্ছে চীনে। কোরিয়া যুদ্ধ নিয়ে তৈরি সিনেমা বিশ্বমঞ্চে চীনের শক্তির একটি প্রতিফলন হয়েই *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

গাজায় গণহত্যা হয়নি বলে মনে করে যুক্তরাষ্ট্র

পরিচয় ডেস্ক:ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি বাহিনীর সাম্প্রতিক অভিযানে কোনো গণহত্যা হয়নি বলে মনে করে যুক্তরাষ্ট্র। জাতিসংঘের অন্যতম অঙ্গসংস্থা ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট ফর জাস্টিসে (আইসিজে) ইসরায়েলকে অভিযুক্ত করে গাজায় গণহত্যা মামলা দায়েরের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকার সমালোচনাও করেছে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

গত ৩০ ডিসেম্বর বাদী হয়ে আইসিজেতে মামলাটি দায়ের করে দক্ষিণ আফ্রিকা। মামলার আবেদনপত্রের সঙ্গে ৮৪ পৃষ্ঠার একটি নথি সংযুক্ত করে দক্ষিণ আফ্রিকার পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, গাজায় ইসরায়েলি বাহিনী আন্তর্জাতিক অপরাধ, যেমনঙ্মানবতাবিরোধী অপরাধ এবং যুদ্ধাপরাধ, এর পাশাপাশি গণহত্যা বা এ সম্পর্কিত অপরাধের সীমারেখা লঙ্ঘন করেছে বলে তথ্য পাওয়া গেছে। আবেদনে আরও বলা হয়েছিল, ইসরায়েলের এই আচরণ গণহত্যামূলক। কারণ তারা ফিলিস্তিনি জাতির একটি উল্লেখযোগ্য অংশকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্য নিয়েই হামলা চালাচ্ছে।

গত ৩০ তারিখ আবেদনপত্র জমা দেওয়ার সময় আইসিজেকে দ্রুত এ বিষয়ে শুনানির অনুরোধ করেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। সেই অনুরোধে সাড়া দিয়েই ১১ জানুয়ারি শুনানি শুরুর দিন ধার্য করা হয়েছে বলে এক বিবৃতিতে জানিয়েছে আইসিজে। পাশাপাশি শুনানিতে উপস্থিত থাকতে ইসরায়েলকে প্রতিনিধি পাঠানোর জন্য সমনও পাঠিয়েছে জাতিসংঘের আদালত।

আইসিজের এই আদেশের প্রতিক্রিয়ায় গত ০৪ জানুয়ারী বুধবার মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক ব্রিফিংয়ে মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার বলেন, 'গণহত্যা খুবই ঘৃণ্য ধরনের নৃশংসতা। বিশ্বে যতরকম নৃশংসতা-নিষ্ঠুরতা দেখা যায়, সেসবের মধ্যে গণহত্যা সবচেয়ে ন্যক্কারজনক অপরাধগুলোর একটি।'

'তাই এই ব্যাপারটিকে হালকাভাবে নেওয়ার কিছু নেই। তবে যদি এ ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়া জানতে চাওয়া হয়, তাহলে আমরা বলব, গণহত্যার স্বীকৃত সংজ্ঞায় যা উল্লেখ করেছেড়্গাজায় তা ঘটেনি এবং যারা মামলা দায়ের করেছে, তাঁরা কোনো ফলপ্রসূ পদক্ষেপ নেয়নি।' আলাদা এক ব্রিফিংয়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জন কিরবি বলেন, 'ইসরায়েলের বিরুদ্ধে গণহত্যার অভিযোগ ভিত্তিহীন। দক্ষিণ আফ্রিকা যে মামলা দায়ের করেছে, তা থেকে কোনো *বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়*

গাজায় গণহত্যায় বাইডেনের নীতির সমালোচনায় জ্যেষ্ঠ শিক্ষা কর্মকর্তার পদত্যাগ

পরিচয় ডেস্ক: গাজায় চলমান গণহত্যায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের নীতির প্রতিবাদে পদত্যাগ করেছেন তারই প্রশাসনের এক জ্যেষ্ঠ শিক্ষা কর্মকর্তা। গতকাল বুধবার পদত্যাগ করেন যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষা বিভাগের পরিকল্পনা, মূল্যায়ন ও নীতি উন্নয়ন বিষয়ক কার্যালয়ের বিশেষ সহকারী তারিক হাবাশ।

গাজায় ফিলিস্তিনিদের ওপর নির্বিচারে গণহত্যা চললেও বাইডেন প্রশাসনের ইসরায়েল-ঘেঁষা নীতির সমালোচনা চলছে সর্বত্র। অসন্তোষ বাড়ছে বাইডেনের প্রশাসনেও। তারই সর্বশেষ ইঙ্গিত ছিল তারিক হাবাসের পদত্যাগ। এ ছাড়াও, গাজা ইস্যুতে বাইডেন ভোটার হারাতে পারেন বলে গতকালই এক বেনামি চিঠিতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টকে সতর্ক করেছে বাইডেনের নির্বাচনী প্রচারণায় যুক্ত ১৭ জন কর্মী।

শিক্ষামন্ত্রী মিগুয়েল কর্ডোনার কাছে লেখা এক চিঠিতে তারিক হাবাশ বলেছেন, 'নিরীহ ফিলিস্তিনিদের ওপর সংঘটিত নৃশংসতা যেভাবে দেখেও না দেখার ভান করছে এই (বাইডেন) প্রশাসন তাতে আমি নীরব থাকতে পারি না। শীর্ষস্থানীয় মানবাধিকার বিশেষজ্ঞরা গাজায় ইসরায়েলের আগ্রাসনকে গণহত্যা বলে অভিহিত করেছেন।'

ফিলিস্তিনি-আমেরিকান নাগরিক তারিক হাবাশ শিক্ষার্থী ঋণের বিষয়ে একজন *বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়*

ইসরায়েল-গাজা যুদ্ধের প্রভাব পড়েছে ম্যাকডোনাল্ডসের ব্যবসায়

পরিচয় ডেস্ক: হামলার পরের সপ্তাহে ম্যাকডোনাল্ডস (ইসরায়েল) জানিয়েছিল এটি ইসরায়েলের সেনাদের বিনামূল্যে খাবার দিয়েছে। এর পরেই অনেকে প্রতিষ্ঠানটিকে বয়কটের ঘোষণা দেন, কারণ তারা গাজায় ইসরায়েলি সৈন্যদের চালানো হামলার বিষয়টিতে ক্ষুব্ধ। যার ফলে কুয়েত, মালয়েশিয়া ও পাকিস্তানের মতো মুসলিম দেশগুলো ঘোষণা দিয়ে প্রতিষ্ঠানটিকে বয়কট করেছে।

ম্যাকডোনাল্ডস জানিয়েছে মধ্যপ্রাচ্যসহ বিভিন্ন স্থানে এর ব্যবসার ক্ষতি হচ্ছে কারণ অনেক গ্রাহকই প্রতিষ্ঠানটিকে বয়কট করছে ইসরায়েলকে পরোক্ষ সমর্থন দেওয়ার অভিযোগে।

প্রতিষ্ঠানটির প্রধান নির্বাহী ক্রিস কেম্পজিনস্কি বিষয়টি তার একটি লিঙ্কডইন পোস্টে নিশ্চিত করেন যেখানে তিনি এর জন্য 'ভুল তথ্য' ছড়ানোকে দায়ী করেন। ম্যাকডোনাল্ডস যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক দ্বিতীয় বড় প্রতিষ্ঠান যেটি ইসরায়েল-গাজা যুদ্ধের উত্তেজনার কারণে ব্যবসায়িক ক্ষতি মোকাবেলা করেছে। এইরকম ব্যবসায়িক ক্ষতি মোকাবেলা করা অন্য প্রতিষ্ঠানটি হলো স্টারবাকস।

কেম্পজিনস্কি জানিয়েছেন, "মধ্যপ্রাচ্যসহ বেশ কিছু বাজারে ম্যাকডোনাল্ডস এর মত প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যবসার বড় ক্ষতি হচ্ছে ভুল তথ্য ছড়ানোর কারণে"। তিনি আরও বলেন, "এটা আসলে দুঃখজনক এবং ভিত্তিহীন। মুসলিম দেশগুলো সহ সকল দেশে আমরা স্থানীয় মালিক এবং কর্মচারীদের মাধ্যমে আমাদের ব্যবসা চালাই"। *বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়*

আইওয়া অঙ্গরাজ্যের স্কুলে বন্দুকধারীর হামলা, সন্দেহভাজনসহ নিহত ২

পরিচয় ডেস্ক: আইওয়া অঙ্গরাজ্যের একটি স্কুলে বন্দুকধারীর হামলায় এক শিক্ষার্থী নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরও পাঁচজন। সন্দেহভাজন হামলাকারীর মরদেহ ঘটনাস্থল থেকেই উদ্ধার করেছে পুলিশ।

আইওয়া অঙ্গরাজ্যের পেরি হাইস্কুলে স্থানীয় সময় গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে এই বন্দুক হামলার ঘটনা ঘটে। পুলিশ বলেছে, শীতের ছুটির পর ক্লাস শুরুর প্রথম দিনে ১৭ বছর বয়সী একজন বন্দুকধারীর গুলিতে নিহত হয়েছে ষষ্ঠ শ্রেণির একজন ছাত্র। আহত অপর পাঁচজনের মধ্যে একজনের অবস্থা গুরুতর।

সন্দেহভাজন *বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়*

ইহুদিবিদ্বেষ ও প্লেজারিজম, পদত্যাগ করলেন হার্ভার্ডের প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্ট

পরিচয় ডেস্ক: ইহুদিবিদ্বেষ ও একাডেমিক প্লেজারিজমের অভিযোগ মাথায় নিয়ে পদত্যাগ করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির প্রেসিডেন্ট ক্লডিন গে। তিনি হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির সবচেয়ে কম সময় দায়িত্ব পালনকারী প্রেসিডেন্ট।

হার্ভার্ড কর্তৃপক্ষের কাছে লেখা পদত্যাগপত্রে ক্লডিন গে লিখেছেন, তিনি পদত্যাগ করলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ফ্যাকাল্টি হিসেবে তিনি তাঁর দায়িত্ব চালিয়ে যাবেন। তিনি তাঁর পদত্যাগপত্রে লিখেছেন, 'যেহেতু আমি এখন ফ্যাকাল্টিতে ফিরে যাচ্ছি, তাই আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, আমরা সবার জন্য কাঙ্ক্ষিত সম্প্রদায় গড়ে তুলতে সবার সঙ্গে কাজ চালিয়ে যাব।'

মাত্র ছয় মাস আগেই হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছিলেন। তিনি এই ইউনিভার্সিটির প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ ও দ্বিতীয় নারী প্রেসিডেন্ট। তাঁর পরিবার হাইতি থেকে অভিবাসী হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রে এসে থিতু হয়েছিল। *বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়*

এই রায় সব আইনি নজির ও যুক্তির পরিপন্থি বললেন ড. ইউনূস

পরিচয় ডেস্ক: শ্রম আদালতে ছয় মাসের কারাদণ্ড পাওয়া শাস্তিতে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনূস জার্মান বেতার ডয়চে ভেলেকে দেয়া প্রতিক্রিয়ায় এ কথা বলেন। তার আইনজীবীর দাবি- এই বিচার কার্যক্রম 'দেশের ইতিহাসে অভূতপূর্ব।' শ্রম আইন লঙ্ঘনের মামলায় গ্রামীণ টেলিকমের চেয়ারম্যান ড. মুহাম্মদ ইউনূস এবং প্রতিষ্ঠানটির তিন শীর্ষ কর্মকর্তাকে ছয় মাস করে কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। এছাড়া তাদের প্রত্যেককে ২৫ হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে। ২০২১ সালের ৯ সেপ্টেম্বর ঢাকার তৃতীয় শ্রম আদালতে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন বিভাগের শ্রম পরিদর্শক এই মামলা দায়ের করেছিলেন। রায়ের প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে ডয়চে ভেলেকে পাঠানো এক বিবৃতিতে প্রফেসর ইউনূস এই রায়কে 'আইনি নজির ও যুক্তির পরিপন্থী' হিসেবে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন, ''আমি আমার সাধ্যমতো বাংলাদেশের জনগণের সেবা করে যাবো ও সামাজিক ব্যবসার আন্দোলনে কাজ করে যাবো। আমার আইনজীবীরা আদালতে দৃঢ়ভাবে যুক্তি দেখিয়েছেন, আমার বিরুদ্ধে এই রায় সব আইনি নজির ও যুক্তির পরিপন্থী। আমি বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিককে অন্যায়ের বিরুদ্ধে এবং গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের পক্ষে এক কণ্ঠে কথা বলার আহ্বান জানাই।"

এদিকে ডয়চে ভেলেকে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের আইনজীবী আবদুল্লাহ-আল-মামুন বলেন, ''তাকে (ড. ইউনূস) এখানে আটকানোর জন্য এবং হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য, হ্যারাসমেন্ট করার জন্য...এটা করা হয়েছে।"

শ্রম আদালতে মামলা যেখানে পাঁচ বছরেও শেষ হয় না সেখানে এই মামলার শুনানি অস্বাভাবিক দ্রুত করা হয়েছে বলে উল্লেখ করেন তিনি। জানান, এক মাসে আট-দশটি শুনানির তারিখ দেয়া হয়েছে। এই আইনজীবী বলেন, ''এক সপ্তাহের ভেতরে শুনানি করে নজিরবিহীনভাবে রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত সাড়ে নয় ঘণ্টা শুনানি করে এখানে রাখা হয়েছে যেটা শ্রম আদালতের ইতিহাসে হয় নাই।"

বিশ্ব গণমাধ্যমে ড. ইউনূসের সাজার রায়

শ্রম আইন লঙ্ঘনের মামলায় গ্রামীণ টেলিকমের চেয়ারম্যান ও শান্তিতে নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসসহ চারজনকে ছয় মাসের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। সোমবার (১ জানিয়ারি) ঢাকার শ্রম আদালত এই রায় দেন। ড. ইউনূসের কারাদণ্ডের খবর আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমগুলো গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশ করেছে।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম গার্ডিয়ান, বিবিসি, বার্তা সংস্থা রয়টার্স, কাতারভিত্তিক সম্প্রচারমাধ্যম আল-জাজিরা, ফরাসি সংবাদমাধ্যম ফ্রান্স টোয়েন্টিফোর, হংকংভিত্তিক সংবাদমাধ্যম সাউথ চায়না মর্নিং পোস্ট, সংযুক্ত আরব আমিরাতের গালফ নিউজ, ভারতীয় গণমাধ্যম হিন্দুস্তান টাইমস, টাইমস অব ইন্ডিয়া, এনডিটিভিসহ বিশ্বের বিভিন্ন গণমাধ্যম ড. ইউনূসের কারাদণ্ডের রায় নিয়ে সংবাদ প্রকাশ করেছে।

গার্ডিয়ানের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শ্রম আইন লঙ্ঘনের মামলায় নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনসূকে কারাদণ্ড দিয়েছেন বাংলাদেশের একটি আদালত। যদিও ইউনূসের সমর্থকেরা দাবি করেন যে মামলাটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। তাঁদের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে (৮৩) তাঁর ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে লাখ লাখ মানুষকে দারিদ্র্য থেকে বের করে আনার জন্য কৃতিত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি বাংলাদেশের দীর্ঘ সময়ের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অপছন্দের ব্যক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি মুহাম্মদ ইউনূসকে 'গরিবের রক্তচোষা' বলে অভিযোগ করেন। *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

কী করলে ড. ইউনূসের বিচার হতো না, জানালেন অ্যাটর্নি জেনারেল

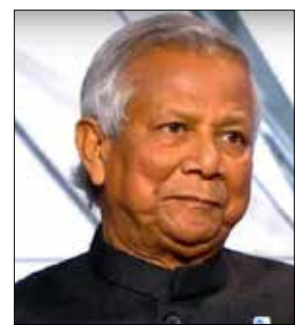

পরিচয় ডেস্ক: শ্রম আইন লঙ্ঘনের অভিযোগ স্বীকার করে নিলেই গ্রামীণ টেলিকমের চেয়ারম্যান ও নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বিচার হতো না বলে মন্তব্য করেছেন অ্যাটর্নি জেনারেল এ এম আমিন উদ্দিন। গত ২রা জানুয়ারী মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টের অ্যাটর্নি জেনারেল কার্যালয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন। যথ যথ আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করে শ্রম আদালতের বিচারক নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস মামলায় রায় দিয়েছেন বলে দাবি করেন অ্যাটর্নি জেনারেল। তিনি বলেন, 'অভিযোগ স্বীকার করে নিলেই তো আর বিচার হতো না। সাজার রায়ের পর তো সবাই নিজেকে নির্দোষ দাবি করে। ড. ইউনূস সেই দাবিই করেছেন। বরং তিনি যদি নিজের দোষ স্বীকার করতেন, সেটাই ব্যতিক্রম হতো।' অপর প্রশ্নের জবাবে এ এম আমিন উদ্দিন বলেন, বিদেশিরা না জেনে ড. ইউনূসের রায়ের ইস্যুতে সমালোচনা করছেন। তিনি বলেন, 'বিদেশিদের আমাদের দেশের শ্রম আইন সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা নেই। এ কারণে তারা রায় নিয়ে সমালোচনা করছেন।'

গত সোমবার (১ জানুয়ারী) শ্রম আইন লঙ্ঘনের মামলায় গ্রামীণ টেলিকমের চেয়ারম্যান ও নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদড. মুহাম্মদ ইউনূসসহ চার আসামিকে ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। তবে আপিল করার শর্তে আসামিদের এক মাসের জামিন দিয়েছেন আদালত। ঢাকার তৃতীয় শ্রম আদালতের বিচারক শেখ মেরিনা সুলতানা তাদের কারাদণ্ডের রায় ঘোষণা করেন। আদালত কারাদণ্ডের রায় ঘোষণার পর ড. মুহাম্মদ ইউনূসসহ চার আসামির আইনজীবীরা উচ্চ আদালতে আপিলের শর্তে জামিন আবেদন করেন। শুনানি শেষে আদালত এক মাসের জামিন মঞ্জুর করে।

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কে কোনো প্রভাব পড়বে না - ইউনূসের রায় প্রসঙ্গে পররাষ্ট্রসচিব মাসুদ বিন মোমেন

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের পররাষ্ট্রসচিব মাসুদ বিন মোমেন সাংবাদিকদের বলেন, "একজন ব্যক্তির কারণে রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্কে প্রভাব না পড়াটাই স্বাভাবিক। এটা আমাদের আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হয়েছে, এবং ওনার আবেদন করার সুযোগ আছে, উনি জামিনও পেয়েছেন। সুতরাং, একটা চলমান আইনি প্রক্রিয়ার মধ্যে আছে, এর চেয়ে বেশি কমেন্টস (মন্তব্য) আমি করতে চাই না।"

শ্রম আইন লঙ্ঘনের মামলায় গ্রামীণ টেলিকমের চেয়ারম্যান ও নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বিরুদ্ধে আদালতের দেওয়া রায়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কে প্রভাব পড়বে না বলে মন্তব্য করেছেন পররাষ্ট্রসচিব মাসুদ বিন মোমেন। সোমবার (১ জানুয়ারি) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ইউনূস ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কের প্রভাব নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে এমনটাই মুল্যায়ন করেন তিনি। পররাষ্ট্রসচিব সাংবাদিকদের বলেন, "একজন ব্যক্তির কারণে রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্কে প্রভাব না পড়াটাই স্বাভাবিক। এটা আমাদের আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হয়েছে, এবং ওনার আবেদন করার সুযোগ আছে, উনি জামিনও পেয়েছেন। সুতরাং, একটা চলমান আইনি প্রক্রিয়ার মধ্যে আছে, এর চেয়ে বেশি কমেন্টস (মন্তব্য) আমি করতে চাই না।চ

শ্রম-সংক্রান্ত প্রসঙ্গে মাসুদ বিন মোমেন বলেন, "ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আমাদের শ্রমখাতের কিছু ইস্যু রয়ে গেছে। যা নিয়ে গত কয়েক বছর ধরে কাজ হচ্ছে। এই বিষয়ে আমরা আরও সিরিয়াসলি কাজ করতে চাই। শ্রম বিষয়ে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে যে রোডম্যাপ আছে তা যেন আমরা অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তবায়ন করতে পারি সেই চেষ্টা করব। এতে বাণিজ্য নিয়ে যেসব ধারণামূলক কথাবার্তা চলছে, তা প্রতিহত করা যাবে।চ তিনি আরও বলেন, "আমাদের শ্রমিকদের চাওয়া-পাওয়ার বিষয়ে আমরা যথেষ্ট সতর্ক আছি। শিশুশ্রম নিয়ে অনেক পদক্ষেপ *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

ড. ইউনূসের সাজার ঘটনায় ১৪ বিশিষ্ট নাগরিকের উদ্বেগ

পরিচয় ডেস্ক: শান্তিতে নোবেল পুরস্কারজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসের কারাদণ্ডাদেশ ও জরিমানার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বিবৃতি দিয়েছেন দেশের ১৪ বিশিষ্ট নাগরিক। গত ৫ই জানুয়ারী শুক্রবার সংবাদমাধ্যমে পাঠানো বিবৃতিতে তারা বলেন, ড. ইউনূস ও গ্রামীণ টেলিকমের তার তিন সহকর্মীর সাম্প্রতিক সাজার ঘটনায় আমরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। শ্রম আইন লঙ্ঘনের জন্য ফৌজদারি বিচারে তাদের ছয় মাসের কারাদণ্ড ও জরিমানা করা হয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়, গ্রামীণ টেলিকমের প্রধান হিসেবে ড. ইউনূসের বিরুদ্ধে ওই মামলা করা হয়। অপর তিন আসামি হলেন প্রতিষ্ঠানটির দুই বোর্ড সদস্য ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক। চুক্তিভিত্তিক কর্মী ও কর্মীদের সুযোগ-সুবিধার বিষয়টিকে ফৌজদারি অপরাধ গণ্য করায় তাদের কারাদণ্ড হয়েছে। দ্রুত বিচারপ্রক্রিয়া শেষ করে সাজা দেওয়া হয়েছে। যেখানে সাভারের রানা প্লাজা ধসের মতো ঘটনার শিকার ব্যক্তিরা ন্যায়বিচারের জন্য এখনও অপেক্ষা করছেন, সেখানে ড. ইউনূসের ক্ষেত্রে অবিশ্বাস্য তাড়াহুড়ো করে আইনি প্রক্রিয়া শেষ করা হয়েছে।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ড. ইউনূস গ্রামীণ টেলিকম বোর্ডের নির্বাহী প্রধান নন, দৈনন্দিন কর্মপরিচালনায় তিনি *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

সারা বিশ্বের চোখ এখন বাংলাদেশের নির্বাচনের দিকে

পরিচয় ডেস্ক: সারা বিশ্বের চোখ এখন বাংলাদেশের নির্বাচনের দিকে।তারা অংশগ্রহণমূলক এবং অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের দিকে জোর দিলেও বিএনপি ও তাদের সমমনারা নির্বাচন বর্জনের অবস্থানে থেকে ৬ ও ৭ জানুয়ারি ৪৮ ঘন্টার হরতালও ডেকেছে।

এদিকে শুক্রবার (০৬ জানুয়ারী) সকালে বাংলাদেশে নির্বাচনি প্রচার শেষ হয়েছে। আর এক দিন পর বহুল আলোচিত জাতীয় সংসদ নির্বাচন। বাংলাদেশের বিশ্লেষকরা বলছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন দেশ এবং সংস্থা এই 'একপাক্ষিক্ব নির্বাচনও গভীর পর্যবেক্ষণে রাখছে, এর কারণ হলো, এই নির্বাচনে ভোটাররা ভোট দিতে যান কিনা, ভোট দিতে তাদের জোর করা হয় কিনা এবং সহিংসতা কোন মাত্রায় হয়- এসব তারা তা দেখতে চায়।

মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথু মিলার বুধবার (০৪ জানুয়ারী) এক ব্রিফিংয়ে বলেন, "যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন সমর্থন করে। আমরা নিবিড়ভাবে এ নির্বাচনের দিকে নজর রাখছি। তবে কোনো ঘটনায় যুক্তরাষ্ট্র কী ব্যবস্থা নিতে পারে বা পারে না, সে বিষয়ে আগে থেকে কিছু বলা হয় না।"

জাতিসংঘও বাংলাদেশের নির্বাচন গভীর পর্যবেক্ষণে রাখার কথা বলেছে। বুধবার নিয়মিত ব্রিফিংয়ে সাংবাকিদদের প্রশ্নের জবাবে জাতিসংঘ মহাসচিব অন্তোনিও গুতেরেসের সহযোগী মুখপাত্র ফ্লোরেন্সিয়া সোতো নিনো বলেন, "আমরা শুধু প্রক্রিয়াটি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছি। আমাদের আশা, স্বচ্ছ ও সংগঠিত উপায়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এখন পর্যন্ত

এতটুকুই আমাদের বলার আছে।"

বৃহস্পতিবার (০৫ জানুয়ারী) ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সোয়াল বলেছেন, "আমরা ধারবাহিকভাবে বলে আসছি যে, বাংলাদেশে নির্বাচন বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়। বাংলাদেশের জনগণই তাদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে। আমরা এই অবস্থানেই আছি।"

এদিকে নির্বাচন কমিশন বৃহস্পতিবার ঢাকার একটি হোটেলে বিদেশি কূটনীতিকদের সঙ্গে নির্বাচনের সর্বশেষ প্রস্তুতি নিয়ে বৈঠক করেছেন। বৈঠক শেষে প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আউয়াল সাংবাদিকদের বলেন, "কূটনীতিকরা জানতে চেয়েছেন ভোটারদের ভোট দেয়ার জন্য চাপ দেয়া হচ্ছে কিনা। আমরা স্পষ্ট করে দিয়েছি যে, এ ধরনের কোনো চাপ নেই। বরং আমরা ভোটদান প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের জন্য জনগণকে উৎসাহিত করছি।"

বৈঠক শেষে ইইউ রাষ্ট্রদূত চার্লস হোয়াইটলি বলেন, "নির্বাচনের জন্য ইসির প্রস্তুতি সম্পর্কে আমরা জেনেছি।" তবে তারা এই প্রস্তুতিতে সন্তুষ্ট কিনা জানতে চাইলে তিনি কোনো মন্তব্য করেননি।

একটি সফল নির্বাচনের আশাবাদ ব্যক্ত করে চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন বলেন, "এটি বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার জন্য একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক হবে।" তার কথা, "চীন আশা করছে নির্বাচন সফলভাবে অনুষ্ঠিত হবে এবং নির্বাচনের পর বাংলাদেশ হবে আরো শক্তিশালী, সহনশীল ও ঐক্যবদ্ধ।"

অন্যদিকে শুক্রবার দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে মুসলিম দেশগুলোর সংগঠন ইসলামি সহযোগিতা সংস্থা (ওআইসি)-র নির্বাচন পর্যবেক্ষক দলের সঙ্গে বৈঠক করেছে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ।

শুক্রবার সকালে রাজধানীর তেজগাঁওয়ে ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে তিন সদস্যের ওআইসি নির্বাচনি পর্যবেক্ষক দলের সঙ্গে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ওআইসির তিন সদস্যের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন সংস্থাটির সেক্রেটারি জেনারেল ফর পলিটিক্যালের অ্যাসিসট্যান্ট সেক্রেটারি ইউসুফ মোহাম্মদ আল দুবাই।

এর আগে একটি হোটেলে কমনওয়েলথ প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠক করেন আওয়ামী লীগের নেতার। সেই বৈঠকে ১৫ সদস্যের কমনওয়েলথ দলের নেতৃত্ব দেন জ্যামাইকার সাবেক প্রধানমন্ত্রী অরিতি ব্রুস গোল্ডিং।

উভয় বৈঠকেই শাসক দলের নেতৃত্বে ছিলেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। তিনি তাদের অবাধ, সুষ্ঠু এবং গ্রহণযোগ্য *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশে অর্থ-অনর্থের নির্বাচন

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচন যেন জমেও জমছে না। রাজনীতির মাঠের প্রধান বিরোধী দল বিএনপি নির্বাচনে অংশ না নেয়ায় রাজধানী ঢাকার আসনগুলোতে ভোটের আমেজ-উৎসব-উত্তেজনা একেবারেই নেই।

সরকারি দল আওয়ামী লীগের বাইরে এই আসনগুলোতে শক্তিশালী কোনো প্রার্থী নেই। সরকারি দলের প্রার্থীরা জয়ী হবেনড়এটা নিশ্চিত করেই বলা যায়। আর তাই ভোটের হাওয়ায় ঢাকায় এবার টাকা কম উড়ছে বলেই মনে হচ্ছে। তবে ঢাকার বাইরে 'টাকার খেলা' বেশ ভালোই চলছে বলে আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

অতীত ইতিহাস ঘেঁটে দেখা গেছে, জাতীয় নির্বাচন ঘিরে অর্থ ব্যয়ের বড় অংশ হয় প্রার্থীদের প্রচারে। এর বাইরে ভোট টানতে গোপনে ভোটারদের নগদ টাকা দেওয়ার সংস্কৃতিও আছে বাংলাদেশে। তবে এবার ঢাকার প্রার্থীদের প্রচার-প্রচারণায় কিছু টাকা খরচ হলেও ভোট কিনতে 'নগদ টাকার খেলা' হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না; কেননা, সরকারি দলের প্রার্থীরা নিশ্চিত যে, তারাই বিজয়ী হবেন, তাই তারা অযথা বাড়তি টাকা খরচ করছেন না।

তবে, সারা দেশের অবস্থা মোটেই ঢাকার মতো নয়। অনেক নির্বাচনি এলাকায় টাকা উড়ছে; প্রচার-প্রচারণার খরচের বাইরে নগদ টাকা উড়ানোর প্রতিযোগিতার খবর পাওয়া যাচ্ছে। আর এ প্রতিযোগিতা হচ্ছে, সরকারি দল আওয়ামী লীগের নৌকা প্রতীকের প্রার্থী এবং একই দলের স্বতন্ত্র প্রার্থীর মধ্যে। ঢাকার বাইরে অধিকাংশ সংসদীয় আসনে সরকারি দলের মনোনীত প্রার্থীর সঙ্গে একই দলের স্বতন্ত্র প্রার্থীর হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের খবর প্রতিদিন গণমাধ্যমে প্রকাশিত হচ্ছে। অবাধ-নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচন হলে ৩০০ সংসদীয় আসনের ১০০টিতে স্বতন্ত্র প্রার্থী জয়ী হতে পারে বলেও খবর দিচ্ছে কিছু মিডিয়া। আর এই ঝড়ে অনেক মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীর কপাল পুড়তে পারে বলে আভাস পাওয়া যাচ্ছে। *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশের নির্বাচনে ভারত কেন গুরুত্বপূর্ণ -বিবিসির বিশ্লেষণ

পরিচয় ডেস্ক:বাংলাদেশে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এই নির্বাচনে ভারতের ভূমিকা কীভাবে সে বিষয়েও গভীরভাবে আলোচিত হচ্ছে। প্রধান বিরোধী বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) নির্বাচন বর্জন করেছে। ফলে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে টানা চতুর্থবারের মতো নির্বাচিত হতে যাচ্ছেন, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই বললেই চলে।

অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য শেখ হাসিনাকে প্রধানমন্ত্রীর পদ ছেড়ে দিয়ে নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের হাতে নির্বাচন আয়োজনের ক্ষমতা দেওয়ার দাবি জানিয়েছিল বিএনপি। তবে শেখ হাসিনা সেই দাবি প্রত্যাখ্যান করেছেন। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ ১৭ কোটি মানুষের দেশ বাংলাদেশের পুরো সীমান্তই ভারতের সঙ্গে। মাত্র ২৭১ কিলোমিটার সীমান্ত রয়েছে আরেক প্রতিবেশী মিয়ানমারের সঙ্গে। বাংলাদেশ কেবল ভারতের প্রতিবেশীই নয়, সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ কৌশলগত অংশীদার ও মিত্রও। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোর নিরাপত্তায়ও বাংলাদেশের গুরুত্ব অপরিসীম।

ভারতীয় নীতিনির্ধারকেরা মনে করেন, বাংলাদেশে বন্ধুত্বপূর্ণ সরকার ক্ষমতাসীন থাকা নয়াদিল্লির জন্য খুবই প্রয়োজন। ১৯৯৬ সালে শেখ হাসিনা প্রথম প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে ভারতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন এবং তা এগিয়ে নিয়েছেন। নয়াদিল্লি যে শেখ হাসিনাকে ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখতে চায়, সে বিষয়ে কোনো রাখঢাক নেই। *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

'বাংলাদেশ ইস্যুতে ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের চাওয়া মিলছে না'

পরিচয় ডেস্ক: গত এক দশক ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'ভারতের চোখে বাংলাদেশকে দেখা' নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তবে এবার যুক্তরাষ্ট্রের সে অবস্থানের পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে করেন বাংলাদেশের সাবেক পররাষ্ট্র সচিব মোহাম্মদ তৌহিদ হোসেন।

রাশিয়ার ইউক্রেন আক্রমণের পর বৈশ্বিক রাজনীতিতে চলছে নতুন মেরুকরণ। বিশ্লেষকেরা বলছেন, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলোর একমেরুকেন্দ্রীক যে রাজনীতি ছিল, এখন চীন-রাশিয়াকে কেন্দ্র করে নতুন বলয় তৈরির ফলে সে রাজনীতির বদল ঘটছে। এর প্রভাব পড়ছে অর্থনীতিতেও।

বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি এবং আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে নানা ধরনের বক্তব্য এসেছে আন্তর্জাতিক মহল থেকে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর মাসে র‍্যাবের সাতজন সাবেক ও বর্তমান কর্মকর্তার বিরুদ্ধে গুম, বিচারবহির্ভূত হত্যা এবং নির্যাতনের অভিযোগে ভিসা নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়।

২০২৩ সালের মে মাসে বাংলাদেশের জন্য নতুন ভিসা নীতি ঘোষণা করে যুক্তরাষ্ট্র। সেখানে বলা হয়, বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করা বা তাতে সহযোগিতা করা ব্যক্তিদের ভিসা নিষেধাজ্ঞার আওতায় আনা হবে। এর আওতায় বর্তমান এবং সাবেক কর্মকর্তা, ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দলের কর্মী আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী, বিচার বিভাগ এবং নিরাপত্তারক্ষী বাহিনীর সদস্যরাও থাকবেন বলে জানানো হয় পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে।

সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশের বেশ কিছু নাগরিকের ওপর এই ভিসা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে যুক্তরাষ্ট্র। তবে তাদের নাম প্রকাশ করা হয়নি। ১০ নভেম্বর ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র ও *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

ঋণের বোঝায় ডুবছে যুক্তরাষ্ট্র!

পরিচয় ডেস্ক: ঋণের ভারে ডুবতে বসেছে বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ ধনী দেশ যুক্তরাষ্ট্র। যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি ঋণ প্রথমবারের মতো ৩৪ ট্রিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে। মার্কিন ট্রেজারি বিভাগের সর্বশেষ প্রকাশিত প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। নীতিগত পর্যায়ে কার্যকর সিদ্ধান্তের ঘাটতি, ব্যয় বৃদ্ধি ও আয় কমে যাওয়ার কারণে ঋণ বেড়েছে বলে দাবি করেছেন অর্থনীতি বিশ্লেষকরা।নাগরিক পিছু ঋণ এক লাখ ডলারের বেশি। আইন অনুযায়ী, কেন্দ্রীয় সরকারের সর্বোচ্চ ঋণসীমা ৩২.৪ ট্রিলিয়ন ডলার। গত বছরই সেই সীমা অতিক্রম করে বাইডেন সরকার।

মঙ্গলবার (২ জানুয়ারি) যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ দফতরের প্রকাশিত বিবৃতি অনুযায়ী, গেল বছরের শেষ প্রান্তিকে রেকর্ড পরিমাণ ডলার ঋণ নিয়েছে বাইডেন প্রশাসন। এতে ইতিহাসে প্রথমবারের মতো যুক্তরাষ্ট্রের ঋণ ৩৪ ট্রিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে। ২০২০ সালের নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট বাইডেন জয়ী হওয়ার পর ৬ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ নিয়েছে তার প্রশাসন।

স্প্রতি এক বিবৃতিতে ব্যাংক অব আমেরিকা শঙ্কা প্রকাশ করে জানায়, কেন্দ্রীয় সরকার যেভাবে ঋণ নিচ্ছে তা অব্যাহত থাকলে আগামী এক দশকে যুক্তরাষ্ট্রের ঋণ দাঁড়াবে ৫৪ ট্রিলিয়ন ডলারে। রেজারি বিভাগের তথ্য বলছে, ২০০৭ সালের ডিসেম্বরে মহামন্দার প্রারম্ভে মোট ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ৯.২০ ট্রিলিয়ন ডলার। তার ১০ বছর পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নির্বাচিত হলে জাতীয় ঋণ প্রায় ২০ ট্রিলিয়ন ডলারে পৌঁছায়। বাইডেন প্রশাসনের সময় তা আরো বেড়েছে। চড়া সুদহারের ফলে শুধু সুদ বাবদ ব্যয় মেটানো কঠিন হয়ে পড়েছে মার্কিন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের জন্য। এদিকে রিপাবলিকান দলের পক্ষ থেকে ২০২৪ সালের ব্যয় কমানোর দাবি উঠেছে। এমন পরিস্থিতিতেই বসতে যাচ্ছে কংগ্রেস অধিবেশন। সরকারের ব্যয় ব্যবস্থাপনার জন্য ১৯ জানুয়ারি ও আগামী ২ ফেব্রুয়ারি ডেডলাইন ঠিক করা হয়েছে। মার্কিন আইনপ্রণেতারা ইউক্রেন ও ইসরায়েলের জন্য জরুরি সহযোগিতার বিষয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। তবে আর্থিক ব্যয়সংক্রান্ত বিল নিয়ে কংগ্রেসে জটিলতা বাড়লে ওয়াশিংটনের জন্য ঝুঁকি বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে সমঝোতায় পৌঁছানোটা আরো বেশি কঠিন। কারণ এ মুহূর্তে নভেম্বরের প্রেসিডেন্সিয়াল ও কংগ্রেশনাল নির্বাচনই প্রাধান্য পাচ্ছে বেশি। ওয়াশিংটনভিত্তিক অলাভজনক প্রতিষ্ঠান কমিটি ফর আ রেসপনসিবল ফেডারেল বাজেটের প্রেসিডেন্ট মায়া ম্যাকগিনিজ যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান ঋণকে হতাশাজনক প্রাপ্তি হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। তার দাবি, রাজনৈতিক নেতৃদের মধ্যে কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণে অনীহা থাকায় এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। মায়া ম্যাকগিনিজ বলেন, 'আমরা আশাবাদী, নীতিনির্ধারকরা ঋণ কমানোর জন্য দ্রুত পদক্ষেপ নেবে। সেটা কর বাড়ানোর মাধ্যমেই হোক কিংবা ব্যয় কমিয়ে আনার মাধ্যমে কিংবা একটা অর্থনৈতিক কমিশন গঠনের মাধ্যমে কিংবা সবগুলোকেই অবলম্বন করে।' মার্কিন কেন্দ্রীয় সরকার কি পরিমাণ ঋণ নিতে পারে, তার আইনি বাধ্যবাধকতা আছে। আইন অনুযায়ী, দেশটির সর্বোচ্চ ঋণসীমা ৩১ দশমিক ৪ লাখ কোটি ডলার। গত বছরই সেই সীমা অতিক্রম করে বাইডেন সরকার। তবে অনেক তর্ক-বিতর্কের পর সাময়িকভাবে ঋণসীমা স্থগিত করা হয়। এটা করা না হলে ঋণখেলাপিতে পড়ে যেত পুরো দেশ।

যুক্তরাষ্ট্রের পর সরকারি ঋণ সবচেয়ে বেশি চীনের। বেইজিংয়ের ঋণের পরিমাণ ১৪ ট্রিলিয়ন বেশি। এরপরই আছে জাপান, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স এবং ইতালি।

আট বছরের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় বাংলাদেশের গাড়ির বাজার

শামীম রাহমান : কভিড মহামারীর বছর ২০২০ সাল বাদ দিলে গত এক দশকে ধারাবাহিকভাবে বড় হয়েছে দেশের গাড়ির বাজার। ২০২২ সালে সরকারি, আধা সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, রাষ্ট্রায়ত্ত ও সংবিধিবদ্ধ রাষ্ট্রমালিকানাধীন কোম্পানি ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের গাড়ি কেনার ওপর নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও রেকর্ড ৫ লাখ ৭৮ হাজারের বেশি গাড়ি বিক্রি ও নিবন্ধন হয়েছিল। তবে ২০২৩ সালে এসে পাল্টে গেছে এ চিত্র। সদ্য বিদায় নেয়া বছরে গাড়ি নিবন্ধন নেমে এসেছে আট বছরের সর্বনিম্নে। ২০২৩ সালে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) সারা দেশে ৩ লাখ ৬০ হাজার ৮৬১টি গাড়ির নিবন্ধন দিয়েছে, যা আগের বছরের তুলনায় প্রায় ৩৮ শতাংশ কম।

অটোমোবাইল ব্যবসায়ী ও খাতসংশ্লিষ্টরা বলছেন, বৈশ্বিক অস্থিরতা ও অর্থনৈতিক সংকট দেশের ভোক্তাদের ক্রয়ক্ষমতা কমিয়ে দিয়েছে। এর সরাসরি প্রভাব পড়েছে গাড়ির বাজারে। বিক্রি কমে সমসাময়িক সময়ের মধ্যে সবচেয়ে বড় সংকটময় পরিস্থিতি অতিবাহিত করার দাবি করেছেন দেশের গাড়ি উৎপাদক, আমদানিকারক ও বিপণনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো।

২০২০ সাল বাদ দিলে ২০১৩-২২ সাল পর্যন্ত বিক্রি হওয়া ও নিবন্ধিত গাড়ির সংখ্যায় ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি হয়েছে বাংলাদেশে। ২০১৩ সালে সারা দেশে ১ লাখ ৩৬ হাজারের বেশি যানবাহন নিবন্ধন দিয়েছিল বিআরটিএ। একইভাবে ২০১৪ সালে প্রায় ১ লাখ ৬০ হাজার, ২০১৫ সালে প্রায় ৩ লাখ ৮ হাজার, ২০১৬ সালে ৩ লাখ ৯৭ হাজারের বেশি, ২০১৭ সালে ৪ লাখ ১৯ হাজারের বেশি, ২০১৮ সালে ৪ লাখ ৯৫ হাজারের বেশি, ২০১৯ সালে ৪ লাখ ৯৭ হাজারের বেশি, ২০২০ সালে প্রায় ৩ লাখ ৭৮ হাজার, ২০২১ সালে ৪ লাখ ৪৫ হাজারের বেশি ও ২০২২ সালে ৫ লাখ ৭৮ হাজারের বেশি যানবাহন নিবন্ধন হয়েছিল। বিআরটিএর তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে, ২০১৬ সালের পর সবচেয়ে কম যানবাহন নিবন্ধন হয়েছে গত বছর।

বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি বিক্রি ও নিবন্ধন হওয়া যানবাহন মোটরসাইকেল। এক বছরে যত গাড়ি বিক্রি হয়, তার প্রায় ৮০ ভাগই দুই চাকার এ বাহনের দখলে। স্বভাবতই সংখ্যার হিসাবে ২০২৩ সালে সবচেয়ে বেশি বিক্রি ও নিবন্ধন কমেছে মোটরসাইকেলের। ২০২২ সালে যেখানে সারা দেশে প্রায় ৫ লাখ ৭ হাজার মোটরসাইকেল নিবন্ধন দিয়েছিল বিআরটিএ, সেখানে গত বছর ৩ লাখ ১০ হাজারের কিছু বেশি *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

এয়ারবাস না বোয়িং, দোটানায় বিমান

পরিচয় ডেস্ক: বিমানের বহরে এখন মোট উড়োজাহাজ ২১টি, এর মধ্যে ১৬টি যুক্তরাষ্ট্রের বোয়িং কোম্পানির, ফ্রান্সের ১০টি এয়ারবাস কিনতে চায় সরকার#বিভিন্ন অফার দিয়ে বাজার দখলে রাখতে চায় বোয়িং। ইউরোপ-আমেরিকার নতুন রুটে ফ্লাইট পরিচালনায় নতুন এয়ারক্রাফট কিনতে চায় রাষ্ট্রীয় পতাকাবাহী সংস্থা বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স। বর্তমানে বিমানের বহরে থাকা ২১টি উড়োজাহাজই যুক্তরাষ্ট্রের বোয়িং কোম্পানির। এবার বোয়িংয়ের পরিবর্তে ফ্রান্সের এয়ারবাস কোম্পানির ১০টি উড়োজাহাজ কেনার পরিকল্পনা করছে সরকার। যদিও বিষয়টি এখনো চূড়ান্ত নয়। নিজেদের বাজার দখল রাখতে বিমানকে *বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়*

২০২৩ সালে বাংলাদেশের কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন তিনগুণ বেড়েছে

পরিচয় ডেস্ক: গত ২০২৩ সালে বাংলাদেশ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি করেছে, যা বিদ্যুতের ঘাটতি কাটিয়ে উঠতে ও ক্রমবর্ধমান উৎপাদন খরচ কমাতে সাহায্য করেছে। ২০২৩ সালে কয়লা থেকে উৎপাদিত বিদ্যুৎ রেকর্ড ২১ বিলিয়ন কিলোওয়াট-ঘণ্টায় উন্নীত হয়েছে। বাংলাদেশের সরকারি তথ্য বিশ্লেষণ করে বার্তা সংস্থা রয়টার্স এমনটা জানিয়েছে।

গত ৩রা জিনুয়ারী বুধবার রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৩ সালে বাংলাদেশের বিদ্যুৎ উৎপাদনে জ্বালানি *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

২০২৩ সালে রেকর্ড ১৩ লাখ জনশক্তি রপ্তানি করেছে বাংলাদেশ

পরিচয় ডেস্ক: জনশক্তি রপ্তানিতে মাইলফলক অর্জন সত্ত্বেও এর সাথে তাল মিলিয়ে বাড়েনি রেমিট্যান্স প্রবাহ। ২০২৩ সালে রেমিট্যান্স প্রবাহ ৩ শতাংশ বেড়ে হয়েছে ২১.৯২ বিলিয়ন ডলার। আগের বছর যা ছিল ২১.২৯ বিলিয়ন ডলার। সে হিসেবে গত দুই বছর ধরে রেমিট্যান্স প্রবাহ ২২ বিলিয়ন ডলারের নিচেই স্থবির হয়ে আছে।

২০২৩ সালে বিদেশে রেকর্ডসংখ্যক জনশক্তি রপ্তানি করেছে বাংলাদেশ, যা আগের বছরের তুলনায় ১৫ শতাংশ বেশি। আর এই অর্জনের পেছনে অন্যতম কারণ হলো সৌদি আরবে বাংলাদেশি কর্মী (জনশক্তি) নিয়োগে কোটা বাড়ানো এবং মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার আবার খুলে দেওয়া।

জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) তথ্যমতে, গত বছর বিশ্বের ১৩৭টি দেশে বাংলাদেশের ১৩ লাখ কর্মীর কর্মসংস্থান হয়েছে। আগের বছর এ সংখ্যা ছিল ১১ লাখ ৩৫ হাজার।

তবে জনশক্তি রপ্তানিতে মাইলফলক অর্জন সত্ত্বেও এর সাথে তাল মিলিয়ে বাড়েনি রেমিট্যান্স প্রবাহ। ২০২৩ সালে রেমিট্যান্স প্রবাহ ৩ শতাংশ বেড়ে হয়েছে ২১.৯২ বিলিয়ন ডলার। আগের বছর যা ছিল ২১.২৯ বিলিয়ন ডলার। সে হিসেবে গত দুই বছর ধরে রেমিট্যান্স প্রবাহ ২২ বিলিয়ন ডলারের নিচেই স্থবির হয়ে আছে।

চার বছর বন্ধ থাকার পর বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য মালয়েশিয়া তার শ্রমবাজার খুলে দেয়। বাংলাদেশ থেকে

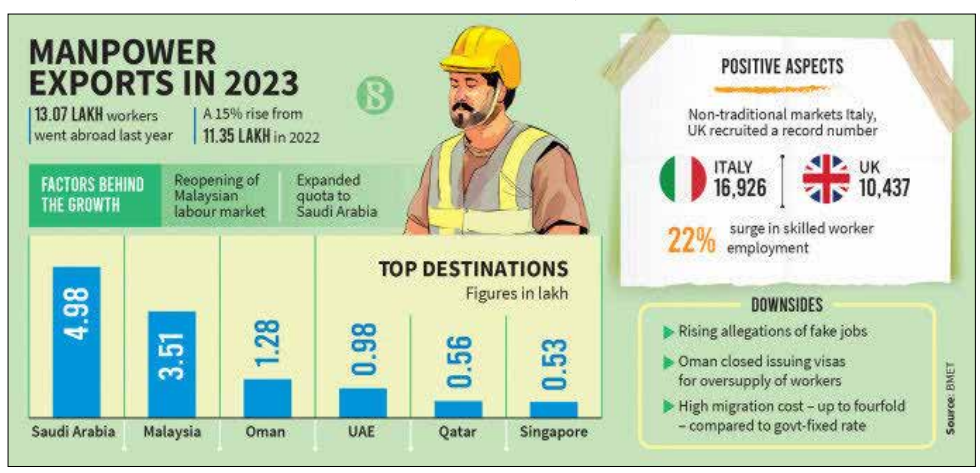

জনশক্তি রপ্তানিতে সৌদি আরবের পরই এখন মালয়েশিয়ার অবস্থান।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই দেশটি ম্যানুফাকচারিং, নির্মাণ, পরিষেবা, প্ল্যান্টেশন, কৃষি, খনি এবং এমনকি গৃহস্থালি পরিষেবার মতো বিভিন্ন খাতে বাংলাদেশের ৩.৫১ লাখ কর্মী নিয়োগ দিয়েছে।

একইসাথে সৌদি আরবের সব ফার্মে বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য কোটা ২৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৪০ শতাংশ করা হয়েছে। এ কারণে গত দুই বছরে জনশক্তি রপ্তানির প্রবৃদ্ধিতে এই দেশের সামগ্রিক অবদান উল্লেখযোগ্য।

সৌদি আরব গত বছর বিভিন্ন খাতে বিশেষ করে নির্মাণশ্রমিক, পরিচ্ছন্নতাকর্মী, রাজমিস্ত্রি, প্লাম্বার ও ড্রাইভারসহ বিভিন্ন খাতে সর্বোচ্চ সংখ্যক ৪.৯৮ লাখ কর্মী নিয়োগ দিয়েছে, যা বাংলাদেশের মোট বৈদেশিক কর্মসংস্থানের প্রায় ৩৮ শতাংশ।

শ্রম নিয়োগকারীরা বলছেন, কোভিড-১৯ মহামারির কারণে ২০২০ ও ২০২১ সালে অভিবাসন থমকে গিয়েছিল। সে সময় যেসব কর্মী বিদেশে যেতে পারেননি, তারা পরবর্তী বছরগুলোতে বিদেশে পাড়ি জমানোর সুযোগটি কাজে লাগিয়েছেন।

যদিও এসব ভাল খবরের সাথে কিছু মন্দ খবরও রয়েছে। বহু কর্মী বিশেষ করে ওমান, সৌদি আরব ও মালয়েশিয়ায় ভুয়া বা জাল চাকরির প্রলোভনে প্রতারণার শিকার হয়ে কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছেন।

যেমন- মালয়েশিয়া যেতে অনেক কর্মী সাড়ে ৪ থেকে ৫ লাখ টাকা খরচ করেছেন। যেখানে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় নির্ধারিত এ অর্থের পরিমাণ মাত্র ৭৯ হাজার টাকা।

গত বছর রেকর্ডসংখ্যক জনশক্তি রপ্তানির আরেকটি কারণ হলো- মধ্যপ্রাচ্যের গন্তব্যের পাশাপাশি ইতালি ও যুক্তরাজ্যের মতো অপ্রচলিত বাজারগুলোতেও জনশক্তি রপ্তানি করা।

গত বছর কৃষি, আতিথেয়তা ও ম্যানুফাকচারিংয়ের মতো খাতে ১৬ হাজার ৯২৬ জন বাংলাদেশি কর্মী নিয়োগ দিয়েছে ইতালি।

যুক্তরাজ্যেও পরিচর্যাকারী, গৃহকর্মী ও আতিথেয়তার মতো খাতে বাংলাদেশের ১০ হাজার ৪৩৭ জন কর্মী নিয়োগ পেয়েছে।

দক্ষিণ কোরিয়ায় নিয়োগ পেয়েছে *বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়*

ডিসেম্বরে বাংলাদেশে রেকর্ড পরিমাণ রেমিট্যান্স, ১.৯৯ বিলিয়ন ডলার

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের অর্থনীতি নিয়ে দুশ্চিন্তা কাটতে শুরু করেছে। ডলারসংকট আর চাপে থাকা রিজার্ভ নিয়ে এবার একের পর এক সুখবর আসছে। ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল-আইএমএফ ঋণের দ্বিতীয় কিস্তি পাওয়ার পর বেশ খানিকটা বেড়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ। এবার বিজয়ের মাস ডিসেম্বরে প্রায় ২ বিলিয়ন ডলার প্রবাসী আয়ে আরও শক্তিশালী হলো দেশের

অর্থনীতির অন্যতম প্রধান এই সূচকটি। অবশ্য এর আগের মাস নভেম্বরেও সন্তোষজনক রেমিট্যান্স পাঠিয়েছে প্রবাসে থাকা প্রায় দেড় কোটি বাঙালি। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য অনুসারে, ২০২৩ সালের শেষ মাসে ব্যাংকগুলো ১.৯৯ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স পেয়েছে। আর ২০২২ সালের ডিসেম্বরে রেমিট্যান্স এসেছিল ১.৭ বিলিয়ন ডলার। যা সন্তোষজনক বলে জানিয়েছেন ব্যাংকাররা।

চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়কালে দেশে রেমিট্যান্স এসেছে ১০.৮ বিলিয়ন ডলার, যেখানে গত অর্থবছরের একই সময় শেষে রেমিট্যান্স এসেছিল ১০.৪৯ বিলিয়ন ডলার।

ডলার সংগ্রহের নির্ধারিত দামের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের কিছুটা নমনীয়তার কারণে ডিসেম্বরে রেমিট্যান্স প্রবাহ আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় প্রায় ১৭.০৬ শতাংশ বেড়েছে।ব্যাংকাররা *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

ডিসেম্বরে ৫.৩১ বিলিয়ন ডলার রপ্তানি আয় বাংলাদেশের, ২০২৩ সালে সর্বোচ্চ

পরিচয় ডেস্ক: ডিসেম্বরে বাংলাদেশের পণ্যদ্রব্য রপ্তানি আয় পৌঁছেছে নতুন উচ্চতায়, যা এসময়ে হয়েছে ৫.৩১ বিলিয়ন ডলার। গত মঙ্গলবার (২ জানুয়ারি) রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি)-র প্রকাশিত হালনাগাদ তথ্যসূত্রে যা জানা গেছে।

অবশ্য, ২০২২ সালের ডিসেম্বরের চেয়ে ২০২৩ সালের একই মাসে রপ্তানি আয় ১.০৬ শতাংশের মতোন সামান্য হারে কমেছে। ২০২২ সালের ডিসেম্বরে রপ্তানি আয় হয়েছিল ৫.৩৬ বিলিয়ন ডলার।

ইপিবির তথ্যমতে, চলতি অর্থবছরের জুলাই-ডিসেম্বর সময়ে বাংলাদেশের মোট রপ্তানি আয় হয়েছে ২৭.৫৪ বিলিয়ন ডলার। আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় যা সামান্যই (শূন্য দশমিক ৮৪ শতাংশ) বেড়েছে।

বাংলাদেশের রপ্তানির অন্যতম মূলস্তম্ভ টেক্সটাইল শিল্পে এসময়ে সামান্য প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। তৈরি পোশাক রপ্তানি আয় ১.৭২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি নিয়ে হয়েছে ২৩.৩৯ বিলিয়ন ডলার; যা ছিল এই ছয় মাসে মোট রপ্তানির ৮৫ শতাংশ।

শিক্ষিত প্রবাসীরা টাকা-পয়সা কম পাঠান বললেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মোমেন

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশে আসা রেমিট্যান্সের পরিমাণ নিয়ে আক্ষেপ করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন বলেছেন, গরিব লোকেরাই (শ্রমিক) দেশে বেশি পয়সা (রেমিট্যান্স) পাঠায়। যারা একটু শিক্ষিত তারা টাকা-পয়সা কম পাঠান।

গত ৩০ ডিসেম্বর শনিবার বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে জাতীয় প্রবাসী দিবস উপলক্ষে দেওয়া বক্তব্যে মন্ত্রী এ মন্তব্য করেন।পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, আমাদের লোকেরা তাদের পরিবারের জন্য দেশে টাকা পাঠায়।সেই সুযোগে সরকার রেমিট্যান্স পায়। । রেমিট্যান্স পাঠানোর দিক দিয়ে আমরা সপ্তম।রেমিট্যান্সে আমরা অনেক কম।তবে রেমিট্যান্স খুব বেশি না আমাদের চেয়ে অনেক অল্পসংখ্যক লোকের দেশ ফিলিপিন কিংবা মেক্সিকো অনেক রেমিট্যান্স পাঠায়, ভারত রেমিট্যান্সে সর্বোচ্চ।

তিনি আরও বলেন, ফিলিপিন্সে বছরে ৬৮ বিলিয়ন ডলার এবং ভারতে ১২৮ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স আসে। প্রবাসে দেশ থেকে অদক্ষ লোক বেশি যাওয়ায় বাংলাদেশের রেমিট্যান্স কম আসছে। তা ছাড়া দেশে দক্ষ প্রবাসীরা টাকা কম পাঠান।

এর একটি বড় কারণ হচ্ছে, আমাদের যেসব প্রবাসী যাচ্ছেন তাদের বিরাটসংখ্যক দক্ষতা সম্পন্ন নয়।মধ্যপ্রাচ্যে আমাদের মাত্র দেড় পার্সেন্ট প্রবাসী আছেন যারা দক্ষ। যারা একটু শিক্ষিত, তারা টাকা-পয়সা কম পাঠান।কিন্তু এই গরিব লোকেরাই বেশি পয়সা পাঠান। বক্তব্যে যোগ করেন মন্ত্রী।

তিনি বলেন, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পাসপোর্ট ইস্যু করে না। পররাষ্ট্র শুধু বায়োমেট্রিক ডাটা সংগ্রহ করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে দেয়। তারা (স্বরাষ্ট্র) যাচাই-বাছাই করে পাসপোর্ট তৈরি করেন। যখন তারা *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

প্রযুক্তি খাতের মুসলিম-আরবরা গাজা নিয়ে কথা বলতে অস্বস্তিতে ভুগছেন বললেন স্যাম অল্টম্যান

পরিচয় ডেস্ক: আলোচিত চ্যাটজিপিটির উদ্ভাবক প্রতিষ্ঠান ওপেনএআইয়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) স্যাম অল্টম্যান বলেছেন, প্রযুক্তি খাতে কর্মরত মুসলিম ও আরব সম্প্রদায়ের মানুষেরা তাঁদের সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা নিয়ে কথা বলতে অস্বস্তিতে ভোগেন। মুসলিম ও আরব সহকর্মীদের সঙ্গে কথা বলে তাঁর এমনটাই মনে হয়েছে।

প্রায় তিন মাস ধরে ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরায়েলের চালানো নির্বিচার হামলার পরিপ্রেক্ষিতে প্রযুক্তি খাতের মুসলিম ও আরবদের প্রতিক্রিয়া নিয়ে স্যাম অল্টম্যান গতকাল বৃহস্পতিবার এমন মন্তব্য করেন।

এক্সে (সাবেক টুইটার) এক পোস্টে স্যাম অল্টম্যান লেখেন, 'প্রযুক্তি খাতে কর্মরত মুসলিম ও আরব সম্প্রদায়ের (বিশেষ করে ফিলিস্তিনি) সহকর্মীদের সঙ্গে কথা বলেছি। তাঁরা তাঁদের সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা নিয়ে কথা বলতে অস্বস্তিতে ভুগছেন। তাঁরা মনে করছেন, কথা বললে তাঁদের ওপর প্রতিশোধ নেওয়া হবে এবং তাঁদের পেশাজীবনের সম্ভাবনা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।'

মুসলিম ও আরব সহকর্মীদের প্রতি প্রযুক্তি খাতের প্রতিষ্ঠানগুলোর 'সহানুভূতিশীল' আচরণ করা উচিত বলেও মন্তব্য করেন স্যাম অল্টম্যান।

ওই পোস্টেই একজন এক্স ব্যবহারকারী স্যাম অল্টম্যানের কাছে জানতে চান, ইহুদি সম্প্রদায়ের অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি কী ভাবছেন?

জবাবে স্যাম অল্টম্যান লেখেন, 'আমি নিজেও একজন ইহুদি। আমি বিশ্বাস করি, বর্তমান বিশ্বে ইহুদিদের প্রতি বিদ্বেষ একটি তাৎপর্যপূর্ণ ও ক্রমবর্ধমান সমস্যা। তবে আমি এটাও দেখতে পাচ্ছি, প্রযুক্তি খাতের অনেক মানুষ আমার পেছনে রয়েছেন। আমি অন্তরের গভীর থেকে এর প্রশংসা করি। তবে মুসলিমদের জন্য এমন সমর্থন খুব কম দেখতে পাই।'

গত ৭ অক্টোবরের পর থেকে ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরায়েলের নির্বিচার হামলায় ২২ হাজারের বেশি মানুষের প্রাণ গেছে। হামাসনিয়ন্ত্রিত গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের হিসাবে, ২৩ লাখ গাজাবাসীর প্রায় ১ শতাংশ এবারের যুদ্ধে নিহত হয়েছেন।

কাউন্সিল অন আমেরিকানইসলামিক রিলেশনস গত মাসে বলেছে, গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি সেনাদের হামলা শুরুর দুই মাসে যুক্তরাষ্ট্রে মুসলিমবিদ্বেষ (ইসলামোফোবিয়া) এবং ফিলিস্তিনি ও আরবদের বিরুদ্ধে পক্ষপাতমূলক আচরণের ঘটনা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৭২ শতাংশ বেড়েছে। অন্যদিকে গত ৭ অক্টোবর থেকে ৭ ডিসেম্বরের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে ইহুদিবিদ্বেষের ঘটনা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ৩৩৭ শতাংশ বেড়ে গেছে। এই তথ্য নিউইয়র্কভিত্তিক ইহুদিবাদী আন্তর্জাতিক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান অ্যান্টিডিফেমেশন লিগের। রয়টার্স

গাজা ফিলিস্তিনের ভূখণ্ড হিসেবেই থাকবে জানালো যুক্তরাষ্ট্র

পরিচয় ডেস্ক: গাজা ছেড়ে ফিলিস্তিনিদের অন্য দেশে চলে যাওয়া এবং উপত্যকায় নতুন ইসরায়েলি বসতি গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে দুই ইসরায়েলি মন্ত্রী সম্প্রতি যে বক্তব্য দিয়েছেন, তার নিন্দা জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার গত মঙ্গলবার (০২ জানুয়ারী) এ ধরনের বক্তব্যের সমালোচনা করেন।

সম্প্রতি ওই দুই ইসরায়েলি মন্ত্রী বলেছেন, তাঁরা মনে করেন গাজা থেকে অন্য দেশে চলে যাওয়ার জন্য ফিলিস্তিনিদের উদ্বুদ্ধ করা উচিত। গাজায় ইহুদি বসতি স্থাপনকারীদের ফেরত পাঠানো উচিত বলেও মনে করেন তাঁরা।এর নিন্দা জানিয়ে ম্যাথিউ মিলার বলেন, ইসরায়েলি মন্ত্রী বেজালেল স্মোতরিচ ও ইতামার বেন গ্যভির সম্প্রতি গাজা উপত্যকার বাইরে ফিলিস্তিনিদের জন্য নতুন বসতি গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে যে কথাগুলো বলেছেন, তা প্রত্যাখ্যান করছে ওয়াশিংটন।

এ ধরনের বক্তব্যকে উসকানিমূলক ও দায়িত্বজ্ঞানহীন বলে উল্লেখ করেন মিলার।

মিলার আরও বলেন, গাজা ফিলিস্তিনের ভূখণ্ড এবং তা ফিলিস্তিনের ভূখণ্ড হিসেবেই থাকবে। হামাস ভবিষ্যতে আর এর নিয়ন্ত্রণে থাকতে পারবে না। কোনো সন্ত্রাসী গোষ্ঠী ইসরায়েলকে হুমকি দিতে পারবে না।

ইসরায়েলের জাতীয় নিরাপত্তামন্ত্রী বেন গ্যভির গত সোমবার বলেছেন, তিনি গাজার বাসিন্দাদের অন্যত্র স্থানান্তরিত হতে উদ্বুদ্ধ করাকে সমাধান হিসেবে দেখছেন।

২০০৫ সালে ইসরায়েল একতরফাভাবে গাজা থেকে তাদের সর্বশেষ সেনা এবং বসতি স্থাপনকারীদের সরিয়ে নেয়। এর মধ্য দিয়ে ১৯৬৭ সাল থেকে তাদের দীর্ঘ অবস্থানের অবসান হয়। তবে সেনা সরিয়ে নিলেও গাজা সীমান্তের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ইসরায়েলের হাতে থেকে যায়।

গত ৭ অক্টোবর হামলা শুরুর পর থেকে ইসরায়েল *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

ইসরায়েলের বিরুদ্ধে গণহত্যার মামলার শুনানি শুরু করছে আইসিজে

পরিচয় ডেস্ক: ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরায়েলের হামলা গত বৃহস্পতিবার (৫ জানুয়ারী) ৯০তম দিনে গড়িয়েছে। তবে উপত্যকাটিতে ইসরায়েলি বাহিনীর নৃশংসতা কমার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। গাজায় দেশটির কর্মকাণ্ডকে 'গণহত্যা' আখ্যা দিয়ে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে (আইসিজে) মামলা করেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। আদালতটি এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, ১১ ও ১২ জানুয়ারি এ নিয়ে শুনানি অনুষ্ঠিত হবে।

আইসিজে এক বিবৃতিতে বলেছে, নেদারল্যান্ডসের হেগ শহরে দুই দিন ধরে ওই শুনানি কার্যক্রম চলবে। ১১ তারিখ আদালতে নিজেদের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করবে দক্ষিণ আফ্রিকা। পরদিন ১২ জানুয়ারি এর বিরুদ্ধে যুক্তি তুলে ধরবে ইসরায়েল।

গত শুক্রবার (২৯ ডিসেম্বর) ইসরায়েলের বিরুদ্ধে মামলাটি করেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। মামলায় বলা হয়েছে, 'ইসরায়েল গাজার ফিলিস্তিনিদের ওপর গণহত্যা চালিয়েছে, গণহত্যা চালাচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও গণহত্যা চালানোর ঝুঁকি সৃষ্টি করছে।' একই সঙ্গে ইসরায়েল যেন উপত্যকাটিতে অবিলম্বে সামরিক অভিযান বন্ধ করে, সে নির্দেশ দিতে আইসিজের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা।

দক্ষিণ আফ্রিকার তোলা সব অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছে *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাজ্যে আর পরিবার নিতে পারবেন না বিদেশি শিক্ষার্থীরা, আইন কার্যকর

পরিচয় ডেস্ক: বেশির ভাগ বিদেশি শিক্ষার্থীর পরিবারকে যুক্তরাজ্যে নিয়ে যাওয়ার ওপর বিধিনিষেধ কার্যকর করেছে ব্রিটিশ সরকার। তবে দেশটির প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক দেশটিতে বৈধ এবং অবৈধউভয় অভিবাসন হ্রাস করার জন্য তাঁর নিজের দলের সদস্যদের বিরোধিতার মুখে পড়েছেন।

স্কাই নিউজের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চলতি মাস থেকে শিক্ষাক্রম শুরু করা আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীরা তাঁর ওপর নির্ভরশীল সদস্যদের যুক্তরাজ্যে নিয়ে যেতে পারবেন না। তবে স্নাতকোত্তর গবেষণা কোর্স করা বা সরকারের অনুদানের বৃত্তি পেয়ে কোর্স করা শিক্ষার্থী তাঁর ওপর নির্ভরশীল সদস্যদের যুক্তরাজ্যে নিয়ে যেতে পারবেন।

'ভিসা ব্যবস্থার অপব্যবহার রোধে' সরকারের জোর প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে গত বছরের মে মাসে এ পরিবর্তনের কথা প্রথম ঘোষণা করে দেশটির সরকার। সুনাকের মন্ত্রিসভার এক সদস্য বলেছেন, এর ফলে প্রতিবছর প্রায় ১ লাখ ৪০ হাজার মানুষের যুক্তরাজ্যে আসা কমবে।

২০২২ সালে সারা বিশ্বের আবেদনকারীদের জন্য ৪ লাখ ৮৬ হাজার শিক্ষার্থী ভিসা (স্টুডেন্ট ভিসা) দিয়েছিল *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

ইমরানের মনোনয়নপত্র বাতিল, 'রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদ' বলল ইমরানের প্রতিষ্ঠিত দল পিটিআই

পরিচয় ডেস্ক: পাকিস্তানে আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে। একে 'রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদ' আখ্যা দিয়ে এর তীব্র নিন্দা জানিয়েছে ইমরানের প্রতিষ্ঠিত দল *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

সুইডেনে তাপমাত্রা নামল মাইনাস ৪৩ ডিগ্রিতে, ২৫ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন

পরিচয় ডেস্ক: ইউরোপের দেশ সুইডেনে ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে তীব্র শীত নতুন কিছু নয়। তবে এবারের শীত মৌসুম সাম্প্রতিক কালের রেকর্ড ছাপিয়ে গেছে। দেশটিতে ২৫ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি শীত পড়ে গতকাল বুধবার। তাপমাত্রা কমতে কমতে মাইনাস ৪৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে নেমে যায়।

সুইডেনের জাতীয় আবহাওয়া দপ্তরের (এসএমএইচআই) আবহাওয়াবিদ মাতিয়াস লিন্দ এএফপিকে জানান, গতকাল সুইডেনে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে মাইনাস ৪৩ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

১৯৯৯ সালের পর জানুয়ারিতে এটাই দেশটিতে সবচেয়ে কম তাপমাত্রার রেকর্ড।

১৯৯৯ সালের জানুয়ারিতে সুইডেনে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছিল মাইনাস ৪৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ১৯৫১ সালের পর এটাই ছিল সবচেয়ে কম তাপমাত্রা।

মাতিয়াস লিন্দ জানান, গতকাল সবচেয়ে কম তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে সুইডেনের উত্তরাঞ্চলের কিভিককজক আরেনজারকা স্টেশনে। ১৯৮৮ সাল থেকে এই জায়গার তাপমাত্রা রেকর্ড করা হচ্ছে। এবারই এখানে সবচেয়ে কম তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে।

উত্তরাঞ্চলের আরও কয়েকটি স্টেশনে গতকাল মাইনাস ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে।

তীব্র শীত ও তুষারপাতের কারণে ওই অঞ্চলে বাস চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে। কয়েক দিনের জন্য ট্রেন চলাচলও বাতিল করা হয়েছে।

ট্রেন চলাচল বাধাগ্রস্ত হয়েছে পাশের দেশ ফিনল্যান্ডেও। দেশটির *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

সৈয়দ কামরুল এর কবিতা

ঝরি অভিসারী সিজদা

রাত দুপুরে অরণ্য বহে যায় যমজ বনজ শব্দস্রোত।
কবির শ্লোক জোড়ে আলোরং জ্যামিতিক মিউজিক
নীড়ে টুইটারে ওড়ে অর্ফিজম
গীয়ম অ্যাপলেনিয়ার কয় ড়
ÒWhat is not given to love is so much wastedÓ
ভালোবাসা নান্দনিক পরিতোষ
শিল্পরীতির মতো পার হয়ে আসা নতুন শিল্পভাষা,
কবিতার অন্তর সঙ্গীত;
সোনিয়া ডিলনের উজ্জল রং তাঁত
কাসকেডে দেয়ালে বিমূর্ত মহাকাব্য।

ভালোবাসার জন্য মধ্যরাতে কবির মনোলগঃ
ঝরা পাতার মরা সঙ্গীতে বাজে বার্ডসং লেন,
খর্বাকার প্যাপিরাসে জাগে মৃত চিতাচোখ,
ঘাসরং নদীজল ছোটে জোয়ারের ব্লাঙ্ক-ভার্স,
মোমরঙ মেঘের শ্যামল ছোটে বৃষ্টির ব্রাশস্ট্রোক,
বিঠোফেন, শুবার্টের সুরলয় বেয়ে ক্ষ্যাপাটে মোজার্ট বাজে
Òexultate jubilateÓ

রাত দুপুরে হরিৎ অরণ্য ছোটে চিতা ক্ষিপ্রতা
শেকড়ে ছড়ায় বুনো দৌড় ড়
জল হারায় জলের অলঙ্কার ইরাবতী ডলফিন।
এখন বারুদে আগুনে নদী ও অরণ্য যৌবনহীন।
এখন শোনে না কেউ নির্জন কবির লিরিক গর্জন।
এখন বাজে না ইকো-নারী ভার্জিন মুর্ছনা
ঝরে না অরণ্য বর্ষারণ্য।

গ্রানাইট কংক্রিটে পা জোড়া তোমার স্বর্গসিঁড়ি ড়
পাতায় বিচিত্রদৃক ফোঁটে টিউলিপ যুগল পাপড়ি।
পিয়ানো রীডের মতো লিরিক আঙুলে ঝরে
ক্যালিডোস্কোপিক প্রেমের সনাটা,
ব্যালেরিনার উরুর বাঁকে স্পাইরাল নাচ;
মরিচিকা শেষে পোড়া পায়ে এসে দাঁড়ায় শ্যামল ওয়েসিসড়
চুমুকে নহরে কাঁপে অ্যাকুয়াফার্স।

চন্দ্রালোক প্রিয়দর্শী, জলের বোরখা খোলো,
মৃগনাভী জায়নামাজে ঝরি অভিসারী সিজদা।

তুমি মানে ভাঙা অন্ত্যমিল

তুমি মানে পর্ণমোচী বনে ন্যাড়া ডালে
সবুজ অঙ্কুর উঁকি।
তুমি মানে ক্রুর এপ্রিল ড় টবে ফোঁটা লাইলাক।
জীবন তো বসন্ত আর বৃষ্টিরই সহবাস।

তুমি মানে ভীড়ের ভিতর এখনো তোমাকে ডাকি,
চন্দ্রালোক প্রিয়দর্শী।

কিছু ভুল, কিছু পাপ জীবনের অনুষঙ্গ।
তুমি মানে কনফেশান টেবিলে সকাশে
আমার মনস্তাপ ড়
জলের উপর পানি আর পানির উপর জল
ঢেলে লিখবে সনেট ভাঙা অন্ত্যমিলেড় ক্ষমা অনর্গল।

তুমি মানে শেক্সপীয়রের ১৮ সনেট বসন্তকে ফিরে পাওয়া।
তুমি মানে হাতের ভিতর হাত ড় ছাড়তে ভুলে যাওয়া।

তুমি মানে চিরকাল হঠাৎ উঠে যাওয়া
ক্যাফের টেবিলে রেখে আধ খাওয়া কফিকাপ
টেবিলে ভাঙা বৃত্তের জলছাপ।
ওথেলোর মতো আমি তো সিনিক নই,
জানতে চাইনি রুমালটা কী করে গেলো বারো ইয়াগোর হাতে।
তুমি মানে বোকা বালকের প্রিয় ভুল।
প্রেমিক মানে কি প্রেমিকার কাছে গিম্পেল দ্য ফুল!

দুঃখবাদী শাড়ি

গ্রিল ঘেরা প্যারাপেটে, ঘেরাটোপ বারান্দা ও ঘরে
নিপুন এক নারীকে দেখি অর্কিড লতা দোলে
জ্বর পোড়া চন্দ্রমুখী ফুল।
বিকেলের ছাদে বিদ্যুৎবিহীন তারে ঝুলন্ত জর্জেট
মরা শালিকের মতো দুঃখবাদী শাড়ি
নীল আকাশকে ডাকে।

রোজ এক নিপুন নারীকে দেখি
পারস্যের হাতে বোনা সিল্ক কার্পেটে বার্বি ডল।
পায়ের পাতায় ফোঁটায় নন্দন ফুল, ঘুর্ণাবর্ত নাভিমূল।
জিভের ক্রাচে বুড়ো শামুকের শিকারভূমি
ছুঁড়ে দেয় কোবরার মতো বিষের ফিনকিড়
বেগানা দর্জা, জানালায় বাজে তার গান্ধার গানড়
মহুয়ার ঢোল ডাকে আয় ড় কিতাবের তালা ভেঙে আয়
ঝাঁপ দে রাত্রির চাদরে রুদ্র'র মুদ্রা নাচে।

রোদদাহ, বৃষ্টির বিপুল শরবিদ্ধ বাকলের বুকে
যেভাবে খোদাই করে যায় ছাপ সময়ের দস্তখত,
তেমনি পড়েছে দাগ ঘাসরং জলের নিতলে
গোপন নদী বহে অন্তরজাত।

রোজ এক ত্রস্ত নারীকে দেখি
দিনারের থাবায় বিকোয় বিকারের রাত;
কাজ শেষে অন্নপূর্ণা ছোটে দুহাত বোঝাই কালাভূণা ড়
কই আছিলি মাগী, ভাতারে জিগায়!
বেল্টের চাবুক আর লালামাখা অক্ষম কামড়কে সে ভাবে প্রেমের আয়াৎ।

প্রখরস্রোত ইস্টরিভার ছোটেড় তীরের মতো ক্ষিপ্র পা
একঝাঁক নারীকে দেখি ড়অর্কিড নয়, ঋতু লগ্নজিৎ ড়
ইউক্যালিপ্টাস গাছের মতো ঋজু পায়ের পাতায়
বাজে ফলিয়েজ মর্মর, অরণ্য এস্রাজ।

রোজ এক নারীকে দেখি পাতাল ট্রেনের স্ট্র্যাপহ্যাঙার
ঝাঁকুনির বিরুদ্ধে ছোঁড়ে স্বপ্নের তীর
চোখের মানচিত্রে জাগে স্যাঁতসেতে অমানবিক চর
ফিরে যায় তীর তূণের বিবরে, পায় না সে হরিণীরে।

রোজ এক নারীকে দেখি কৃতি স্বননের মতো কোমর নদী
সাজানো ল্যান্ডস্কেপ নয়ড় অঙ্গে অঙ্গে বহি 'নিরন্তর অনন্ত'
পুরুষ প্রকৃতি।

একটি গদ্য মনোলগ

সে ছোটে নাব্যনদীজল
স্থির রিভারগার্ল ড়
জলের ভিতর জলের বিরোধ
স্রোতের মধ্যে ভূমি
ডানা ভাঙ্গা ঈগলের মতো স্থির উড়াল
ওয়াম্পানগ দ্বীপ-লিংগোয় কয় 'নোপ'।

সব নারী অফুরান তটিনী-পুরাণ;
নাব্যতা জাগে আমাদেরই চোখেড়
নদী ও নারী হয় না কখনো তরঙ্গ বিরান।
দুই কুল জানে কোন্ সুরে, কোন্ তালে ছোটে ঢেউ!
কান পেতে শুনি কুলহারা নদীনারীকথা ড়
যেভাবে ওস্যানোগ্রাফার শোনে ঢেউয়ের এনসাইক্লোপিডিয়া
ঢেউ নন্দনতা।
তোমাকে তেমনি পড়েছি ঢেউতাত্ত্বিকতা,
পিরিতির তিরিশ সিপারা।

যার চোখমুখ বাজে ব্লু জাজ,
বাজে নীল বাদনের ম্যাড্রিগাল,
কৃষ্ণকথার উল্টো কাব্যগাঁথা
উতলা পেয়ালা রাধার নিশিবাঁশি!
মহুয়া কুড়ির গীতল মোহন বিষ
নিষিদ্ধ গীত গমক ভালোবাসি।

জলবতী মেঘডানা ছিড়ে গর্ভবতী বৃষ্টিভার ঝরে।
তোমার ঝিনুকে অঝোর সিম্ফনি বিষ
শিল্প সঙ্গমে জাগুক যামিনী উষ্ণীষ।

বেদী চাই অথৈ অরোরা সকাল

ভরে গেলে গ্যারিসন ছুটে যায় বিপুল বন্দুক
ঘরে ঘরে খুন করে স্বপ্নময় ঘুম।
দুমড়ে গড়িয়ে যায় শিশুর দোলনা
ওডেসার সিঁড়ির মতো বত্রিশ ধানমন্ডি সিঁড়ি।

ভরে গেলে গ্যারিসন ছুটে যায় বিপুল বারুদ
অনেক আকাশ পোড়েড় পোড়া ডানার পালকে ওড়ে
ইনফার্নো দীঘল আগুন ড়
চিরকাল কল্যাণের নামে ছোটে রাষ্ট্রবিজ্ঞান
আগুনে কামানে মোড়া কনভয় পেন্টাটুস।

আগুন নগর ছোটে অরণ্যের দিকে
অরণ্য পোড়ে সবুজ ছাই
সমুদ্র বোঝাই টর্পেডো ডুবো ড্রোন ড়
বেসামাল জল, ভয়ার্ত পাতাল
মাশরুম মেঘে টলোমল জল খোঁজে ঠাঁই
কাঁন্দে তিমি জলের জিকিরে পসিডোন, জলনবী খোয়াজ খিজির।
শব্দভূক সীসা ঢেলে বধির করেছি কান ড়
প্রতীকে, পর্দায় ঢাকি রাগীমুখ, নির্বিরোধ কাল।
তোমার বুকে চাই জননীর মতো জায়নামাজড়
বেদীতে সুবাহ সাদিক চাই কল্যাণের আজান।

কাল সকালে কেউ চড়াবে ন্যুকে আগুনের অন্ধকারড় শ্মশানের গন্ধের মতো
উড়বে মানুষের ছাই;
ডাকবে না মাতিসের নগ্ননীল জ্যামিতির বাঁক, গোলাপ উরুর ওম।

রোদের ফুলের মতো কপালে পরে নাও সান্দ্র বিকাল।
লাক্ষা পায়রার মতো নেচে যাক ফুলেল শাড়ির পাড়,
চন্দ্রমৌলি গ্রীবায় যমজ লিখি ম্যাড্রিগাল।
ড্রেনের সাঁতার ছেড়ে ডুবে যাই নিটোল তোমার জলে।

‘অপরাধী’ ড. ইউনূস ও কিছু তথ্য

মাহফুজ আনাম

শান্তিতে নোবেল বিজয়ী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে গত ১৫ বছরের বেশি সময় ধরে বাংলাদেশের ক্ষমতা কাঠামোর সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে বিভিন্ন অভিযোগে অভিযুক্ত করে বিচার ও দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। প্রথমত, তাকে ‘গরিবের রক্তচোষা’, ‘ঘুষখোর’ বলে অভিযুক্ত করা হয়। এরপর যখন বিশ্বব্যাংক পদ্মা সেতুর ঋণ আটকে দেয়, তখন তাকে এই বলে দায়ী করা হয় যে, তিনি ব্যক্তিগতভাবে এটি করিয়েছেন। এ ছাড়া, বিদেশে বক্তৃতা থেকে তিনি যে সম্মানী পান, তা সরকারের করমুক্ত সুবিধার আওতায় বৈধ চ্যানেলে দেশে আনলেও, তার বিরুদ্ধে বারবার ট্যাক্স ফাঁকির অভিযোগ আনা হয়।

এসব অভিযোগের জন্য কখনো সামান্যতম প্রমাণ সামনে আনা হয়নি। তবুও, বছরের পর বছর ধরে তাকে অপমানিত করা হয়েছে। ড. ইউনূসের পক্ষ থেকে এসব অভিযোগের বিষয়ে বারবার প্রতিবাদ জানানো হয়েছে, বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, তিনি যে ৫০টির মতো প্রতিষ্ঠান গড়েছেন, সেগুলোর একটিতেও তার এক শতাংশ মালিকানাও নেই এবং এগুলো থেকে পারিশ্রমিক, ফি বা লাভ হিসেবে তিনি এক টাকাও নেন না। স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বেচ্ছাশ্রম দিয়ে মানুষের কল্যাণে তিনি এসব কাজ করে যাচ্ছেন। কিন্তু, এসব প্রতিবাদ কখনোই আমলে নেওয়া হয়নি।

কে এই ড. ইউনূস, যিনি শ্রম আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হয়ে ছয় মাসের কারাদণ্ড ও ৩০ হাজার টাকা জরিমানার শাস্তি পেলেন? সারাবিশ্বে সর্বোচ্চ সম্মানিত, সমাদৃত ও স্বীকৃত হিসেবে যাদের নাম উচ্চারিত হয়, ড. ইউনূস তাদেরই একজন।

তিনি এমন একটি ধারণার প্রবর্তক, যা উন্নত বিশ্বে ঝড় তুলে দিয়েছে, যা বিশ্বের অনেক দেশে এমনকি সবচেয়ে ধনী ও অগ্রসর দেশের কোটি মানুষকে দারিদ্র্য থেকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করেছে। এটি হলো দরিদ্রদের স্বল্প আকারে ঋণ দেওয়া, যাকে বলা হয় ‘ক্ষুদ্রঋণ’। আধুনিক পুঁজিবাদী অর্থনীতির স্তম্ভ ব্যাংক ব্যবস্থা দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে ‘ব্যাংক ব্যবহারে অযোগ্য’ আখ্যা দিয়ে ব্যাংকিং সুবিধার আওতা থেকে বাদ দিয়ে দেয়, কারণ ঋণের বিপরীতে গ্যারান্টি হিসেবে দেওয়ার মতো কোনো জামানত থাকে না তাদের। ‘ক্ষুদ্রঋণ’ ধারণাটি এ দৃষ্টিভঙ্গিকে চ্যালেঞ্জ করে সম্পদহীন দরিদ্রদের ঋণদান করে। পুঁজির অভাবে ছোট পরিসরেও যারা ব্যবসার উদ্যোগ নিতে পারেনি, সারাবিশ্বের এমন কোটি কোটি মানুষের সামনে ঋণের নতুন এক জগত খুলে দেয় তার সে ধারণা। তিনি বলতে চেয়েছেন, ‘ঋণ’ পাওয়া মানুষের অধিকার। নারীদের কেন্দ্র করে ক্ষুদ্রঋণ প্রসারে তার যে কর্মপদ্ধতি, ‘সহায়হীন নারীদের’ দিয়ে দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে যে লড়াই, তা অসংখ্য সামাজিক বিধিনিষেধ ও প্রাচীন কুসংস্কার ভেঙে দিয়েছে। ৯৭-৯৯ শতাংশ ক্ষেত্রে ঋণ পরিশোধের মাধ্যমে ওই নারীরা ব্যাংকের দেউলিয়া হওয়ার ভয় এবং ঋণ পরিশোধের হারকে চ্যালেঞ্জ করেছে, যে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয় বিশ্বের সেরা ব্যাংকগুলোকেও। আর্থিক কেলেঙ্কারি, জালিয়াতি ও ঋণখেলাপিতে জর্জরিত আমাদের দেশের ব্যাংকিং খাতের কথা আর উল্লেখ না-ই করলাম।

তার সে চিন্তা দরিদ্রদের ঋণ দেওয়াতেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং তারা কীভাবে ব্যবসা শুরু করবে, পরিচালনা করবে, হিসাব রাখবে, ব্যবসা চালিয়ে যাবে—সেসব শেখানোও এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এর মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠী সমাজের বোঝা থেকে

উৎপাদনশীল শ্রেণিতে পরিণত হয়েছে। আমরা বর্তমানে আমাদের গ্রামে-গঞ্জে উৎপাদনশীলতার যে বিপ্লব দেখছি, তার জন্য সরকারের নীতির অনেক ভূমিকা আছে, কিন্তু এর বেশি না হলেও অন্তত সমান ভূমিকা রেখেছে এই ‘ক্ষুদ্রঋণ’, যা আমাদের গ্রামগুলোর দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে দক্ষ উদ্যোক্তা হওয়ার মূল নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছে।

সহজ কথায় বলতে গেলে, এটি দুই ধরনের সামাজিক পরিবর্তনকে এক সুতোয় বুনেছে—একটি অর্থনৈতিক ও অপরটি সামাজিক। প্রথমটি, দরিদ্রদের সহায়তা করা এবং দ্বিতীয়টি, দরিদ্রদের মধ্যে সবচেয়ে বঞ্চিত অংশ নারীদের জন্য সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেওয়া।

প্রচলিত ব্যাংকিং ধারণাকে প্রশ্নবিদ্ধ করার পর, তিনি আধুনিক ব্যবসা পদ্ধতি—যার মূল উদ্দেশ্য মালিকের ‘লাভ’—সেই মৌলিক ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করে একটি নতুন ধারণার প্রবর্তন করেছেন। আধুনিক পুঁজিবাদ সমাজের উপরের ও নিচের অংশের মধ্যে আয়ের যে বিস্তর ব্যবধান এবং সম্পদের যে বৈষম্য, তার পরিপ্রেক্ষিতে ড. ইউনূস ‘সামাজিক ব্যবসার’ প্রস্তাব করেন, যেখানে ‘ব্যবসা পরিচালনা’ হবে একইভাবে, কিন্তু এর নীতিমালা থাকবে ‘সমাজ’কে লক্ষ্য রেখে, ব্যক্তি মুনাফাকে নয়। এখানে ‘লাভ’ ব্যক্তিগত নয়, সামাজিক। এটি আধুনিক পুঁজিবাদের জন্য নতুন দিগন্ত খুলে দেওয়ার সম্ভাবনা তৈরি করে, যার গুরুত্ব বুঝতে হয়ত বিশ্ববাসীকে আরও অপেক্ষা করতে হতে পারে এবং কে জানে হয়ত এজন্য তিনি দ্বিতীয়বার নোবেল পুরস্কারও পেতে পারেন।

দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে প্রযুক্তিও যে ভূমিকা রাখতে পারে, এমন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন উদ্যোগের কৃতিত্বও দেওয়া যেতে পারে অধ্যাপক ইউনূসকে। যেমন, যখন মোবাইল ফোন বিশ্বের যেকোনো দেশে বিলাস পণ্য হিসেবে বিবেচিত হতো, তখন বাংলাদেশের গ্রামীণ নারীদের দারিদ্র বিমোচনে তাদের উদ্যোক্তা-দক্ষতা ব্যবহার করে টেলিযোগাযোগ সেবাদানে কাজে লাগানো হয়েছিল, যার মাধ্যমে ওই নারীরা বিশ্বব্যাপী ‘টেলিফোন লেডি’ নামে পরিচিতি লাভ করেন। এছাড়া, টেলি-শিক্ষা, টেলি-মেডিসিন, মশা নিরোধক, কম খরচে পানি পরিশোধন এবং আরও অনেক প্রযুক্তির প্রসারে তার অবদান অপরিসীম।

বিশ্ব যখন তার এসব অবদানকে স্বীকৃতি দিয়ে সম্মানিত করে, আমরা তখন তাকে কারাগারে পাঠাই।

অধ্যাপক ইউনূস বিশ্বের ২৪টি দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৬১টি সম্মানসূচক ডিগ্রি পেয়েছেন। তিনি ১০টি দেশের রাষ্ট্রীয় সম্মাননাসহ ৩৩টি দেশ থেকে ১৩৬টি সম্মাননা পেয়েছেন। ফরচুন ম্যাগাজিন তাকে ২০১২ সালে ‘সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উদ্যোক্তা’ আখ্যা দিয়েছিল। টাইম, নিউজউইক এবং ফোর্বস ম্যাগাজিনের কভারে তাকে স্থান দেওয়া হয়েছে। নোবেল শান্তি পুরস্কার, ইউনাইটেড স্টেটস প্রেসিডেন্সিয়াল মেডেল অফ ফ্রিডম এবং ইউনাইটেড স্টেটস কংগ্রেসনাল গোল্ড মেডেল পাওয়া ইতিহাসের মাত্র সাতজনের মধ্যে তিনি একজন। বিশ্বের ৩৯টি দেশের ১০৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ে সামাজিক ব্যবসাকেন্দ্রিক বিভাগ, সেন্টার বা অ্যাকাডেমিক কার্যক্রম আছে, যেগুলোকে সম্মিলিতভাবে ইউনুস সোশ্যাল বিজনেস সেন্টার বলা হয়। ২০২৩ সালের ২৩ নভেম্বর অধ্যাপক ইউনূসকে রাশিয়ার ফিন্যান্সিয়াল ইউনিভার্সিটির আন্তর্জাতিক উপদেষ্টা বোর্ডের চেয়ারম্যান হওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। টোকিও অলিম্পিকে ইন্টারন্যাশনাল *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

নন্দিত ইউনূসের নিন্দিত রায়

ড. আবদুল লতিফ মাসুম

বাংলাদেশের জনচরিত্রে নন্দিত অথবা নিন্দিত হওয়া কোনো অস্বাভাবিক বিষয় নয়। এ ক্ষেত্রে অবশ্য আমাদের চরম ও পরম হওয়ার বদনাম রয়েছে। আমরা যাকে নন্দিত করতে চাই, তার বন্দনা করতে করতে আকাশে উঠাই। আবার যাকে নিন্দিত করতে চাই তাকে মহাসাগরের গহিন গভীরে নিক্ষেপ করি। আমাদের ইতিহাস ভূগোলে এর ভূরিভূরি প্রমাণ রয়েছে। আমাদের জাতীয় বীরদের বীরত্বগাথা ও প্রশংসা-প্রশস্তি হিমালয়ের মতো উঁচু। তবে জাতীয় বীরদের ব্যাপারে আমাদের ঐকমত্য নেই বললেই চলে। এ ক্ষেত্রেও বিভাজন ও বিতর্ক স্পষ্ট। সবচেয়ে দুর্ভাগ্যের বিষয় একেকজন একেক নেতা-নেত্রীর ভক্ত-অনুরক্ত। বিপরীত ব্যক্তি ও নেতাকে বন্দনা তো দূরের কথা, বদনাম করে করে ক্লান্ত হয় লোকজন। অতীতের মতো এ প্রবণতা এখনো বহমান।

রাবীন্দ্রিক ভাষায় বলা যায়, ‘আমরা সকল কাজেই পরের প্রত্যাশা করি, অথচ পরের ত্রুটি লইয়া আকাশ বিদীর্ণ করিতে থাকি; পরের অনুকরণে আমাদের গর্ব, পরের অনুগ্রহে আমাদের সম্মান, পরের চক্ষে ধূলিনিক্ষেপ করিয়া আমাদের পলিটিকস এবং নিজের বাকচাতুর্যে নিজের প্রতি ভক্তিবিহ্বল হইয়া উঠাই আমাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য।’

রবীন্দ্রনাথের এই উদ্ধৃতিটি নিরর্থক নয়, বরং প্রাসঙ্গিক। গত ১ জানুয়ারি বাংলাদেশের বিচারব্যবস্থার ক্ষেত্রে একটি বিব্রতকর দিন। এ দিন প্রমাণ করেছে, বাংলাদেশের বিচারব্যবস্থা স্বাধীন নয়, অধীন। বিগত ৫০ বছরে সব সরকারই দাবি করেছে- বিচারব্যবস্থা নির্বাহী বিভাগ থেকে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র। কার্যত তা কখনো ছিল না। তবে বিগত ১৫ বছরের আওয়ামী রাজত্বে ক্রমহ্রাসমান বিধির মতো তা তলানিতে পৌঁছেছে। স্বাধীন থাকার আকাক্সক্ষা প্রকাশ করে এ দেশের প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহা যে শিক্ষা পেয়েছেন তারপর আর কেউ সে পথে হাঁটার সাহস পাবেন, এমনটি ভাবা যায় না।

সাধারণত জাতীয় নির্বাচনের প্রাক্কালে একনায়করাও তাদের আরোপিত নির্বাচনকে অবাধ দেখানোর জন্য প্রকাশ্যত বিচার বিভাগকে স্বাধীন দেখাতে চান। আর এখানে আইন-কানুন, রীতি-রেওয়াজ, সভ্যতা-ভব্যতার কোনো তোয়াক্কা না করেই বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগের অধীনস্থ করা হয়েছে। হাজার হাজার গায়েবি, গজবি ও আজগুবি মামলার জন্য আমরা পুলিশকে দায়ী করি। পুলিশের রাজনৈতিক আচরণ অপ্রত্যাশিত কিংবা অসম্ভব নয়। কিন্তু ন্যায়বিচারের প্রত্যাশায় মানুষ যেখানে নিবিষ্ট সেই বিচার বিভাগের ভূমিকা যখন অসম্ভবকে সম্ভব করে তখন নাগরিক সাধারণ ক্ষুব্ধ না হয়ে পারে না।

বিএনপির আইনবিষয়ক সম্পাদক কায়সার কামাল বিবিসিকে বলেছেন, তাদের হিসাবে শুধু গত চার মাসেই এক হাজার ৫৬১ জনকে সাজা দেয়া হয়েছে বিভিন্ন মামলায়, যারা দলের সাবেক এমপি বা এমপি প্রার্থী ছিলেন কিংবা চলমান সরকারবিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন। শুধু ৩১ ডিসেম্বর রাজধানীর ছয় থানার নাশকতার আলাদা সাত মামলায় বিএনপি ও জামায়াতের ৯৪ নেতাকর্মীর বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। সাম্প্রতিক সময়ে জামায়াতে ইসলামীর অসংখ্য নেতাকর্মীকে তথাকথিত বিচারের নামে জেলে পাঠানো হয়েছে। যেখানে ১০-২০ বছরের মামলা ঝুলে আছে সেখানে অবৈধ প্রক্রিয়ায় অসম্ভব দ্রুততায় বিরোধীদের মামলার রায় হয়েছে।

বিগত বছরে এ ধরনের কার্যক্রম লক্ষ করে হাইকোর্ট বলেছিলেন, ‘দেশটা তো জাহান্নাম বানিয়ে ফেলেছেন।’ নোবেলবিজয়ী প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলায়ও আমরা এই রকেট-সুপারসনিক গতি লক্ষ করেছি। এক মাসে ৯ থেকে ১০টি তারিখ দেয়া হয়েছে। তড়িঘড়ি করে রাত সাড়ে ৮টা পর্যন্ত শুনানি করা হয়েছে। ড. ইউনূসের আইনজীবী অভিযোগ করেছেন, তারা ১০৯টি কনট্রাডিকশন দিয়েছেন। যেখানে একটি কনট্রাডিকশন দিলেই খুনের আসামি খালাস হয়ে যায়, সেখানে আদালত কিছুই প্রমাণ করতে পারেননি। সরকার পক্ষের উকিল বলেছেন, নোবেলবিজয়ী হলেও তিনি তো আইনের ঊর্ধ্বে নন। এখানে তার বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠানপ্রধান হিসেবে লেবার ল ভায়োলেট করার অভিযোগে মামলা হয়েছে। আদালত তাদের শোকজ করেছেন। তারা জবাব দিয়েছেন। কিন্তু আদালত তাদের জবাব সন্তোষজনক মনে করেননি।

উল্লেখ্য, ঢাকার তৃতীয় শ্রম আদালত ড. ইউনূসসহ অপর তিনজনকে শ্রম আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে ছয় মাসের কারাদণ্ড এবং একই সাথে প্রত্যেককে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন। রায় ঘোষণার পর উচ্চ আদালতে আপিল করার শর্তে ড. ইউনূসসহ চারজনকেই এক মাসের অন্তর্বতীকালীন জামিন দিয়েছেন একই আদালত। জামিন পাওয়ার পর আদালত থেকে বেরিয়ে ড. মুহাম্মদ ইউনূস সাংবাদিকদের বলেন, ‘যে দোষ করিনি, সেই দোষে শাস্তি পেলাম। এই দুঃখটা মনে রয়ে গেল।’

সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়, নোবেলজয়ী এই অর্থনীতিবিদের বিরুদ্ধে মামলার রায় ঘোষণা উপলক্ষে বিজয়নগরের টাপা প্লাজায় স্থাপিত তৃতীয় শ্রম আদালতের সামনে গতকাল বেলা ১১টা থেকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিপুলসংখ্যক সদস্য অবস্থান নেন। উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন গণমাধ্যমকর্মী, পর্যবেক্ষক ও মানবাধিকারকর্মী। বেলা পৌনে ২টার দিকে আদালতকক্ষে প্রবেশ করেন ৮৩ বছর বয়সী ড. মুহাম্মদ ইউনূস। বেলা সোয়া ২টার দিকে এজলাসে বসেন বিচারক শেখ মেরিনা সুলতানা। রায় ঘোষণার শুরুতেই বিচারক আসামিপক্ষের আগের পৃথক দু’টি আবেদন নামঞ্জুর করেন। পরে তিনি জানান, ‘রায়টি বড় হবে। এ-ফোর সাইজে ৮৪ পৃষ্ঠার পূর্ণাঙ্গ রায়। পুরো রায় পড়ছি না।’ বিচারক রায়ের উল্লেখযোগ্য অংশ পড়ে শোনান।

তিনি একপর্যায়ে বলেন, ‘এখানে নোবেলজয়ী ড. ইউনূসের বিচার হচ্ছে না। ড. ইউনূস, যিনি গ্রামীণ টেলিকমের চেয়ারম্যান, তার বিচার হচ্ছে।’ বিচারক মামলাটির বিস্তারিত প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ২০২০ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি কলকারখানা অধিদফতরের পরিদর্শক গ্রামীণ টেলিকম পরিদর্শনে গিয়ে শ্রম আইনের লঙ্ঘন দেখতে পান। পরে তা সংশোধনের জন্য বিবাদিপক্ষকে ওই বছরের ১ মার্চ চিঠি দেয়া হয়। কিন্তু বিভিন্ন সংশোধনের পর গ্রামীণ টেলিকমের পক্ষ থেকে এর জবাবে ৯ মার্চ যে চিঠি দেয়া হয়েছিল, তা সন্তোষজনক ছিল না। ২০২১ সালের ১ সেপ্টেম্বর শ্রম ট্রাইব্যুনালে ড. ইউনূসসহ চারজনের বিরুদ্ধে মামলাটি করা হয়। গত বছরের ৬ জুন মামলার অভিযোগ গঠিত হয়। ২২ আগস্ট সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু হয়, যা শেষ হয় ৯ নভেম্বর। গত ২৪ ডিসেম্বর যুক্তিতর্ক শুনানি শেষ হয়। মামলায় অভিযোগ আনা হয়- শ্রম আইন-২০০৬ ও শ্রম বিধিমালা-২০১৫ অনুযায়ী, গ্রামীণ টেলিকমের শ্রমিক বা কর্মচারীদের শিক্ষানবিসকাল পার হলেও তাদের নিয়োগ স্থায়ী করা হয়নি।

প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিক বা কর্মচারীদের মজুরিসহ বার্ষিক ছুটি, ছুটি নগদায়ন ও ছুটির বিপরীতে নগদ অর্থ দেয়া হয়নি। গ্রামীণ টেলিকমে শ্রমিক অংশগ্রহণ তহবিল ও কল্যাণ তহবিল গঠন করা হয়নি এবং লভ্যাংশের ৫ শতাংশের সমপরিমাণ অর্থ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন অনুযায়ী গঠিত তহবিলে জমা দেয়া হয়নি। রায়ের ভাষ্য অনুযায়ী, ড. ইউনূসসহ অন্যরা আত্মপক্ষ সমর্থন করে আদালতে লিখিত বক্তব্য জমা দেন। আসামিপক্ষের আইনজীবী যুক্তিতর্ক শুনানিতে বলেছিলেন, যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে এ মামলা হয়নি। তবে বাদিপক্ষের সাক্ষ্য ও তাদের উপস্থাপিত দলিল থেকে প্রমাণিত হয়েছে, শ্রম আইন অনুযায়ী যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদফতরের একজন পরিদর্শক মামলা করেছিলেন। আসামিরা আত্মপক্ষ সমর্থনে লিখিতভাবে বলেছিলেন, গ্রামীণ টেলিকমের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেয়া হয় নিজস্ব নীতিমালা অনুযায়ী। কারণ, গ্রামীণ টেলিকম যেসব ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করে, সেগুলো চুক্তিভিত্তিক। তবে গ্রামীণ টেলিকমের সব কর্মকর্তা-কর্মচারীকে স্থায়ী কর্মীর মতো ভবিষ্য তহবিল (প্রভিডেন্ট ফান্ড), আনুতোষিক (গ্র্যাচুইটি), অর্জিত ছুটি ও অবসরকালীন ছুটি দেয়া হয়ে থাকে।

গ্রামীণ টেলিকমের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য নিজস্ব নীতিমালা আছে, যা অনুমোদনের জন্য ২০১৮ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

Happy New Year!

Wishing you a year filled with joy, prosperity, and success. Happy New Year!

TOFAEL CHOWDHURY
PRESIDENT

GREE Mechanical Yonkers
AI-Midea Mechanical Corp
+1-914-222-9477
tofael@greeyonkers.com
1900 Central Park Ave, Yonkers, NY 10710
www.greeyonkers.com

Midea GREE KINGHOME DAIKIN MITSUBISHI ELECTRIC

নতুন বছরের বড় চ্যালেঞ্জ পশ্চিমাদের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়ন

সমীর কুমার দে

৭ জানুয়ারির নির্বাচনেরর পর অনেকগুলো বড় চ্যালেঞ্জ থাকবে নতুন সরকারের সামনে। প্রথমেই খুঁজতে হবে আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা। এর সঙ্গে রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমাদের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়নের বিষয়টি। এছাড়া দ্রব্যমূল্য, ডলার সংকট, রিজার্ভ সংকট, বেকারত্ব, বিরোধী দলের আন্দোলন ইত্যাদি তো থাকবেই। সাবেক পররাষ্ট্র সচিব তৌহিদ হোসেন ডয়চে ভেলেকে বলেন, "সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ যদি বলতে হয় তাহলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক এখন ভালো যাচ্ছে না। এটা আমরা সবাই জানি। নতুন নির্বাচনের মাধ্যমে কারা ক্ষমতায় আসবে সেটাও আমরা জানি। এমনকি প্রধানমন্ত্রী যিনি আছেন তিনিই থাকছেন। তার দলই সরকার গঠন করতে যাচ্ছে। ফলে নতুন সরকারকে পশ্চিমাদের সঙ্গে সম্পর্ককে স্বাভাবিক করাটাকে আমি সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ বলবো। কারণ, আমাদের রপ্তানির প্রধান বাজার কিন্তু ইউরোপ-আমেরিকা। ফলে অর্থনীতিকে সচল রাখতে হলে তাদের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়নের কোনো বিকল্প আছে বলে মনে হয় না।"

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে যে সরকার গঠিত হবে সেই সরকারকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে কতটা গ্রহণযোগ্যতা পাবে সেই প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গি যে পুরোপুরি ইতিবাচক নয়, তা তাদের বেশ কিছু পদক্ষেপের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়েছে। নির্বাচন যেন সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক হয় তা নিশ্চিত করতে বেশ কিছুদিন ধরেই চাপ দিয়ে আসছে যুক্তরাষ্ট্র। সুষ্ঠু নির্বাচনকে বাধা দিতে চাওয়া ব্যক্তিদের ভিসা নিষেধাজ্ঞায় আনার ঘোষণাও দিয়েছে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর।

শেখ হাসিনা নিজেও বেশ কয়েকবার বলেছেন,"যুক্তরাষ্ট্র হয়তো আমাকে আর ক্ষমতায় দেখতে চায় না।"

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যাপক আবুল কাশেম ফজলুল হক ডয়চে ভেলেকে বলেন, "শুধু আন্তর্জাতিক অঙ্গন নয়, দেশের মধ্যেও মানুষ তাদের কতটা গ্রহণ করছে, সেটাও বড় বিষয়। সরকারের মন্ত্রীদের কথা শুনলে মনে হয় তারা লেখাপড়া করেননি। যে ভাষায় তারা কথা বলেন, একজন শিক্ষিত, সচেতন রাজনীতিবিদের পক্ষে ওই ভাষা ব্যবহার করা সম্ভব নয়। প্রধানমন্ত্রীও তাদের এসব বিষয়ে কিছু যে বলেন তা-ও মনে হয় না। দেশের মানুষের সংকট নিয়ে তারা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে যে বক্তব্য দেন সেটা মানুষকে কতটা কষ্ট দেয় তারা সেটা বোঝার চেষ্টাও করেন না। ফলে সাধারণ মানুষের কাছে তাদের নিজেদেরও গ্রহণযোগ্য হতে হবে।"

আওয়ামী লীগের নির্বাচনি ইশতেহারে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের কথা বলা হয়েছে। গবেষণা প্রতিষ্ঠান সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিং (সানেম)-এর নির্বাহী পরিচালক ড. সেলিম রায়হান ডয়চে ভেলেকে বলেন, "নতুন বছরে অর্থনৈতিক সেক্টরে যে চ্যালেঞ্জ তার কোনোটাই নতুন নয়। সবগুলোই বিদায়ী বছরে ছিল। মূল্যস্ফীতি আগেও ছিল, এবারও থাকবে বলে ধারণা করা যায়। ডলার সংকট ও ডলারের মূল্য নির্ধানের সংকটটিও নতুন নয়। দ্রব্যমূল্যও নতুন নয়। ফলে অর্থনীতিতে যে চ্যালেঞ্জগুলো আগে ছিল, সেগুলো এবারও থাকবে। নতুন বছরে সেই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করতে হবে নতুন সরকারকে।"

গার্মেন্টস সেক্টরে মাঝে মধ্যে যে অস্থিরতা দেখা যায়, সেটা নিয়ন্ত্রণে রাখাও

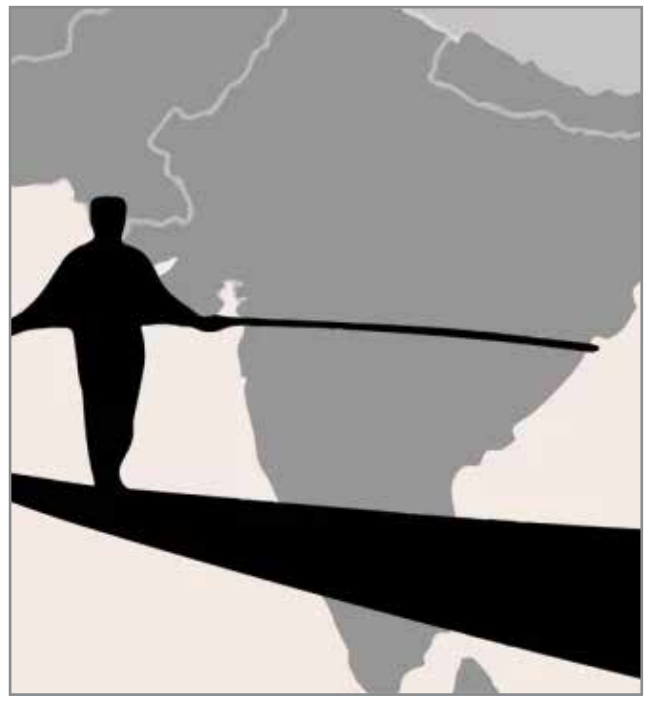

সরকারের আরেকটা চ্যালেঞ্জ হবে বিশ্লেষকরা মনে করেন। কারণ যুক্তরাষ্ট্র যে শ্রমনীতি ঘোষণা করেছে, সেখানে শ্রমিকদের সুবিধাবঞ্চিত করলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিসানীতি প্রয়োগ করবে। ফলে শ্রমিকদের বিষয়ে সরকারকে সতর্ক থাকতে হবে।

এ বিষয়ে এমিরেটাস অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ডয়চে ভেলেকে বলেন, "আমাদের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো রাজনীতি। রাজনীতি ঠিক হলে সবকিছুই ঠিক হয়ে যাবে। সেটা অর্থনীতি বলেন আর শ্রমনীতি বলেন। কিন্তু নতুন বছরে আমরা কী ভালো রাজনীতি পাবো? পাবো না? তাহলে সবকিছুতেই আমাদের চ্যালেঞ্জ থাকবে। সেটা হতে পারে অর্থনীতি, দ্রব্যমূল্য, বেকারত্ব... সবকিছু। ফলে বিদেশিরা কী বলছে, সেটা নয়, আমাদের নিজেদের স্বার্থেই রাজনীতিটা ঠিক করা প্রয়োজন। এটা যদি ঠিক হয়ে যায় তাহলে মানুষও শান্তিতে থাকবে।"

ডেঙ্গু পরিস্থিতিও ভোগাতে পারে বাংলাদেশকে। বাংলাদেশে ডেঙ্গু আক্রান্ত ও ডেঙ্গুতে মৃত্যুর সব অতীত রেকর্ড ভেঙেছে ২০২৩ সালে। সরকারি হিসেব অনুযায়ী, গত ২৩ বছরে ডেঙ্গুতে মোট মারা গেছেন ৮৬৮ জন, আর শুধু ২০২৩ সালেই সেই সংখ্যাটা ছিল ১ হাজার ৬৯৭ জন। আগের ২৩ বছরে ডেঙ্গুতে যত মানুষ মারা গেছেন, গেল এক বছরেই মারা গেছেন তার প্রায় দ্বিগুণ মানুষ। ডেঙ্গু পরিস্থিতির এই পর্যায়ে আসার পেছনে অপরিকল্পিত নগরায়ন, মশা নিয়ন্ত্রণে কর্তৃপক্ষের ব্যর্থতা, সিটি কর্পোরেশনসহ প্রশাসনের অঙ্গসংগঠনগুলোর মধ্যে সমন্বয়ের অভাবের মতো বিষয়গুলোকে তুলে ধরা হয়। এ ব্যাপারে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি।

শিক্ষানীতিও নিয়েও বিদায়ী বছরে অনেক আলোচনা হয়েছে। নতুন যে শিক্ষানীতি ঘোষণা করা হয়েছে সেটা নিয়ে অনেকের আপত্তি আছে। শিক্ষানীতির বিষয়ে জানতে চাইলে এমিরেটাস অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ডয়চে ভেলেকে বলেন, "শিক্ষানীতির নামে যা করা হচ্ছে তা ভালো কিছু বলে আমার মনে হচ্ছে না। শিক্ষার্থীদের নিয়ে এই ধরনের পরীক্ষা-নিরিক্ষা কখনোই ভালো ফল দেয় না।"

অধ্যাপক আবুল কাশেম ফজলুল হকও মনে করেন, "এই শিক্ষানীতি ভালো হয়নি। ইংলিশ ভার্সনের নামে এখন শিক্ষার্থীরা না শিখছে বাংলা, না শিখছে ইংরেজি। ফলে ভবিষ্যতে আমাদের একটা প্রজন্ম ঝুঁকির মধ্যে পড়ে গেল।"

অন্যদিকে নতুন বছরের প্রথমদিন সকাল ৮টা ৪০ মিনিটে ২৪৪ এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স (একিউআই) স্কোর নিয়ে বিশ্বের দূষিত বাতাসের শহরের তালিকায় শীর্ষে ঢাকা। একিউআই অনুযায়ী, সোমবার ঢাকার বাতাসকে 'খুব অস্বাস্থ্যকর' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কারণ, ২০১ থেকে ৩০০ একিউআই স্কোরকে 'খুব অস্বাস্থ্যকর' এবং ৩০১ থেকে ৪০০ একিউআই স্কোরকে 'ঝুঁকিপূর্ণ' হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যা বাসিন্দাদের জন্য গুরুতর স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি করে। শুধু বছরের প্রথম দিন নয়, গোটা বছর ধরেই ছিল এই চিত্র। নতুন বছরে পরিস্থিতির উত্তরণে কাজ করতে হবে সরকারকে।- সমীর কুমার দে, জার্মান বেতার ডয়চে ভেলে, ঢাকা

নির্বাচন এবং প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক

মনোয়ারুল হক

নির্বাচন সম্পর্কিত ইতিহাসের চর্চা বহুবার হয়েছে। আবার নতুন করে বর্তমানে নির্বাচন নিয়ে ভবিষ্যতে চর্চা হবে। তবে নির্বাচনী ঘণ্টা বাজার পরে জনগণের সম্পৃক্ততা যতখানি হওয়ার কথা কিংবা জনগণকে যতখানি উৎসাহী হতে দেখার কথা তার কোনোটাই যে হয়নি সুনিশ্চিতভাবে বলা যায়।

স্কুলে একসময় ঘণ্টা বাজানোর প্রচলন ছিল। আমাদের কিশোর বেলায় প্রাইমারি স্কুল ঘণ্টা বাজিয়ে স্কুল শুরুর ঘোষণা দিত। ঘণ্টা পড়ার সাথে সাথে ক্লাসে প্রবেশ করতে হতো। এই ছিল নিয়ম।

বাংলাদেশের নির্বাচনী ঘণ্টা পড়ে গেছে। নির্বাচনের ঘণ্টা পড়ার সাথে সাথে নির্বাচনে অংশ নেওয়াটাই জনগণের দায়িত্বে পড়ে তখন। কিন্তু গত কয়েকটি নির্বাচন জনগণের দায়িত্ববোধ ভুলিয়ে দিয়েছে। গণমাধ্যমে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের আলোচনার উদ্ধৃতিতেও উঠে এসেছে এদেশের ভোট ব্যবস্থার কথা; রাতের ভোটে রূপান্তরিত হওয়ার কথা। যে কারণে তিনি প্রায়সই বলে থাকেন অতীতের মতন এবার রাতের ভোটা হবে না। ধন্যবাদ তাকে এই সত্য বারবার উদ্ধৃতি করার জন্য। এই ভোট ব্যবস্থার সাথে জনগণের আত্মার সম্পর্ক সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। ফলে নির্বাচনী ঘণ্টা বাজার সাথে সাথে জনগণের নির্বাচনের সাথে সম্পর্কিত হওয়া যেন এক দূর অতীত।

নির্বাচন সম্পর্কিত ইতিহাসের চর্চা বহুবার হয়েছে। আবার নতুন করে বর্তমানে নির্বাচন নিয়ে ভবিষ্যতে চর্চা হবে। তবে নির্বাচনী ঘণ্টা বাজার পরে জনগণের সম্পৃক্ততা যতখানি হওয়ার কথা কিংবা জনগণকে যতখানি উৎসাহী হতে দেখার কথা তার কোনোটাই যে হয়নি সুনিশ্চিতভাবে বলা যায়। নির্বাচনী আবহাওয়া তৈরি করার জন্য এই প্রথম এক নতুন কৌশল ক্ষমতাসীন দল গ্রহণ করেছে। তারা বলছেন- যেখানে প্রয়োজন নেই, সেই সমস্ত জায়গায় দলীয় প্রার্থীদের স্বতন্ত্র প্রার্থীতা প্রত্যাহার করতে হবে, যদিও তার সময় এখন আর নেই। সাংবিধানিক জায়গা থেকে বলা যেতে পারে এর বৈধতা আছে। কিন্তু দলটির নিজস্ব গঠনতন্ত্রে এটি বৈধ নয়।

নির্বাচনের বৈধতা সৃষ্টির লক্ষ্যে দলের পরিচিত রাজনৈতিক কর্মীদেরকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার জন্য দলের প্রতীকের বাইরে এসে নির্বাচন করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। অথচ এই দেশের সংবিধানেই ৭০ এর (খ) ধারা অনুসারে বলা আছে, দলের অনুমতি ছাড়া আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সংসদে কোনো সাংসদ ভোট দিতে পারবেন না। এক্ষেত্রে তার সংসদ সদস্যকে পদ হারাতে হতে পারে। নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়ার যে কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে, তা কি সত্যি সত্যিই নির্বাচনকে অর্থবহ করতে পারবে? নাকি দলটির মধ্যে বিভাজন তীব্র হবে? দলটির গঠনতন্ত্র অনুসারে দলের সিদ্ধান্তের বাইরে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করলে দল থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার বিধান রয়েছে। যা ইতোপূর্বে বহুবার বিভিন্ন নির্বাচনের সময় কার্যকর করতে দেখা গেছে। এবারের নির্বাচনের পূর্বে দলটির গঠনতন্ত্রের ঐ ধারা বিলুপ্ত না করেই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, যা ক্ষমতাসীন দলটির গঠনতন্ত্র বিরোধী।

বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে ভারতের বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি গণমাধ্যমে নানান মন্তব্য করেছেন, এদের মধ্যে অন্যতম বিজেপির জে আকবর সাহেব। তিনি আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন বাংলাদেশের আসন্ন নির্বাচনে একটি স্থিতিশীল সরকার দেখতে চায় ভারত। জনাব জে আকবর বিজেপি সরকারের দ্বিতীয় দফার শুরুতে বিজেপিতে যোগদান করেন। একসময়ের আনন্দবাজার গ্রুপের ডেইলি টেলিগ্রাফ ও টাইমস অফ ইন্ডিয়া পত্রিকার প্রধান সম্পাদকের দায়িত্বে ছিলেন তিনি।

জে আকবর প্রথমে ভারতীয় বর্তমান ক্ষমতাসীন দল বিজেপির পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হয়েছিলেন। কিন্তু তার বিরুদ্ধে হ্যাশট্যাগ মি টু আন্দোলন- এর মাধ্যমে নারীদের যৌন হয়রানীর অভিযোগ উত্থাপিত হয়। এবং অভিযুক্ত হয়ে পদত্যাগের বাধ্য হয়েছিলেন এই জে আকবর। তিনি ঝাড়খন্ড থেকে রাজ্যসভার সদস্য হয়েছিলেন সেই সময়। বর্তমানে তিনি বিজেপির কোনো সাংগঠনিক কাঠামোতে কিংবা সংসদ সদস্যও না। তাকে বিজেপি সরকার মন্ত্রিত্ব থেকে বাদ দিয়েছিল হ্যাশ ট্যাগ মি টু আন্দোলনের পরে পরে।

একই ধরনের বক্তব্য দিয়েছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের প্রাক্তন হাইকমিশনার পঙ্কজ সরণ। তিনিও একইভাবে আগামী নির্বাচনে এক স্থিতিশীল সরকারের কথা বলেছেন। স্থিতিশীল সরকারের কথা বলেছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক বিষয়ক বিভাগের অধ্যাপক ইমন কল্যাণ লাহিড়ী। তিনি সিঙ্গাপুরে প্রকাশিত সাউথ চায়না মর্নিং পোস্ট পত্রিকায় এক নিবন্ধে এই স্থিতিশীলতার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ২০০১ সালে বিএনপি জামায়াত সরকারের কথা। ভারতীয় পক্ষে এই স্থিতিশীলতার প্রয়োজনীয়, কারণ তিনি কিছুটা ব্যাখ্যা করেছেন। অন্য দুজন তাদের বলা স্থিতিশীলতার কোনো আংশিক বা পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা করেননি।

আসলে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের জন্মের পর থেকেই এই দুই দেশের প্রতিবেশী সম্পর্কে রাষ্ট্র থেকে রাষ্ট্রের সম্পর্ক পর্যায়ে যথাযথভাবে গড়ে ওঠেনি। বঙ্গবন্ধুর স্বল্প শাসনের পরেই দেশ মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী রাজনীতিবিদদের এক প্লাটফর্মে রূপান্তরিত হয়েছিল। ১৯৭৫ উত্তর বাংলাদেশে দালালি আইনে আটক ও সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার মাধ্যমে মুক্তি পাওয়া অনেক ব্যক্তিকে রাজনৈতিক মঞ্চে আরোহণ করতে দেখা যায়। বাংলাদেশে জামাত ইসলাম নিষিদ্ধ দল। এই দলের তদানীন্তন আমির মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী অবস্থান নেওয়ার ফলে দেশে নাগরিকত্ব হারান। নাগরিকত্ব হারানো গোলাম আযম দেশে ফিরে আসেন সম্ভবত ১৯৭৭ সালে। পরবর্তীকালে দলটি নিবন্ধন ফিরে পেলে গোলাম আজম আমিরের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। এই দলটি নানান ভাবে ভারত বিরোধী অবস্থান গ্রহণ করতে থাকে। দলটির আমির গোলাম আযম ১৯৭১ সনের ডিসেম্বর মাসে পাকিস্তান প্রতিনিধি দলের নেতা হিসেবে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে উপস্থিত হয়েছিলেন। সাধারণ পরিষদের বক্তৃতায় মুক্তিযুদ্ধকে ভারতের একটি ষড়যন্ত্র বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। পরবর্তীকালে ২০০১ সালের নির্বাচনের আগে জামায়াত বিএনপির সাথে সম্মিলিত জোট গঠন করে। ভারত বিরোধী অবস্থানকে আরও জোরালো করে। ২০০১ এর সাধারণ নির্বাচনের পরে পরেই দেশের নানান প্রান্তে সংখ্যালঘু ধর্ম অবলম্বীদের ওপর নির্যাতনের বেশ কিছু ঘটনা সামনে আসে। এই জোটের ভারত বিরোধী পুরনো ধারা এখনো আমরা মাঠে ময়দানে দেখতে পাই। আজকে নির্বাচন বর্জনকারী এ দলটি এবারও রাস্তায় ভারত বিরোধী স্লোগান দিচ্ছে।

ইতিহাসের পাতা উল্টালে আরও বেশকিছু ঘটনা আমরা দেখতে পাই। এই বিএনপি জামায়াত জোটের ক্ষমতায় থাকাকালীন সেই দশ ট্রাক অস্ত্রের কথা আমরা জানি। আমরা জানি, ভারতের রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জির সাথে দলীয় প্রধানের সাক্ষাতের অস্বীকৃতির ইতিহাস।

কোনো দেশ তার প্রতিবেশী পছন্দ করতে পারে না। আজকের পৃথিবীর অর্থনীতি এবং উন্নয়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর মধ্যে সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক দৃঢ় করা। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর থেকেই বর্তমান সরকারি দলের সাথে ভারত রাষ্ট্রটির একটি সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। ভারত স্বস্তিতে থাকে যখন এই রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় থাকে। অতীতে ভিন্ন রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য উলফা বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সহায়তার অভিযোগ প্রমাণিত সত্য। ফলের ভারতের ক্ষমতাসীনদের পক্ষে গণতন্ত্র মুক্ত ভোট ইত্যাদি প্রধান বিষয় নয়। তাদের রাজনৈতিক স্বার্থটাই এখানে বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশের বর্তমান সরকারের ক্ষমতার সময়ে ভারতের পূর্বাঞ্চলের উলফা মুক্ত হয়েছে। স্থিতিশীল সরকার চাওয়ার প্রধান কারণ সম্ভবত এগুলোই।

প্রতিবেশী ভারতের মতন অর্থনৈতিক শক্তির সাথে বিরোধিতা করে আগামী দিনে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করা যাবে না, এটাও একটা বিবেচনার বিষয়। বাংলাদেশের কৃষি অর্থনীতি ব্যাপকভাবেই প্রতিবেশী দেশটির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। অধিক জনসংখ্যার বাংলাদেশে খাদ্যক্ষেত্রে পৃথিবীতে এখন তৃতীয় আমদানিকারক দেশের রূপান্তরিত হয়েছে। খাদ্যশস্যের একটি বিশাল অংশ আমরা ভারত থেকে আমদানি করে থাকি, যদিও ভারতের নিজস্ব প্রয়োজনে আমাদেরকে নানান সময়ে সংকটে পড়তে হয়। তবুও প্রতিবেশী দেশের কাছ থেকে কৃষিপণ্য আমদানি করা আমাদের জন্য সাশ্রয়ী একথা মানতেই হবে। লেখক: রাজনৈতিক বিশ্লেষক। দ্য বিজনেস ষ্ট্যান্ডার্ড এর সৌজন্যে

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার

আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

Call Today:

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl Jackson Heights, NY 11372 917-744-7308, 718-457-0813	87-47 164th Street Jamaica NY 11432 **646-982-9938**	1 Blacksmith Lane Dix Hill, NY 11731 718-406-5549	2148 Starling Ave. Bronx, NY 10462 718-406-5549	175 B Forbell Street Brooklyn, NY 11208 718-406-5549	859 Fillmore Ave Buffalo, NY 14212 718-406-5549

তরুণরা তাহলে যাবে কোথায়

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

‘ইয়ুথ ম্যাটার্স’ সার্ভে নামে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান তাদের প্রতিবেদনে জানাচ্ছে, বাংলাদেশের ৪২ শতাংশ তরুণ এখন বিদেশে পাড়ি দিতে চায়। সংখ্যাটি কম শোনাচ্ছে, নাকি বেশি? নির্ভর করছে কাদের ওপর জরিপটি চালানো হয়েছিল তার ওপর। হতে পারে শহর ও গ্রাম; দু’দিকের তরুণদেরই খোঁজ নেওয়া হয়েছিল। কেবল যদি শহরের তরুণদেরই জিজ্ঞাসা করা হতো এবং তারা যদি হতো শিক্ষিত তাহলে ৪২ নয়, তার চেয়েও বেশি সংখ্যক তরুণই বলত, তারা বিদেশে পাড়ি দিতে উন্মুখ। কারণ কী? প্রধান কারণ হচ্ছে, দেশে কাজ নেই। বেকারত্ব বাড়ছে। বেকারত্ব অবশ্য গ্রামেই অধিক। বিশেষজ্ঞরা বলেন, শহরের তুলনায় দ্বিগুণ। কিন্তু গ্রামের মানুষের সেই সাহস ও সামর্থ্য কোথায় যে বিদেশে যাবে?

তবু যায়। জমিজমা বেচে, ঘরবাড়ি বন্ধক রেখেও যেতে চায়। কারণ বিদেশে উপার্জনের সুযোগ আছে, দেশে যা নেই। এখন অবশ্য দেখা যাচ্ছে, বিদেশে যারা গেছে তাদের কেউ কেউ আবার ফেরত চলে আসছে। কারণ বিদেশেও এখন কাজের অভাব ঘটেছে। তার বড় কারণ অর্থনৈতিক মন্দা; আরেক কারণ যন্ত্রের উন্নয়নে কায়িক শ্রমের চাহিদাতে ঘাটতি। তা ছাড়া প্রতারকরাও তৎপর। তারাও তাদের কাজ করে, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিয়ে যায়। যায় মেয়েরাও। মেয়েদের চাহিদা আছে মধ্যপ্রাচ্যে, বিশেষ করে সৌদি আরবে। সেখানে গিয়ে অনেক মেয়ে ভীষণ বিপদের মধ্যে পড়ে; কেউ কেউ বিক্রি হয়ে যায়। জোর করে যৌন ব্যবসায় বাধ্য করা হচ্ছে এমন অভিযোগও শোনা গেছে। দাসপ্রথা বিলীন হয়ে গেছে, কে বলবে?

বাংলাদেশের তরুণরা এক সময় যুদ্ধ করেছে। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। অল্পদিন ধরে নয়, অনেক দিন ধরেই। ব্রিটিশ শাসনামলে, পাকিস্তানের কালে। দারুণ যুদ্ধ হয়েছে ১৯৭১ সালে। তরুণ ভয় পায়নি। পালিয়ে বেড়ায়নি। দলে দলে যুদ্ধে গেছে। প্রাণপণে লড়েছে এবং পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে বাধ্য করেছে আত্মসমর্পণে। সেই তরুণরাই তো এখন দেখা যাচ্ছে দেশ ছাড়তে পারলে বাঁচে। ওই যে বললাম, বেকারত্ব ভয়ংকর হয়ে উঠেছে। কর্মের সংস্থান নেই। সরকারি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো জানাচ্ছে, গত তিন মাসে কর্মসংস্থান কমেছে প্রায় ৪ লাখ। পরিসংখ্যান ব্যুরোর খবরেই প্রকাশ, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা বেকার এখন ৮ লাখ। সরকারি তথ্য সব সময় সঠিক হয় না; নানা ভুলভ্রান্তি থাকে। বেসরকারি এবং প্রকৃত তথ্য বলবে, বেকারের সংখ্যা আরও অধিক এমনটাই আমাদের ধারণা। বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া তথ্য জানাচ্ছে, বাংলাদেশের এক কোটি ৫০ লাখ মানুষ এখন বিদেশে আছে। দেশের ভেতরে কর্মের সংস্থান বৃদ্ধি পেল না কেন? পরিশ্রম করার মতো লোকের তো অভাব নেই। যে তরুণরা বিদেশে যেতে চায় তারা তো সবাই পরিশ্রম করবে বলেই যায়। এমনকি বিদেশে গিয়ে যারা পড়াশোনার জন্য যেতে সংকল্পবদ্ধ, তারাও তো পরিশ্রম করতে হবে জেনেই যায় এবং গিয়ে প্রচুর পরিশ্রম করে। না; অভাব শ্রমের নয়; অভাব পুঁজির। কিন্তু পুঁজি কেন গড়ে উঠছে না; আয় কেন পুঁজিতে পরিণত হচ্ছে না? না-হওয়ার কারণ আয় বিদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের ধনীরা টাকা বিদেশে নিয়ে গিয়ে কেউ কেউ ভোগবিলাস করে, কেউ কেনে বাড়িঘর, অন্যরা ব্যবসা-বাণিজ্যে বিনিয়োগ করে। সিঙ্গাপুরে বাংলাদেশি ধনীদের বিপুল বিনিয়োগ গড়ে উঠেছে। আমাদের দেশে উৎপাদিত কিছু পণ্য বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে। তা থেকে আয়ও হয়। কিন্তু রপ্তানি আয়ের ৯ মিলিয়ন ডলার দেশে আসেনি। আয় দেশে আসছে না; বিদেশেই থেকে যাচ্ছে। আর সাম্প্রতিক সময়েই দুবাইতে বাংলাদেশিরা নাকি যাকে বলে চুটিয়ে ব্যবসা

করছে। বাংলাদেশের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধির হার ভারতীয়দেরও হার মানিয়েছে। দুবাইয়ের বণিক সমিতিতে বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এখন এক হাজার ৪৪। [সমকাল, ২৮ অক্টোবর]

তা ব্যবসা করছেন ভালো কথা, কিন্তু এই টাকা তারা পেলেন কোথায়? নিশ্চয়ই দুবাইতে উপার্জন করেননি। নিয়ে গেছেন বাংলাদেশ থেকেই। বৈধ পথে নেওয়ার উপায় নেই, নিষেধ রয়েছে। নিয়েছেন অবৈধ পথেই। বৈধ পথে অনেক ঝামেলা, পদে পদে সন্তুষ্টকরণের আবশ্যকতা; অবৈধ পথ সে তুলনায় মসৃণ, দু’চারটি বিন্দুতে সন্তোষজনক উৎপাদন বাড়লেই চলে, সব দরজা খুলে যায়। পি কে হালদারের অর্থ পাচারের খবরটা অবিশ্বাস্য ঠেকে; যেন ঐন্দ্রজালিক। কিন্তু সেটা ঘটেছে। পি কে হালদার একজন নয়, আরও অনেকজন তৎপর। তা ছাড়া হালদার মহাশয়ের পেছনে ও সামনে নিশ্চয়ই বড়মাপের মানুষেরা ছিল। নইলে তিনি পালালেন কী করে এবং ধরা পড়লেও তাঁর পুরো গল্পটা কেন জানা যাচ্ছে না?

২

তরুণরা একদা যেভাবে লড়েছিল, এখন তাদের সেই ভাবটা নেই কেন? আমরা জানি, সেই লড়াইটা ছিল রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে। রাষ্ট্র তখন মিত্র ছিল না, শত্রু ছিল; লড়াইটা তাই অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছিল। কিন্তু রাষ্ট্র কি এখন মিত্র হয়ে গেছে, তাই যুদ্ধের আর দরকার নেই?

না; ব্যাপারটা মোটেই তেমন নয়। রাষ্ট্র তখন শত্রু ছিল, এখনও শত্রুই রয়ে গেছে; মানুষের সঙ্গে তার শত্রুতা মোটেই কমেনি; বরং বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে এই শত্রুতা এখন আগের তুলনায় অনেক বেশি সুচতুর ও সুদক্ষ। তদুপরি তার গায়ে আছে স্বদেশের আচ্ছাদন। শত্রুতা এখন ভান করে এবং প্রচার করে যে, তার কাজ জনগণের জন্য সুযোগ-সুবিধা ও সুখ বৃদ্ধি করা, দেশের উন্নতি ঘটানো এবং রাষ্ট্র করে দেয় এই সংবাদ রাষ্ট্রের যারা কর্তা তাদের সঙ্গে জনগণের কোনো বিরোধ নেই। তারা একই দেশের, একই জাতির মানুষ; সবাই সবার একান্ত আপনজন। প্রচারমাধ্যমের শক্তি সবসময়েই অদম্য। প্রযুক্তির বিকাশ ও মালিকানার পুঁজিবাদী দখলদারিত্বে মিডিয়া এখন যতটা শক্তিশালী ততটা আগে কখনও ছিল না। অর্ধসত্যকে তো বটেই, জলজ্যান্ত মিথ্যাকেও সে সত্য বলে প্রতিপন্ন করার ক্ষমতা রাখে এবং ওই কাজই সে করে চলেছে। মিডিয়া কখনও নিরপেক্ষ নয়। সবসময়ই ক্ষমতাবানদের পক্ষে। তাই দেখি ইউক্রেনে রুশ হামলায় দু’জন মানুষ মারা গেলে মস্ত বড় খবর হয়, কিন্তু ইসরায়েলি বোমাবর্ষণে গাজার হাসপাতালে যখন এক লহমায় ৫০০ মানুষ প্রাণ হারায়, যার অধিকাংশই শিশু ও নারী, তখন তা দাঁড়ায় একটা সংখ্যামাত্র। মার্কিন গণমাধ্যমের উদ্দেশে লেখা ফিলিস্তিনি-ইসরায়েলি বুদ্ধিজীবীদের একটি ‘খোলা চিঠি’তে যে প্রশ্নটা করা হয়েছে তা সহস্র সহস্র কণ্ঠে উচ্চারিত হতো, বিশ্ববিবেক বলে কোনো কিছুর অস্তিত্ব যদি এখন সত্যি সত্যি থাকত তাহলে। ‘খোলা চিঠি’তে প্রশ্নটা এই রকম: ‘কেন আমরা সাংবাদিকতার জায়গা থেকে চাপ প্রয়োগ করছি না, কেনইবা আমরা গাজায় যুদ্ধাপরাধের ন্যায্যতা দেওয়ার জন্য ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষের বানোয়াট ছবিগুলোকে প্রশ্নের মুখে ফেলছি না?’

ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেছেন, ফিলিস্তিনিরা মানুষ নয়, মনুষ্যবেশধারী জানোয়ার বটে। মন্ত্রীর কথাটা এমনভাবে প্রচার করা হয়েছে, যেন ওটি কোনো ইতর প্রাণীর আওয়াজ নয়, বীরের উক্তি।

৩

বড় রাজনৈতিক দলগুলোই সবচেয়ে দুর্নীতিপরায়ণ। এটা *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

এক টাকায় অভিনয়ের ‘বিনিময়ে’ ১০ কাঠার প্লট বিতর্ক

আমীন আল রশীদ

ঢাকা শহর তো বটেই, এর আশেপাশেও একটি প্লট কিংবা ফ্ল্যাটের মালিক হওয়া বিরাট সংখ্যক মধ্যবিত্ত বাংলাদেশির আজন্ম লালিত স্বপ্ন। টেলিভিশনে প্রচারিত একটি আবাসন কোম্পানির বিজ্ঞাপনের ট্যাগ লাইন ছিল ‘স্বপ্ন হলো সত্যি’।

নিজের কষ্টার্জিত টাকায় একজন মধ্যবিত্তের পক্ষে ঢাকা শহর কিংবা এর আশেপাশের এলাকায় একটি ফ্ল্যাট বা প্লটের মালিক হওয়া বেশ কঠিন। হয় তাকে ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে হয়, না হয় গ্রাম কিংবা জেলা-উপজেলা শহরের জায়গা-জমি বিক্রি করতে হয়। না হয় ঘুষ খেতে হয়। অর্থাৎ অবৈধ পথে টাকা উপার্জন করতে হয়।

এরকম বাস্তবতায় রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) নানা শ্রেণি-পেশার মানুষের কাছে তুলনামূলক কম দামে প্লট বিক্রি করে থাকে। যদিও সেই প্লট কারা পান, কোন তরিকায় পান—সেটি বিরাট তর্কের বিষয়।

রাজউকের এই প্লট পাওয়ার একটি বিশেষ ক্যাটাগরি আছে। অর্থাৎ সরকার চাইলে বিশেষ বিবেচনায় রাষ্ট্রের যেকোনো নাগরিককে ১০ কোটি টাকা দামের প্লটও নামমাত্র মূল্যে দিয়ে দিতে পারে—যার অনেক উদাহরণ আছে।

সম্প্রতি বেসরকারি স্যাটেলাইট চ্যানেল ৭১ টেলিভিশনের সাবেক উপস্থাপক মিথিলা ফারজানা পূর্বাচলে রাজউকের ৫ কাঠার একটি প্লট পেয়েছেন, বর্তমান বাজার মূল্য অনুযায়ী যার দাম কয়েক কোটি টাকা।

মিথিলা ফারজানার আগে নিশ্চয়ই সরকারের এ রকম বিশেষ বিবেচনায় আরও অনেকেই রাজউকের প্লট পেয়েছেন। কিন্তু সবার প্লট পাওয়ার খবর গণমাধ্যমে আসেনি। কারণ, যারা প্লট পেয়েছেন, তাদের সবার ব্যাপারে মানুষের আগ্রহ নেই। তারা ওই অর্থে সেলিব্রিটি নন। কিংবা সেলিব্রিটি হলেও তারা আলোচিত নন।

অথবা মিথিলা ফারজানা ৭১ টিভির সাংবাদিক ছিলেন বলেই তার প্লট পাওয়ার বিষয়টি নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নানাবিধ আলোচনা হয়েছে। তিনি অন্য কোনো গণমাধ্যমপ্রতিষ্ঠানের কর্মী হলে এবং আলোচিত না হলে হয়তো তার প্লট পাওয়ার বিষয়টি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আলোচনার বিষয়ই হতো না। অথবা সেরকম না হলে তিনি হয়তো প্লটও পেতেন না।

প্লট পাওয়ার পরবর্তী খবর হচ্ছে, মিথিলা ফারজানা এখন আর ৭১ টিভির সঙ্গে যুক্ত নেই। তাকে দুই বছরের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জনকূটনীতি অনুবিভাগের পরিচালক/কাউন্সিলর পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

এবার রাজউকের প্লট পেয়ে আলোচনায় এসেছেন চিত্রনায়ক আরিফিন শুভ—যিনি সম্প্রতি বঙ্গবন্ধুর বায়োপিক ‘মুজিব’ সিনেমায় বঙ্গবন্ধুর চরিত্রে অভিনয় করেছেন। তিনি এই ছবিতে অভিনয়ের বিনিময়ে কোনো পারিশ্রমিক নেননি। তবে প্রতীকী হিসেবে এক টাকা সম্মানী নিয়েছেন। যে কারণে আরিফিন শুভর এক টাকা সম্মানীতে অভিনয় করার বিষয়টিও গণমাধ্যমের সংবাদ শিরোনাম হয়েছে।

বঙ্গবন্ধুর মতো একজন পাহাড়সমান ব্যক্তিত্বের চরিত্রে অভিনয় করার মতো যোগ্যতা শুভর আছে কি নেই; তিনি সত্যিই বঙ্গবন্ধুকে কতটুকু ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন, বিশেষ করে বঙ্গবন্ধুর যে কণ্ঠস্বর—তার কতটুকু আরিফিন শুভর কণ্ঠে প্রতিফলিত হয়েছে; অথবা এই চরিত্রে অভিনয় করার মতো দেশে আর কোনো অভিনেতা ছিলেন কি না—সেসব অন্য তর্ক।

কিন্তু এটি অস্বীকার করার উপায় নেই এবং শুভও হয়তো এটি স্বীকার করবেন যে, তার ক্যারিয়ারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো বঙ্গবন্ধুর চরিত্রে অভিনয় করা। অতএব এটিও বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে, তিনি বঙ্গবন্ধুর মতো একজন

মানুষের চরিত্রে অভিনয় করার সুযোগ পেয়েছেন বলেই কোনো পারিশ্রমিক নেননি। তার এই পারিশ্রমিক না নেওয়ার বিষয়টিও যথেষ্ট প্রশংসিত হয়েছিল।

কিন্তু এখন তার এই পারিশ্রমিক না নেওয়া কিংবা এক টাকার বিনিময়ে অভিনয় করার ঘটনাটি নতুন করে আলোচনায় এসেছে রাজউকের ১০ কাঠার প্লট পাওয়ার সংবাদ প্রকাশের পরে।

গণমাধ্যমের খবর বলছে, সংরক্ষিত কোটায় রাজউকের ১০ কাঠার একটি প্লট বরাদ্দ পেয়েছেন আরিফিন শুভ। রাজউকের পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে এই বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। গত ২৭ নভেম্বর রাজউকের বোর্ড সভায় এ সিদ্ধান্ত হয়। পরে পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিনেতা আরিফিন শুভর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার বাড়ির ঠিকানায় চিঠি দিয়ে বরাদ্দের এ সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেন। (প্রথম আলো, ২ জানুয়ারি ২০২৪)

এই খবর প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অনেকেই বিষয়টিকে ‘এক টাকায় অভিনয় করার বিনিময়ে ১০ কাঠার প্লট’ বলে মন্তব্য করছেন। অনেকেই তির্যক মন্তব্য করেছেন। অনেকে শুভকে ‘দূরদর্শী’ বা ‘পাকা খেলোয়াড়’ বলেও মন্তব্য করেছেন। অর্থাৎ তাদের সমালোচনার মূল জায়গাটি হলো, আরিফিন শুভ বিনা পয়সায় বঙ্গবন্ধুর চরিত্রে অভিনয় করলেও তার আসল উদ্দেশ্য ছিল এর বিনিময়ে সরকারের কাছ থেকে বড় কিছু আদায় করা। অর্থাৎ এক টাকায় অভিনয় করার বিষয়টি ছিল ‘স্ট্যান্টবাজি’। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অত্যন্ত প্রভাবশালী এবং সামাজিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ অনেক ব্যক্তিও শুভর এই প্লট পাওয়ার বিষয়ে নানারকম নেতিবাচক মন্তব্য করেছেন। অবশ্য কেউ কেউ তাদের মন্তব্য বা স্ট্যাটাস পরে সরিয়েও নিয়েছেন।

বাস্তবতা হলো, আরিফিন শুভই চলচ্চিত্র জগতের প্রথম ব্যক্তি নন, যিনি বিনামূল্যে অথবা নামমাত্র মূল্যে রাজউকের প্লট পেয়েছেন। কিন্তু অতীতে কারো প্লট পাওয়া নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তোলপাড় হয়নি বা গণমাধ্যমে সংবাদও হয়নি। কিন্তু শুভর বিষয়টি রাষ্ট্র হয়ে গেলো কেন?

কারণ কি এই যে, তিনি বঙ্গবন্ধুর চরিত্রে বিনা পয়সায় অভিনয় করেছেন? তিনি যদি পারিশ্রমিক নিয়ে অভিনয় করতেন এবং এই প্লট পেতেন, তাহলে কি সমালোচনা হতো? অথবা তিনি যদি বঙ্গবন্ধুর চরিত্রে অভিনয় না করতেন এবং প্লট পেতেন, তাহলে কি এটি নিয়ে সংবাদ হতো? অথবা এরকম একটি সিনেমায় অভিনয় না করলে তিনি কি বিনামূল্যে রাজউকের ১০ কাঠার প্লট পেতেন?

চলচ্চিত্র ও বিনোদন দুনিয়ায় অসংখ্য অভিনেতা-অভিনেত্রীর প্লট বা ফ্ল্যাট নেই। অনেকে আর্থিক কষ্টেও আছেন। রাষ্ট্র কি তাদের সবার পাশে দাঁড়ায় বা সবাইকে প্লট দেয়? সবার পাশে দাঁড়ানো বা সবাইকে প্লট দেওয়া কি বাস্তবসম্মত বা সম্ভব? তার মানে সরকার কাকে বিশেষ বিবেচনায় প্লট বা ফ্ল্যাট দেবে, সেই এখতিয়ার তার আছে। বিষয়টি যেহেতু বিশেষ বিবেচনা, অতএব তাকে বিশেষ হতে হবে। বঙ্গবন্ধুর চরিত্রে বিনা পয়সায় অভিনয় করে আরিফিন শুভ যেহেতু ‘বিশেষ’ হয়েছেন, অতএব সেই বিশেষ বিবেচনায় তার রাজউকের প্লট পাওয়া অস্বাভাবিক কোনো ব্যাপার নয়। বরং তিনি যে বিনা পয়সায় বঙ্গবন্ধুর চরিত্রে অভিনয় করলেন, তার বিনিময়ে রাষ্ট্র যে তাকে কোনো না কোনো সুবিধা দেবে এটিই স্বাভাবিক।

শুভ নিজে সরকারের কাছ থেকে বড় কোনো সুবিধা নেওয়ার জন্যই বিনা পয়সায় অভিনয় করেছিলেন, নাকি সত্যিই বঙ্গবন্ধুর প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ থেকে পারিশ্রমিক নেননি, সেটি তিনিই ভালো জানেন। তবে আমরা বিশ্বাস করি, তিনি বঙ্গবন্ধুর প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ থেকেই পারিশ্রমিক নেননি। অতএব সরকার যদি তাকে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ কিংবা ভালোবাসার স্মারক হিসেবে ১০ কাঠার প্লট দিয়ে থাকে, সেটি দোষের কিছু নয়।

আলোচনাটি বরং অন্য জায়গায়। সেটি হলো, রাজউকের প্লট আসলে কারা পান, কোন প্রক্রিয়ায় পান? যেসব প্রক্রিয়ার কথা বলা হয়, সেই *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

এসাইলাম সেন্টার / স্টপ ডিপোর্টেশন

আমেরিকায় গ্রীনকার্ড/ বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন

বাংলাদেশ/ইন্ডিয়া/পাকিস্তান/নেপাল/সাউদ আমেরিকা/আফ্রিকা এবং অন্যান্য

একটি রাজনৈতিক/ধর্মীয়/সামাজিক ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।

প্রশ্ন হলো, আপনার এই কেইসটি কে তেরী করেছে এবং কে আপনাকে ইমিগ্রেশনে / কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করছে?

কেন আমাদের কাছে আসবেন

- আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্বর যোগাযোগ করুন।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দুরহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপি'র সর্বাধিক কেইসে আমরাই জয়লাভ করেছি।)
- ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
- আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনেকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
- ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ ডিভোর্স /ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
- দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকার JEWISH ATTORNEY দের সাহায্য নিন এবং আমেরিকায় আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
- ফ্রি কন্সালটেন্সি

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি

(আমরা নিন্দিত এবং সমালোচিত। কিন্তু আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়)

৭২-৩২ ব্রডওয়ে স্যুইট ৩০১-২ জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২ ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৮, ৯১৭-৭২২-১৪০৯

ই-মেইল:LEGALNETWORK.US@GMAIL.COM

HAPPY NEW YEAR 2024
WE ACCEPT EBT
ADI'S SUPERMARKET
1375 CASTLE HILL AVE, BRONX, NY 10462 TEL: 718-684-2135
Sales Promotion Valid from Friday to Thursday (December 29, 2023 - January 04, 2024) | Promo Code : PSP12
WE ACCEPT EBT CARDS
WE ACCEPT OTC CARDS
FREE PURCHASE OF $75 AND UP 1 BAG ONION FREE
$3.49/LB BEEF WITH BONE SINA MIX
$6.49/LB REGULAR WHOLE GOAT
$2.69/LB REGULAR WHOLE CHICKEN
SIZE 1000-1200 $17.99/EA HILSHA
4 KG $3.29/LB MRIGEL
100-200 $4.99/LB RUPCHANDA
400 GM $4.99/EA HAOR CHIRING BLOCK
200 GM 3/$5.00 KESKI TRAY SHAHJALAL
2 LB BAG $6.99/EA HAOR PANGASH STEAK
31/40 2LB BAG SHELL-ON EZ-PEEL, BLUE SEA $8.99/EA RAW SHRIMP
500 GM $4.99/EA CK FARMS BAILA BLOCK
400 GM $6.99/EA SHAHJALAL CHELAPATA
500 GM $4.99/EA SHAHJALAL KOI BLOCK
500 GM PER PACK $5.99/EA TAPOSHI LOOSE
2 KG 2/$6.99 TEER ATTA / MAIDA
20 LB $19.99/EA SHAHJALAL KATARIVOG
20 LB $19.99/EA KRISHOK PARBOILED BASMATI RICE
3 LTR $10.99/EA ZVIJEZDA SUNFLOWER OIL
1 GALLON $13.99/EA OLIO VILLA POMACE OIL
1 LTR 2/$5.99 RAJDHANI MUSTARD OIL
WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT & EBT CARDS "MULTIPLE SALES CANNOT BE COMBINED & PRICE CAN CHANGE WITHOUT NOTICE"
STRICTLY CAN NOT COMBINE ANY SPECIAL OFFERS, DISCOUNTS OR COUPONS WITH ONE AND ANOTHER.
THESE SPECIAL OFFER VALID WHILE STOCKS LAST. ADI'S STORE MANAGEMENT HAS THE RIGHT TO LIMIT THE QUANTITY ISSUED PER CUSTOMER.
PREMIUM SUPERMARKET
HALAL
Sales Promotion Valid from Friday to Thursday (December 29, 2023 - January 04, 2024) | Promo Code : PSP52
SALE $6.99/LB REGULAR WHOLE GOAT
SALE 99¢/LB NO CUT NO CLEAN CHICKEN QUATER LEG
SALE $2.79/LB REGULAR WHOLE CHICKEN
SALE $14.99/EA SIZE 8/10 HILSHA
SALE $4.99/EA 100/200 (3 IN 1) HILSHA
SALE $15.99/EA SIZE 3 KG ROHU
SALE $2.49/LB 7-10 KG KATLA
SALE $5.99/LB 100/200 WHITE POMFRET
SALE $3.99/LB 2-3 KG CHITOL
SALE 2/$5.00 250 GM CK / HAOR GURA ESA
SALE 2/$5.00 250 GM CK / HAOR ROHU EGG TRAY
SALE $7.99/EA 2 LB BAG HAOR PANGASH STEAK
SALE $4.99/EA 500 GM CK / HAOR BAILA BLOCK
SALE $19.99/EA 20 LB KRISHOK PARBOILED BASMATI RICE
SALE $21.99/EA 20 LB ROYAL BASMATI RICE
SALE 3/$2.00 EACH .99¢ MAGGI THAI & VEGETABLE SOUP
SALE 2/$6.00 1 LITR RAJDHANI MUSTARD OIL
SALE $14.99/EA 5 LTR KIRLANGIC SUNFLOWER OIL
SALE 2/$3.00 300 GM SHAHI KACHUR LATI
SALE $5.99/EA 25 PCS FAMILY PACK SHAHI GHEE PARATHA
PREMIUM SUPERMARKET CONTACT WhatsApp Number
168-13 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432 347-626-8798
256-11 HILLSIDE AVE, GLEN OAKS, BELLEROSE, NY 11004 347-657-8911
1196 LIBERTY AVE, BROOKLYN, NY 11208 347-658-0972
74-18, 37TH AVE, JACKSON HEIGHTS, NY 11372 347-658-4362
2101, STARLING AVE, BRONX, NY 10462 347-658-0134
FREE PARKING IN BELLEROSE STORE
WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT & EBT CARDS "MULTIPLE SALES CANNOT BE COMBINED & PRICE CAN CHANGE WITHOUT NOTICE"
STRICTLY CAN NOT COMBINE ANY SPECIAL OFFERS, DISCOUNTS OR COUPONS WITH ONE AND ANOTHER. THESE SPECIAL OFFER VALID WHILE STOCKS LAST. PREMIUM STORE MANAGEMENT HAS THE RIGHT TO LIMIT THE QUANTITY ISSUED PER CUSTOMER.
SHOP TODAY AND BE A WINNER
SHOP & WIN $250 RAFFLE DRAW
SHOP EVERYDAY AND BECOME A WINNER OF $250 WEEKLY
ADI'S BRONX
9TH WEEK LUCKY WINNERS 17 NOVEMBER, 2023
SHAMWATTIE BACHU | RUMEL | SHUKKUR ALI
12TH WEEK LUCKY WINNERS 02 DECEMBER, 2023
RABBANI | UTTAM SAHA | POLLY
10TH WEEK LUCKY WINNERS 18 NOVEMBER, 2023
ABU | SHANKAR KARMAKAR | RAYHAN
আমরা ইবিটি ও ওটিসি কার্ড গ্রহণ করি
WE ACCEPT EBT OTC CARDS
ADI'S SUPERMARKET
1375 CASTLE HILL AVE, BRONX, NY 10462 TEL: 718-684-2135
SHOP & WIN $250 RAFFLE DRAW
Premium Supermarket
11TH WEEK LUCKY WINNERS NOV 11TH TO NOV 17TH 2023
BELLEROSE THARU TAZ TEL: 347-657-8911
BRONX TANEEZA RAZO BIBI MOURIFF, MD S ALI TEL: 347-658-0134
JACKSON HEIGHTS ALAMGIR SHARIF KHAN TEL: 347-658-4362
JAMAICA JAMAL ISLAM MOHAMMED KHAN, MD HASSAN TEL: 347-626-8798
OZONE PARK PRIYA MALEK, MOHAMMAD ROSUL EMRAN HUSSAIN TEL: 347-658-0972
10TH WEEK LUCKY WINNERS PICTURE
BELLEROSE THARU, TAZ
BRONX RAMEL HUSSAIN, SUMAYA SWEETY, MAIDUL ISLAM
JACKSON HEIGHTS MD. TARIF KHAN, MD. LUTFOR RAHMAN MIZANUR RAHMAN
JAMAICA ANTHONY JOHNSON, SHAHANA PARVIN, AFIA BEGUM
OZONE PARK ISHTIAQUE ALI, MUHAMMAD A, NUSRAT TANZIA
SHOP TODAY.... YOU CAN WIN $250 STORE VOUCHERS WEEKLY

বাংলা সিডিপ্যাপ সার্ভিসেস ও অ্যালেগ্রা হোম কেয়ার ইনক্ এর নতুন অফিস উদ্বোধন

বাফেলোয় ভালোবাসার 'কাচারি ঘর'

3178 Bailey Avenue, Buffalo, NY 14215

banglacdpapbuffalo1st@gmail.com
718 675 0209, 716 787 0909

বঙ্গোপসাগর পাড়ে সন্দ্বীপে আমার জন্ম। স্কুল বয়সে যখন বন্যায় জলোচ্ছাসে মানুষকে ভেসে যেতে দেখেছি, তখন শিখেছি কীভাবে উপদ্রুত মানুষকে আগলে নিতে হয়। বাড়ি, সমাজ বা ধর্মের কোনো বিভেদ সেখানে থাকতো না। সব মানুষ আমরা একাকার একাত্ম হয়ে যেতাম। সেখান থেকেই ভালোবাসা ও আন্তরিকতার অনুশীলন করতে করতে কোটি কোটি মানুষকে নিরাপদ করা ও স্বাধীন বাংলাদেশ জন্ম দেয়ার প্রেরণা পেয়েছি। এই নিউইয়র্কেও যখন সতের বছর আগে আমি প্রথম আমাদের এই কমিউনিটিতে প্রথম হোম কেয়ার শেখাই, তখন সেই বাল্যকালের নদীভাঙ্গা বা বন্যা কবলিত মানুষের পুণর্বাসন সেবার কথা মনে করেছি। তখন মানবসেবার আন্দোলনের মধ্যে যেমন কোনো রাজনীতি খুঁজিনি, পরে হোম কেয়ার সেবার গোড়াপত্তন করতে গিয়েও তার মধ্যে কোনো ব্যবসা খুঁজিনি। মনে করেছি পৃথিবীতে মানুষ হিসেবে জন্ম নিয়ে মানুষের সেবায় নিজেকে ডুবিয়ে রাখার চেয়ে বড় কোনো আনন্দ আর নেই।

স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ
গ্লোবাল পিস অ্যামব্যাসেডর
প্রেসিডেন্ট এণ্ড সিইও, বাংলা সিডিপ্যাপ সার্ভিসেস ও অ্যালেগ্রা হোম কেয়ার
646 769 0966, netlake111@gmail.com

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে নিরাপদ শাক-সবজি

পরিচয় ডেস্ক: ডায়াবেটিস হলো একটি দীর্ঘমেয়াদি বিপাকে ত্রুটিজনিত রোগ। আমরা সারা দিন যেসব খাবার খাই তা পরিপাকের পর অধিকাংশই গ্লুকোজ হিসেবে রক্তে মিশে যায়। দেহকোষ গুলো আমাদের শরীরে শক্তি ও তাপ উৎপাদনের জন্য এই গ্লুকোজ গ্রহণ করে, আর এই কাজটি সম্পাদনের জন্য দেহকোষগুলোকে নির্ভর করতে হয় ইনসুলিন নামক এক প্রকার হরমোনের ওপর যা অগ্ন্যাশয় থেকে নিসৃত হয়। ডায়াবেটিস হলে অগ্ন্যাশয় থেকে এই ইনসুলিন নিঃসরণে ব্যাঘাত ঘটে বা কম নিঃসৃত হয় অথবা অকার্যকর হওয়ায় কোষে গ্লুকোজের ঘাটতি ঘটে এবং রক্তে গ্লুকোজ বেড়ে যায়। এই অবস্থাকেই ডায়াবেটিস বলে।

কারো রক্তে গ্লুকোজ সুনির্দিষ্ট মাত্রা অতিক্রম করলেই তাকে ডায়াবেটিস রোগী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় রক্তে গ্লুকোজ মাত্রা অভুক্ত অবস্থায় ৬.১ মি.মোল/লি. এবং গ্লুকোজ খাওয়ার ২ ঘণ্টা পর ৭.৮ মি.মোল/লি. এর নিচে থাকতে হবে। আর যদি ডায়াবেটিস হয়ে যায়, তাহলে তা নিয়ন্ত্রণে আছে কি না সেটা বোঝা যাবে যদি রক্তে গ্লুকোজ মাত্রা অভুক্ত অবস্থায় ৪.৪-৬.১ মি.মোল/লি., খাবার খাওয়ার ২ ঘণ্টা পর ৪.৪-৮.০ মি.মোল/লি. এর মধ্যে থাকে এবং হিমোগ্লোবিন এ১ সি-৭.০% এর নীচে থাকে।

গর্ভকালীন সময়ে অভুক্ত অবস্থায় রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা ৫.৩ মি.মোল/লি. এবং খাবার খাওয়ার ২ ঘণ্টা পর ৬.৭ মি.মোল/লি. এর নিচে থাকতে হবে। যাদের ডায়াবেটিস হয়েছে তাদের উচিত এটাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা আর যাদের এখনো হয় নাই তাদের উচিত এটাকে প্রতিরোধ করা। কারণ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, ২০৩০ সালের মধ্যে ডায়াবেটিস হবে ৭ম বৃহত্তম মরণ ব্যাধি।

ডায়াবেটিস আজীবনের একটি অসংক্রামক রোগ। বংশগত, পরিবেশগত, অলস জীবন যাপন, অসম খাদ্যাভ্যাসের কারণে এ রোগ হতে পারে। এর চিকিৎসার মূল উপাদান হচ্ছে শিক্ষা, সঠিক খাদ্যাভ্যাস, ব্যায়াম এবং প্রয়োজনে ওষুধ। এগুলোর সমন্বয়ে শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবনযাপনের জন্য নিয়মিত রক্ত পরীক্ষা করতে হবে, পুষ্টিবিদ ও চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। রক্তের গ্লুকোজের প্রধান উৎস হলো খাবার দাবার। এজন্যই ডায়াবেটিস হলে খাদ্য সম্পর্কে বিশেষভাবে সচেতন হতে হবে।

বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় ডায়াবেটিস হলে মানুষ খুব চিন্তায় পড়ে যায়, এই বুঝি তার রিজিক চলে গেল। আসলে কি তাই? আসল কথা হলো খাদ্য ও পুষ্টির চাহিদা ডায়াবেটিস হওয়ার আগেও যেমন থাকে, ডায়াবেটিস হওয়ার পরেও ঠিক একই রকম থাকে। পুষ্টির কোনো তারতম্য হয় না। পার্থক্য হলো ডায়াবেটিস হলে খাবারের একটি নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলতে হয় এবং প্রতি দিনই কোনো না কোনো ব্যায়াম করতে হয়, যার উদ্দেশ্য হলো ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রেখে স্বাস্থ্যকে ভালো রাখা।

ডায়াবেটিস রোগীর খাদ্য কেমন হবে সেটা সবারই জানা দরকার। যেসব খাবার খেলে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা দ্রুত বেড়ে যায় সেসব খাবার যেমন- মিষ্টি জাতীয় খাবার, সাদা ভাত, সাদা রুটি, সিদ্ধ আলু ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণে রেখে যেসব খাবার খেলে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা দেরিতে এবং ধীরে ধীরে বাড়ে যেমন আঁশজাতীয় শাকসবজি, ফল, মাছ/মাংস, ডিম, দুধজাতীয় খাবার ইত্যাদি খাবারের তালিকায় যাতে থাকে সে দিকটা খেয়াল রাখতে হয়।

ডায়াবেটিস রোগীর খাবারে শাকসবজির গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশ ষড়ঋতুর দেশ। সারা বছরই এ দেশে নানা ধরনের শাকসবজি উৎপাদন হয়। প্রকৃতির এই নেয়ামতকে বিজ্ঞানসম্মত কাজে লাগিয়ে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখা ও প্রতিরোধ করা যায়। ডায়াবেটিস রোগীর সুবিধার জন্য শাকসবজিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-

১। শর্করা সম্বলিত সবজি যেমন- আলু, মিষ্টি কুমড়া, কাঁচা কলা, বরবটি, থোড়, মোচা, বিট, শিম, মাটির নীচের কচু, গাজর, কাঁকরোল, শিমের বিচি, কাঁঠালের বিচি, শালগম, ইঁচড়, ঢেঁড়স, বেগুন, মটর শুঁটি, কচুরমুখী, পাকা টমেটো।

২। শর্করাবিহীন শাকসবজি যেমন- সব ধরনের শাক, যেমন– লালশাক, পুঁইশাক, পালংশাক, কলমিশাক, ডাঁটাশাক, কচুশাক ইত্যাদি এবং সবজি যেমন ফুলকপি, বাঁধাকপি, মুলা, ওলকপি, কাঁচা টমেটো, কাঁচা পেপে, শসা, খিরা, উচ্ছে, করলা, ঝিঙা, চিচিঙা, পটোল, লাউ, চালকুমড়া, ডাঁটা, সজনা, ধন্দুল, ক্যাপসিকাম, কাঁচামরিচ, মাশরুম ইত্যাদি।

উপরোক্ত শাকসবজিগুলো প্রতিটি মৌসুমেই কোনটা না কোনটা উৎপাদিত হয়। ডায়াবেটিস রোগীর উচিত প্রতি দিন একই ধরনের শাকসবজি না খেয়ে পাঁচ মিশালী শাকসবজি খাওয়া। এতে করে সব ধরনের শাকসবজির ভিটামিন মিনারেলস শরীরের কাজে লাগবে, খাবারে বৈচিত্র্য আসবে, পেট ভরবে, মনে পরিতৃপ্তি আসবে এবং ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখা খুব জরুরি। বীজ যেমন- পরিবেশ পেলে গজিয়ে উঠে অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস ও তেমনই নানা ধরনের রোগ হওয়ার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ। অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিসে হার্ট, কিডনি, লিভার, চোখ নষ্ট হয়ে যায়, নানা রকম ক্যান্সার হতে পারে, এমনকি শরীরের মাংসেও পচন ধরতে পারে।

ওষুধ ছাড়াই ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের উপায়!

পরিচয় ডেস্ক: বিশ্বজুড়ে নিঃশব্দ ঘাতকের মত থাবা বসিয়েছে ডায়াবেটিস। ডায়াবেটিস জিনগত হলেও টাইপ ২ ডায়াবেটিসে আক্রান্তের সংখ্যা সবচাইতে বেশি। অজান্তেই ডায়াবেটিস কোপ ফেলে আমাদের কিডনি, হার্ট, চোখ, লিভারের মত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গে। যে কারণে পরবর্তীতে কোনও শারীরিক জটিলতা হলে এবং অবস্থা কঠিন হলে মাল্টি অর্গ্যান ফেলিওয়ের সম্ভাবনা থাকে। এছাড়াও ডায়াবেটিস থাকলে কিন্তু শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও কমে যায়। যে কারণে এই সমস্যায় সবদিক থেকে নিজেকে সাবধানে রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যখন কারও ডায়াবেটিস হয়, তখন ওই মানুষের শরীরে ইনসুলিন হরমোনের নিঃসরণ কমে যায়। ফলে দেহের কোষে গ্লুকোজ পৌঁছাতে পারে না। এতে করে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বেড়ে যায়। সাধারণত প্রস্রাবের মাধ্যমে অতিরিক্ত গ্লুকোজ শরীর থেকে বের হয়ে যায়। এতে করে শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে। ডায়াবেটিসের লক্ষণগুলো প্রকাশিত হতে থাকে। নিউ ইয়র্কের ওয়েল কর্নেল মেডিক্যাল কলেজের একটি গবেষণা বলছে, সঠিক খাবার খাওয়ার পাশাপাশি কোন ক্রমে সেই খাবার খাওয়া হচ্ছে তার উপরেও রক্তের শর্করার পরিমাণ অনেকটা নির্ভর করে। গবেষকদের দাবি, কার্বোহাইড্রেট প্রথমে খেলে রক্তে শর্করার পরিমাণ যতটা বৃদ্ধি পায় তার তুলনায় আগে শাক-সব্জি ও প্রোটিন জাতীয় খাবার খেলে অনেকটাই কম থাকে রক্তে শর্করার মাত্রা। আগে প্রোটিন ও শাক-সব্জি খেলে আধ ঘণ্টা, এক ঘণ্টা ও দু'ঘণ্টা পর রক্তে শর্করার মাত্রা কম থাকে যথাক্রমে ২৯, ৩৭ ও ১৭ শতাংশ।

শুধু শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণই নয়, কোন ক্রমে খাবার খাচ্ছেন তার প্রভাব পড়ে বার্ধক্যজনিত লক্ষণ, দেহের ওজন এবং হরমোনের ভারসাম্যের উপরেও। গবেষকদের দাবি, প্রোটিন এবং শাক-সব্জি আগে খেলে শর্করা জাতীয় খাদ্যের আগেই শরীরে পৌঁছে যায় ফাইবার। যার ফলে পরিপাকের গতি ধীর কিন্তু স্থির হয় এবং আচমকা দেহের শর্করার মাত্রা বেড়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে না। এই পদ্ধতিতে খাবার খেলে শরীরের হরমোনের ভারসাম্য যেমন বজায় থাকে, তেমনই কমে প্রদাহ, ভাল থাকে ত্বকও। ফলে চেহারায় বয়সের ছাপ পড়ে কম।

প্রতিদিনের অনিয়মিত খাওয়াদাওয়া, মাত্রাতিরিক্ত ফাস্টফুড, চিনি, কার্বোহাইড্রেট খাওয়া- এইসবই কিন্তু বাড়িয়ে দেয় ডায়াবেটিসের সম্ভাবনা। যে কারণে ডায়াবেটিসের সমস্যায় আগেই যেমন রাশ টানতে হবে জীবনযাত্রায় তেমনই খাদ্যাভ্যাসেও আনতে হবে পরিবর্তন। ডায়েটে এমন কিছু খাবার অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যা রক্তে শর্করার বর্ধিত স্তরকে নিয়ন্ত্রণ করতে সহায়তা করবে। জেনে নিন যেসব খাবার খেলে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে থাকে-

চর্বিযুক্ত মাছ : চর্বিযুক্ত মাছের তালিকায় রয়েছে স্যালমন, সার্ডিন, হেরিং ইত্যাদি মাছ। যে সব মাছ ওমেগা-৩-ফ্যাটি অ্যাসিড পূর্ণ, যে সব মাছ ডিএইচএ এবং ইপিএ-এর বড় উৎস সে সব মাছই পারে ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে। এছাড়াও নিয়মিত এই সব মাছ খেলে হৃদরোগের ঝুঁকিও কিন্তু কমে যায় অনেকটাই। এছাড়াও এই সব খাবারে থাকে ওমেগা-৩ব ফ্যাটি অ্যাসিড। যা আমাদের শরীরের জন্য কিন্তু খুবই ভাল।

শাকসবজি : নিয়মকরে প্রতিদিন সবজি খাবেন। প্রয়োজনে মাছ-মংসের পরিবর্তে সম পরিমাণ সবজি খান। এতেও কিন্তু শরীর থাকবে সুস্থ আর ওজনও নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

ভিটামিন সি : শাক-সবজি খাওয়ার পাশাপাশি প্রতিদিন নিয়ম করে ভিটামিন সি আর অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ খাবার খেতে হবে।

ধনেপাতার যত পুষ্টিগুণ

পরিচয় ডেস্ক: প্রকৃতিতে বইছে শীতল হাওয়া শীতের হাওয়া লেগেছে সবজির বাজারেও। রংবেরঙের নানা রকম শাক সবজিতে ভরপুর এই মৌসুমে রসনাবিলাসের অন্ত নেই। এই মৌসুমে প্রতিটি রান্নায় আর যাই হোক, ধনেপাতা পরবেই। কেবল কি তরকারির স্বাদই বাড়ায় ধনেপাতা? মোটেই তেমনটি নয়। এর রয়েছে নানা গুণ।

দৃষ্টিশক্তি বাড়াতে সাহায্য করে ধনেপাতা। এটি নিয়মিত খেলে বাড়ে চোখের জ্যোতি। এতে থাকা ভিটামিন এ চোখের যত্ন নেয় পুরোদমে।

ধনেপাতায় রয়েছে ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালশিয়াম, ভিটামিন এ, সি এবং পটাশিয়াম। এসব উপাদান শরীরে পুষ্টির জোগান দেয়।

রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতেও ধনেপাতার জুড়ি নেই। এতে থাকা ভিটামিন সি শরীরের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলে।

গ্যাস, কোষ্ঠকাঠিন্য কিংবা বদহজমের সমস্যার সমাধানও ধনেপাতা। ডায়েটে নিয়মিত ধনেপাতা রাখলে মুক্তি পাবেন এসকল রোগ থেকে। এটি হজমশক্তিও বাড়িয়ে তোলে। এতে থাকা আয়রন শরীরে রক্তের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। তাই অ্যানিমিয়ার সমস্যা কমাতেও সাহায্য করে ধনেপাতা।

দারুচিনির উপকারিতা

পরিচয় ডেস্ক: দারুচিনি শুধু রান্নায় গন্ধ বৃদ্ধি নয়, শরীর ও ত্বক উভয়ের জন্যই দারুচিনি উপকারী। প্রতি ১০০ গ্রাম দারুচিনিতে পানি ১০.৫৮ গ্রাম, এনার্জি ২৪৭ কিলোক্যালরি, প্রোটিন ৩.৯৯ গ্রাম, ফ্যাট ১.২৪ গ্রাম, কার্বোহাইড্রেট ৮০.৫৯ গ্রাম এবং শর্করা ২১৭ গ্রাম থাকে।

হৃদরোগ প্রতিরোধ করে : দারুচিনি হৃদরোগের ঝুঁকি হ্রাস করতে পারে। গবেষণায় দেখা গেছে, দারুচিনি ট্রাইগ্লিসারাইড এবং মোট কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে পারে। আর এ দুটিই হৃদরোগের ঝুঁকির কারণ। এ ছাড়া আপনি যদি টানা ৪ সপ্তাহ দারুচিনি নিয়মিত খান, তাহলে রক্তচাপ কমে যাবে।

ক্যানসার প্রতিরোধ : গবেষণা থেকে জানা গেছে, দারুচিনি ক্যানসারের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষামূলক প্রভাব ফেলতে পারে। মূলত দারুচিনির নির্যাস ক্যানসারের বিরুদ্ধে লড়াই করে। এটি ক্যানসার কোষের বৃদ্ধি হ্রাস করে এবং টিউমারে রক্তনালী তৈরি করে।

অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে পরিপূর্ণ : দারুচিনি একটি শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হিসেবে কাজ করে। আর অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট আপনার শরীরকে ফ্রি র‍্যাডিকেল দ্বারা সৃষ্ট অক্সিডেটিভ ক্ষতি থেকে রক্ষা করে। তাই দারুচিনি স্বাস্থ্যের জন্য অনকে উপকারী।

অ্যান্টি ইনফ্লেমেটরি : দারুচিনিতে অবিশ্বাস্যভাবে অ্যান্টি ইনফ্লেমেটরি উপাদান রয়েছে। গবেষণায় দেখা যায় যে, এই মসলা এবং এর অ্যান্টিঅক্সিডেন্টগুলোর শক্তিশালী অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। আর এ কারণে এটি আপনার শরীরকে সংক্রমণের সঙ্গে লড়াই করতে এবং টিস্যুর ক্ষতি মেরামত করতে সহায়তা করতে অনেক কার্যকরী।

ব্রকলির এত গুণ

পরিচয় ডেস্ক: বর্তমানে শীতকালীন সবজির মধ্যে ব্রকলি বেশ পরিচিত। ফুলকপির মতো দেখতে এ সবুজ রঙের সবজিটি পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ ও খেতে সুস্বাদু। কয়েক বছর আগেও এদেশে এই সবজির প্রচলন ছিল না। কিন্তু বর্তমানে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এটি উৎপাদন করা হয়।

ব্রকলি একটি পুষ্টিকর সবজি। আমরা সবাই প্রায় এটি দিয়ে তরকারি রান্না করে খেয়ে থাকি। তবে কাঁচা ব্রকলি থেকে বেশি উপকারিতা পাওয়া যায়। ব্রকলি অনেকক্ষণ ধরে রান্না করলে এর পুষ্টি উপাদান হ্রাস পায়। তাই এটি ভাপে সেদ্ধ করা ভালো। সালাদ, স্যুপ বানিয়েও খাওয়া যায় ব্রকলি। তবে একটানা কোনোকিছু খাওয়াই ভালো না। সপ্তাহে ৩-৪ দিন খাদ্যতালিকায় ব্রকলি রাখতে পারেন।

১০০ গ্রাম ব্রকলিতে রয়েছে: ক্যালোরি -৩২ কিলোক্যালরি, কার্বোহাইড্রেট - ৬ গ্রাম, প্রোটিন -২.৫ গ্রাম, ফাইবার-২.৫ গ্রাম, ফ্যাট-০.১ গ্রাম, এ ছাড়াও রয়েছে ভিটামিন এ, ভিটামিন বি৯, ভিটামিন সি, ভিটামিন কে, বিটা ক্যারোটিন, পটাশিয়াম, ফসফরাস ইত্যাদি উপাদান। ব্রকলির ৯৭ শতাংশ পানি।

ব্রকলির উপকারিতা:

১. ব্রকলিতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি। ভিটামিন সি দেহে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হিসেবে কাজ করে। অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট দেহের ক্ষতিকর ফ্রি-র‍্যাডিক্যালস দূর করে।

২. ব্রকলিতে ফাইবারের পরিমাণ বেশি হওয়াতে এটি দেহের খারাপ কোলেস্টেরল এলডিএলকে প্রতিহত করে। কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা দূর করে।

৩. ওজন কমানোর ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে। ফাইবার ও পানির পরিমাণ বেশি থাকায় এটি খেলে অন্য খাবারের আসক্তি কমে।

৪. সালফোরাফেন নামক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ভালো কোলেস্টেরল এইচডিএলের মাত্রা বাড়িয়ে হৃৎপিণ্ডকে বিভিন্ন হৃদরোগের থেকে রক্ষা করে। ব্লাড সুগারের মাত্রা কমায়।

৫. ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রমণ, জ্বর, মুখের ঘা, সর্দি-কাশি ইত্যাদি আরও অনেক রোগ প্রতিহত করে।

কারা ব্রকলি খাবেন না

১.থাইরয়েডের সমস্যায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের ব্রকলি খাওয়া নিষেধ। ব্রকলি থাইরয়েড গ্রন্থির ওপর প্রভাব ফেলে।

২. অনেকের ব্রকলিতে থাকা কিছু সুগার সহজে হজম হয় না। হজমে বাধা সৃষ্টি হলে গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা দেখা দেয়। সেক্ষেত্রে ব্রকলি রান্না করে খাওয়া ভালো।

সরিষা শাকের উপকারিতা

পরিচয় ডেস্ক: সরিষা ক্ষেতের কথা বললেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে হলুদ ফুলে ভরা বিস্তীর্ণ মাঠের কথা। সরিষার তেল প্রায় সবার বাড়িতেই ভর্তা বা রান্নায় ব্যবহৃত হয়। আবার শীত এলে এর শাকও খাওয়া হয়। এই সরিষা শাক কিন্তু ভীষণ উপকারি। চলুন জানা যাক সরিষার শাকের কী কী উপকারিতা রয়েছে:

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি : দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে বৃদ্ধিতে উপকারি ভূমিকা রাখে সরিষা শাক। এতে রয়েছে ভিটামিন সি। পাশাপাশি, কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতেও সাহায্য করে সরিষা শাক।

চোখ ভালো রাখে : ভিটামিন এ'র পরিপূর্ণ উৎস সরিষা শাক। এটি চোখ ভালো রাখতে সাহায্য করে। সরিষার শাকের অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট গুণ ক্রনিক রোগের সমস্যা কমায়। এটি ত্বক ভালো রাখতেও কার্যকরী ভূমিকা রাখে।

কোনটি খাবেন লালশাক না পালংশাক, জেনে নিন পুষ্টিগুণ

পরিচয় ডেস্ক: তরতাজা শাক পুষ্টির যোগান দেয় শতভাগ। পালংশাককে সুপারফুড বলা হয়। তেমনি লাল শাকের জুড়ি মেলা ভার। লাল শাকেও রয়েছে নানা রোগের ওষুধের মত কার্যক্ষমতা।

পালংশাক:

সুপারফুড পালংশাকে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ। এটি মানুষের ত্বক ও শ্লেষ্মা ঝিল্লি থেকে বিভিন্ন ধরনের ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া দূর করতে সাহায্য করে। এছাড়া পালংশাকে ভিটামিন সি, কে, ডি, আঁশ, পটাশিয়াম ও ম্যাগনেশিয়াম রয়েছে। এগুলো আমাদের হাড়ের গঠন ও মজবুত করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়।

১. এটি রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করে, বিভিন্ন সংক্রমিত রোগ থেকে রক্ষা করে।

২. পালংশাক হৃদযন্ত্র সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং ত্বকের বাইরের স্তরের আর্দ্রতা বজায় রাখে।

৩. এ ছাড়া ক্যানসারসহ বিভিন্ন জটিল রোগের বিরুদ্ধেও কাজ করে।

৪. বিটা ক্যারোটিন রয়েছে পালংশাকে। এতে চোখের জ্যোতি বাড়ায় এবং চোখের ছানি পড়া প্রতিরোধ করে।

৫. পালংশাকে রয়েছে ফোলেট বা ফলিক এসিড। এটি অন্তঃসত্ত্বা এবং স্তন্যদানকারী মায়ের জন্য খুবই উপকারী।

৬. এছাড়া পালংশাকে রয়েছে ভিটামিন সি, পটাশিয়াম, ভিটামিন কে যা পরিপাকতন্ত্র ভালো রাখে।

লালশাক:

রক্তশূন্যতা দূর করতে লালশাকের বিকল্প নেই এটা সবাই জানে। তবে শুধু রক্তশূন্যতা দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় আয়রনই নয়; এ শাকে রয়েছে আরও নানা গুরুত্বপূর্ণ খনিজ উপাদান, যা শিশুদের শারীরিক বিকাশেও বিশেষ উপযোগী। উপকারিতা:

১. লাল শাকের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট বিভিন্ন ধরনের প্রদাহ ও ক্যানসার প্রতিরোধে সহায়তা করে।

২. এই শাক রক্তে কোলেস্টেরল কমিয়ে হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়। লালশাকে ক্যালরির পরিমাণ তুলনামূলক কম থাকে। মানবদেহের দাঁত ও অস্থি গঠনে,

দাঁতের মাড়ির সুস্থতা রক্ষায় এবং মস্তিষ্কের বিকাশে লালশাকের কার্যকর ভূমিকা রয়েছে।

৩. এ শাকের আঁশ বা ফাইবার কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে। এটা বাড়তি ওজন কমাতেও সহায়ক।

৪. লালশাক ভিটামিন এ সমৃদ্ধ। নিয়মিত খেলে দৃষ্টিশক্তি ভালো থাকে এবং রাতকানা রোগ প্রতিরোধ করা যায়।

৫. ভিটামিন সির অভাবজনিত রোগ স্কার্ভি প্রতিরোধ করে।

৬. লালশাকে কিডনির কার্যক্ষমতা বাড়ে এবং রক্তে উপস্থিত ক্ষতিকর উপাদান শরীর থেকে বের হয়ে যায়।

চিকেন তন্দুরি রোস্ট

পরিচয় ডেস্ক: চিকেন তন্দুরী খেতে অনেকেই পছন্দ করেন। আর চিকেন তন্দুরী রোষ্ট হলে তো কথাই নাই। তন্দুরী চিকেন নামটা কিন্তু আসলে রান্নার পদ্ধতির জন্য হয়েছে। তবে আপনি চাইলে বাসায় চিকেন তন্দুরী রোষ্ট তৈরি করতে পারবেন। জেনে নিন কী কী উপকরণ লাগছে এই রেসিপিতে এবং কীভাবে তৈরি করবেন চিকেন তন্দুরি রোস্ট।

উপকরণ : মুরগি একটি, টকদই আধা কাপ, তন্দুরি মসলা তিন চা চামচ, আদা বাটা দেড় চা চামচ, পেঁয়াজ বাটা এক চা চামচ, পেঁয়াজ বেরেস্তা আধা কাপ, ঘি দুই টেবিল চামচ, তেল এক কাপ, চিনি এক চা চামচ, চিনাবাদাম বাটা দুই চা চামচ, লেটুস পাতা চার-পাঁচটি, টমেটো দুটি ও লবণ স্বাদমতো।

প্রস্তুত প্রণালি : প্রথমে একটি বড় বাটিতে আস্ত মুরগি নিয়ে তাতে আধা কাপ টকদই, সমপরিমাণ আদা, রসুন ও পেঁয়াজ বাটা, তন্দুরি মসলা ভালোভাবে মাখিয়ে তিন থেকে চার ঘণ্টা মেরিনেট করুন। এবার একটি কড়াইয়ে গরম তেলে পেঁয়াজ কুচি ভেজে তাতে মেরিনেট করা মুরগিটি দিয়ে দিন। অল্প আঁচে মুরগিটিকে উল্টিয়ে ২০ মিনিট ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখুন। এরপর বাদাম বাটা একটু পানির সঙ্গে মিশিয়ে এতে দিয়ে দিন। লেবুর রস ও ঘি দিয়ে ভালোভাবে ভেজে সার্ভিং ডিশে তুলে নিন। পেঁয়াজ বেরেস্তা, লেটুস পাতা ও টমেটো দিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন দারুণ মজার চিকেন তন্দুরি রোস্ট। সূত্র: এনটিভিবিডি

কাশ্মীরি ঝাল ভুনা ডিম কারী

পরিচয় ডেস্ক: অনেক স্বাদের খাবার কাশ্মীরি ঝাল ভুনা ডিম কারী।

উপকরণ : (১) ৬ টি ডিম সেদ্ধ, (২) ২ চা চামচ হলুদগুঁড়ো, (৩) ১ চা চামচ লাল মরিচগুঁড়ো, (৪) ১/২ চা চামচ গোলমরিচগুঁড়ো (৫) ১ কাপ দুধ, ১০ টি শুকনো মরিচ (এটি ঝাল একটি রেসিপি তারপরও চাইলে নিজের স্বাদ অনুযায়ী ঝাল কম দিতে পারেন) (৬) ২/৩ টি বড় আকারের পেঁয়াজ, (৭) ১ চা চামচ রসুন বাটা, (৮) ১/৪ চা চামচ আদা বাটা, (৯) তেল প্রয়োজন মতো, (১০) লবণ স্বাদমতো, (১১) ২ চা চামচ চিনি

প্রণালী : প্রথমে ডিম সেদ্ধ করে নিয়ে একটি কাটা চামচ দিয়ে কেঁচে নিন। সবধান থাকবেন ডিম যেনো ভেঙে না যায়। এবার কেঁচে নেয়া ডিম একটি বাটিতে নিয়ে দুধ দিন এবং এর সাথে হলুদ, মরিচ, গোলমরিচ গুঁড়ো ও লবণ মিশিয়ে ১০ মিনিট আলাদা করে রাখুন। এবার একটি প্যানে তেল গরম করে নিয়ে শুকনো মরিচ দিয়ে ভাজতে থাকুন। কিছুক্ষণ ভাজা হলে এতে পেঁয়াজ, লবণ, চিনি দিয়ে ভালো করে নেড়ে নিন।

এরপর মেখে রাখা ডিম আলাদা করে তুলে রেখে মেরিনেটের ঝোলটুকু প্যানে দিয়ে ফেলুন ও নেড়ে নিন। এরপর ডিমগুলো দিয়ে ২ কাপ পানি দিয়ে দিন। রান্না করতে থাকুন মাঝারি আঁচে। পছন্দমতো ঝোল শুকিয়ে এলে চুলা থেকে নামিয়ে ধনে পাতা কুচি দিয়ে গরম গরম রুটি বা ভাতের সাথে পরিবেশন করুন সুস্বাদু 'কাশ্মীরি ঝাল ভুনা ডিম কারী'।

জ্যাকসন হাইটসে বাঙালি খাবারের সেরা রেঁস্তোরা

সীমিত আসন, টেকআউট, ক্যাটারিং এবং ডেলিভারীর জন্য খোলা

ইত্যাদি
ittadi
ITTADI GARDEN & GRILL
73-07 37th Road Street, Jackson Heights
NY 11372, Tel: 718-429-5555

ইলিশের ঝোল

পরিচয় ডেস্ক: ইলিশ মাছ যেভাবেই রান্না করা হোক না কেন, খুব সুস্বাদু হয় খেতে। অনেকেরই অভিযোগ তারা মাছ রান্নাটা ভালো ভাবে করতে পারে না।

উপকরন : ইলিশ মাছঃ ৫ টুকরা, পেঁয়াজ কুঁচিঃ মাঝারি কয়েকটা, জিরা গুড়াঃ হাফ চা চামচ, গুড়া মরিচঃ ১ চামচ (আপনি যেমন ঝাল খাবেন), হলুদ গুড়াঃ হাফ চা চামচ, কাঁচা মরিচঃ (আপনি যেমন ঝাল খাবেন), লবনঃ স্বাদমতো, তেলঃ পরিমান মতো পানিঃ পরিমান মতো

প্রণালী : বড় একটি কড়ায়ে তেল গরম করে তাতে পেঁয়াজ কুচি ছেড়ে দিন। পেঁয়াজ হলুদ হয়ে আসলে তাতে জিরা, মরিচ, হলুদ গুঁড়া, কাঁচামরিচ দিয়ে দিন। অল্প একটু পানি দিয়ে দিন। যখন তেল ওপরে উঠে আসবে তখন ধুয়ে রাখা মাছগুলো দিয়ে দিন। এখন পরিমাণমতো পানি দিয়ে ঢেকে দিন। আপনি বেশি ঝোল রাখতে চাইলে বেশি পানি দিবেন, কম রাখতে চাইলে কম। ১০মিনিট পর মাছগুলো উল্টিয়ে আবার ঢেকে দিন। খেয়াল রাখবেন চুলার আঁচ যেন মাঝারি থাকে। নামানোর আগে ধনিয়ে পাতা ওপরে ছড়িয়ে দিন।

কাজু চিকেন সালাদ

পরিচয় ডেস্ক: শীতের এই সন্ধ্যাগুলো থাকেই যেন মজার কোনো খাবারের আয়োজনের অপেক্ষায়। তো বাড়ির ছোট বড় সবাইকে খুশি করতে দারুণ মজাদার-পুষ্টিকর চিকেন কাজু বাদামের সালাদ।

উপকরণ : কাজু বাদাম-২৫০ গ্রাম, শশা ২টি, টমেটো-২টি, ক্যাপসিকাম-২টি, পেঁয়াজ- ২টি কুচি করে কাটা, কাঁচা মরিচ ধনেপাতা কুচি করে কাঁটা-পছন্দমতো, চিকেন -২ কাপ, রসুন কুচি আধা কাপ, টমেটো সস-২ কাপ, সয়াসস- আধা কাপ, চিনি ও লবণ - পছন্দমতো।

প্রণালী : চিকেন ও সবজি জুলিয়ান(লম্বা চিকন করে) কাটুন। চিকেনগুলো ময়দা ও ডিম মেখে মুচমুচে করে ভেজে তুলে নিন।

এবার ফ্রাইপ্যানে রসুন কুচি লাল করে ভেজে তাতে টমেটো সস, সয়াসস আর চিনি দিয়ে জাল দিয়ে ঘন করে নিতে হবে। সসটা হয়ে এলে তাতে কাজু বাদাম, চিকেন আর শশা, টমেটো, ক্যাপসিকাম, পেঁয়াজ মরিচ ধনেপাতা সব একসঙ্গে মিলিয়ে সালাদ তৈরি করুন।

ঘরোয়া স্পেশাল কাচ্চি বিরিয়ানি

সুস্বাদু খাবারের ঘরোয়া আয়োজন

Ghoroa
HALAL
Sweets & Restaurant
the taste of home
www.ghoroa.com, email: ghoroa@yahoo.com
Jamaica Location:
168-41 Hillside Avenue,
Jamaica, NY 11432,
Tel: 718-262-9100
718-657-1000
Brooklyn Location:
478 McDonald Ave,
Brooklyn, NY 11218
Tel: 718-438-6001
718-438-6002

‘অপরাধী’ ড. ইউনূস ও কিছু তথ্য

১৪ পৃষ্ঠার পর

অলিম্পিক কমিটি তাকেও অলিম্পিক লরেল্ব সম্মাননা দিয়েছে। সম্প্রতি সৌদি আরবে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড ফুটবল সামিটে তাকে আজীবন সম্মাননা পুরস্কার দেওয়া হয়। এছাড়াও, তিনি জাতিসংঘ এবং বেসরকারি বৈশ্বিক ফাউন্ডেশনসহ প্রায় সব বহুপাক্ষিক সংস্থার উপদেষ্টা পর্যায়ে কাজ করেছেন। এর বাইরেও তিনি বেশকিছু ইউরোপীয় দেশের রাজকীয় সম্মাননা পেয়েছেন।

বিশ্বমঞ্চে তিনি যত ধরনের স্বীকৃতি পেয়েছেনড়সরকারি, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনের সব প্রাপ্তি একত্রিত করলে এমন ধারণা করা ভুল হবে না যে ড. ইউনূস বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে সম্মানিতদের একজন এবং আমরা গর্বিত যে তিনি বাংলাদেশি।

আর এই মানুষটিকেই আমরা কারাগারে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কেন? তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি তিনটি শ্রম আইন লঙ্ঘন করেছেনড়ভুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া কর্মীকে স্থায়ী করেননি, কোম্পানির লভ্যাংশ দিয়ে কর্মচারী কল্যাণ তহবিল গঠন করেননি ও কর্মীদের নিয়মিত সুবিধা থেকে বঞ্চিত করেছেন। প্রথমত, তিনি গ্রামীণ টেলিকমের অ-নির্বাহী চেয়ারম্যান এবং তিনি কোনো বেতন বা পারিশ্রমিক ছাড়াই এখানে স্বেচ্ছায় কাজ করেন। দ্বিতীয়ত, গ্রামীণ টেলিকম নিয়োগ নীতিমালা অনুযায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেয়। কারণ, গ্রামীণ টেলিকম যেসব ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করে, সেগুলো চুক্তিভিত্তিক। তৃতীয়ত, কল্যাণ তহবিলের ক্ষেত্রে গ্রামীণ টেলিকম একটিও নট ফর প্রফিট কোম্পানি হওয়ায় এর কোনো শেয়ারহোল্ডারও নেই, সেজন্য এর মুনাফাও কর্মীদের মধ্যে বণ্টনযোগ্য নয়, সম্পূর্ণ লভ্যাংশ কোম্পানিতে পুনর্বিনিয়োগ করা হয়। কর্মচারীদের নিয়মিত সুবিধা দেওয়া হয় না, এটা তথ্যভিত্তিক নয়।

তর্কের খাতিরে সরকারের অভিযোগগুলোকে সঠিক বলে ধরে নেওয়া যাক। তাহলে প্রশ্ন জাগে, শ্রম আইনের তথাকথিত যেসব লঙ্ঘন হয়েছে সেসব ক্ষেত্রে নিষ্পত্তির যে সুনির্দিষ্ট বিধান আছে, সেগুলো কেন অনুসরণ করা হয়নি? কোম্পানির করপোরেট বডির বিরুদ্ধে মামলা না করে, কেন চারজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে করা হলো? শ্রম আইনে স্পষ্টভাবে বাধ্যবাধকতা আছে যে মহাপরিদর্শক অথবা তার কাছ থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা ছাড়া কোনো ফৌজদারি মামলা গ্রহণ করা যাবে না, অর্থাৎ যিনি মামলা দায়ের করেছেন, আইনগতভাবে তিনি তা করতে পারেন না, যা এক্ষেত্রে মানা হয়নি এবং এটিও শ্রম আইন লঙ্ঘনের সমান।

এ ছাড়া, গ্রামীণ টেলিকমের মতো অলাভজনক প্রতিষ্ঠান পরিচালনার বিষয়াদি নিয়ে শ্রম আইনে যথেষ্ট অস্পষ্টতা আছে। আমাদের শ্রম আইন অনুযায়ী সব কোম্পানিকেই লাভজনক হিসেবে দেখা হয় এবং এ কারণেও অলাভজনক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কোনো বিশেষ বিধান নেই। এগুলো শ্রম আইনের সীমাবদ্ধতা, যার জন্য আইন মেনে চলা নাগরিককে শাস্তি দেওয়া যায় না।

যাহোক, এ সবকিছু একটি জায়গায় এসে মিলে যায় যখন দেখা যায় যে, গত দেড় দশক ধরে আমরা একজন মানুষকে অপমান করে যাচ্ছি এবং এবার বেছে বেছে তাকেই শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি, যিনি তার সারাজীবন দরিদ্র ও বঞ্চিতদের জন্য কাজ করেছেন।

আমরা সারাক্ষণ চিৎকার করি যে, বিশ্বের কাছ থেকে আমাদের যতটুকু মূল্য পাওয়া উচিত, আমরা তা পাচ্ছি না। এবার তাহলে অধ্যাপক ইউনূসের সঙ্গে আমরা যা করলাম, তাতে কি আমাদের মূল্য বাড়বে? আমরা চাই আমাদের তরুণরা আমাদের দেশের জন্য গর্ববোধ করুক। কিন্তু বিশ্ববাসী যাকে সম্মান করে, আমরা তাকে জেলে পাঠাই। এটা কি আমাদের তরুণদের অনুপ্রাণিত করবে? আমরা চাই বিশ্ব আমাদের সম্মান করুক। কিন্তু বিশ্ব যাকে সম্মান দেখায়, তাকে আমরা অসম্মান করি।

এই লেখায় আমাদের উদ্দেশ্য কোনো পক্ষ সমর্থন বা কোনো মিনতি করা নয়, শুধু কিছু তথ্য উপস্থাপন করা। আমরা আশা করি, কীভাবে বিশ্বের সম্মানিত একজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে আইনের ব্যবহার করা হয়েছে, তা আমাদের উচ্চ আদালত দেখবেন এবং বিশ্বের চোখে আমাদের আইনি ব্যবস্থার মর্যাদা পুনরুদ্ধার করবেন। মাহফুজ আনাম সম্পাদক ও প্রকাশক, দ্য ডেইলি স্টার নিচের লেখায় ইংরেজী শব্দ আছে

এক টাকায় অভিনয়ের ‘বিনিময়ে’ ১০ কাঠার প্লট বিতর্ক

১৮ পৃষ্ঠার পর

প্রক্রিয়া কি মানা হয়? দলীয় বিবেচনা এবং প্রশাসনিক ক্ষমতাই কি এখানে মূল ভূমিকা পালন করে না? সাংবাদিকদেরও যে এই প্লট দেওয়া হয় বলে শোনা যায়, সেখানে কি স্বচ্ছতা বজায় রাখা হয়? দলীয় বিবেচনার বাইরে কোনো পেশাজীবী সংগঠনের নেতাকর্মী কি আজ পর্যন্ত রাজউকের প্লট পেয়েছেন? সরকারি কর্মকর্তারা কোন যোগ্যতায় এবং কীসের বিনিময়ে এখানে প্লট পান? সেখানে কি স্বচ্ছতা বজায় থাকে?

রাজউক চেয়ারম্যান আনিছুর রহমান মিঞা সাংবাদিকদের বলেছেন,ও সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংরক্ষিত কোটায় যথাযথ মাধ্যমে আবেদন এলে রাজউকের বোর্ডসভায় তা আলোচনা হয়। সেখানে বোর্ডের সিদ্ধান্ত ইতিবাচক হলে তা অনুমোদন হয়। তিনি বলেন, প্লট বরাদ্দের জন্য অনেক আবেদনই আসে। সরকারের পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত এলে পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্প থেকে প্লট দেওয়া হয়। কারণ, পূর্বাচল ছাড়া এখন প্লট দেওয়ার মতো আর কোনো জায়গা নেইএ

তবে আরিফিন শুভর এই প্লট পাওয়াটা যে স্বাভাবিক পদ্ধতিতে হয়নি, বরং এখানে সরকারের বিশেষ আনুকূল্য রয়েছেড়তাতে সন্দেহ নেই।

প্রসঙ্গত, রাজউকের বরাদ্দ নীতিমালা অনুযায়ী, সংরক্ষিত কোটায় প্লট দেওয়া হয় ১৩-এ ধারা মতে। এ ধারায় বলা আছে, সংসদ সদস্য, বিচারপতি, মুক্তিযোদ্ধা, রাজনীতিবিদ ও সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা; যারা রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজে অবদান রেখেছেন, তাদের প্লট দেওয়া যায়।

অতএব এই কোটায় যাদেরকে প্লট দেওয়া হয়েছে, তারা রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজে কী অবদান রেখেছেন? রাজউক কি এ বিষয়ে ব্যাখ্যা দিয়েছে যে কাকে ঠিক কোন অবদানের জন্য সংরক্ষিত কোটায় প্লট দেওয়া হয়েছে? নাকি যাদেরকে প্লট দেওয়া নিয়ে সমালোচনা বা আলোচনা হচ্ছে তাদেরকে সরকারি নির্দেশে বিশেষ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে? রাষ্ট্র কি চাইলেই যে কাউকে বিশেষ বরাদ্দ দিতে পারে এবং দিলেও সেটি কি আনচ্যালেঞ্জড? কোনো নাগরিক কি রাষ্ট্রের এই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করতে বা প্রশ্ন করতে পারেন?

প্রশ্নগুলোর উত্তর খুব আশাপ্রদ হবে না। অতএব শুধু একজন অভিনেতা কিংবা একজন সাংবাদিকের প্লট পাওয়া নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তির্যক মন্তব্য করাই যায়, তাতে রাজউকের প্লট নিয়ে যেসব প্রশ্ন জনমনে আছে, তার সদুত্তর পাওয়া যাবে না। বরং সরকারের প্রতিটি খাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা ও সুশাসনের যে ভয়াবহ ঘাটতি এবং যে ঘাটতি দিন দিন বাড়ছে, সেখানেই নজর দেওয়া দরকার। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিয়েই বরং কথা বলা দরকার।

যাদের প্লট, ফ্ল্যাট বা জমি আছে; অর্থাৎ যারা সচ্ছল, তাদেরকে বিশেষ বিবেচনায় কিংবা সংরক্ষিত কোটায় রাজধানী বা এর আশেপাশে সরকারি প্লট দেওয়াটা যুক্তিসঙ্গত কি না, সেটিও ভেবে দেখা দরকার। কেননা সম্পদশালী ব্যক্তির সম্পদ বাড়ানোর চেয়ে যার সম্পদ নেই তার দিকে রাষ্ট্রের নজর দেওয়া দরকার। আমীন আল রশীদ: কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এডিটর, নেক্সাস টেলিভিশন। ঢাকার দৈনিক ডেইলি ষ্টার এর সৌজন্যে

সুইডেনে তাপমাত্রা নামল মাইনাস ৪৩ ডিগ্রিতে, ২৫ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন

১২ পৃষ্ঠার পর

উত্তরাঞ্চলের লাপল্যান্ড অঞ্চলে গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মাইনাস ৩৮ দশমিক ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে।

সপ্তাহের শেষে তীব্র শীত পড়তে পারে নরওয়েতে। দেশটির জাতীয় আবহাওয়া দপ্তর পূর্বাভাসে বলেছে, সপ্তাহ শেষের ছুটিতে রাজধানী অসলোর তাপমাত্রা মাইনাস ২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমে যেতে পারে।

ইতিমধ্যে ঘন তুষারে ছেয়ে গেছে নরওয়ের অনেক জায়গা। দেশটির দক্ষিণাঞ্চলে তুষারপাতের কারণে বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। বাতিল হয়েছে উড়োজাহাজ চলাচল।

কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল’ গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্ক- এর বিভিন্ন ল’ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এ্যাট ল’

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ সরাসরি গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার L Visa’র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু’বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

- আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্রাক্টিস, ডিভোর্স, পারিবারিক, লিগালাইজেশনসহ সকল ধরণের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম - শনিবার)।
- আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যাবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.

Queens Main Office:
143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435, Tel: (212) 714-3599, Fax: (718) 408-3283, ashoklaw.com

Bronx Office: Karmaker & Lewter, PLLC
1506 Castlehill Avenue, Bronx, NY 10462, Tel: (718) 662-0100, ashok@ashoklaw.com

Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates, Ltd.
Dream Apartments, Apt. C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

আপনজনদের সেবা করে আয়ের সুবর্ণ সুযোগ নিন
BARI HOME CARE
বারী হোম কেয়ার
Your Health Our Care
আপনি ঘরে বসে বছরে
সর্বোচ্চ ৬৬,০০০
ডলার আয় করতে পারেন
কাজ করার জন্য কোন ট্রেনিং বা সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই
আজই ফোন করুন
718-898-7100
631-428-1901
হোম কেয়ার সুবিধা পেতে আমরা কোনও ফি চার্জ করি না।
কেয়ারগিভাররা অবকাশ ও অসুস্থতার জন্য পেইড লিভ পেয়ে থাকেন।
আমরা মেডিকেইড/মেডিকেয়ার/স্ন্যাপ/ফুড স্ট্যাম্প নতুন করে আবেদন এবং নবায়নের জন্য সাহায্য করে থাকি।
আমরা HHA ট্রেনিং প্রদান করি
আমরা HHA, PCA & CDPAP সার্ভিসেস প্রদান করি
Asif Bari (Tutul) C.E.O
Cell: 631-428-1901
Fax: 646-630-9581
JACKSON HEIGHTS OFFICE:
37-18 73rd Street Suite 401
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-898-7100
LONG ISLAND OFFICE:
469 Donald Blvd.
Holbrook, NY 11741
Tel: 631-428-1901
JAMAICA OFFICE:
JAMAICA OFFICE:
Jamaica, NY11432
Tel: 718-291-4163
BROOKLYN OFFICE:
Tel: 470-447-8625
BRONX OFFICE:
2113 Starling Ave Suite 201 Bronx, NY 10462
Tel: 718-319-1000
BUFFALO ADDRESS:
59 Walden Ave, Buffalo, NY 14211
Tel: 716-891-9000
cell: 716-400-8711, 718-292-8526
Email: info@barihomecare.com
www.barihomecare.com
বারী সুপার মার্কেট
WE ACCEPT EBT
আমরা ইবিটি ও ফুড ষ্ট্যাম্প গ্রহণ করি
100%
BEST PRICE
Guaranteed
HALAL FOOD
حلال
Munmun Hasina Bari
Chairman
Bari Supermarket
বারী পার্টি হল
পার্টি হলে বুকিং নেওয়া হচ্ছে
Party hall is available for any occasion
বারী রেস্টুরেন্ট
We Care For Your TASTE
IFTER AVAILABLE
We do catering for any occasion
BARI SUPERMARKET
BARI PARTY HALL
BARI RESTAURANT
BARI HOME CARE
BARI &BARI
BARI CHARITY FOUNDATION
1412 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462 Tel: 718-409-3940, 646-427-4867

KARNAFULLY
কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিস
TAX SERVICES INC.

কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
KARNAFULLY TAX SERVICES INC

We are Licensed by the IRS **CPA & Enrolled Agent** এর মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

ইনকাম ট্যাক্স
- Individual Tax Return (All States)
- Self Employed (taxi driver and vendor), /and Sole Proprietorship.
- Small Business
- Corporate Tax Return
- Partnership Tax Return
- Current Year / Prior Years' & Amended Tax Returns
- Individual Tax ID Numbers (ITIN)

একাউন্টিং
- Payroll, W-2's, Pay Checks,
- Pay subs, Sales Tax, Quaterly & Year-end filings

NEW BUSINESS SETUP
- Corporation
- Small business (S-corp)
- Partnership
- LLC/SMLLC

ইমিগ্রেশন
- Petition for Alien relatives
- Apply for citizenship or Passport
- Affidavit of Support
- Condition Removal on Green Card
- Reentry Permit
- Adjustment of Status

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
Direct Deposit
ADMITTED TO PRACTICE BEFORE THE IRS
ENROLLED AGENT
Member: NSA NATP
Member of AICPA
naea
NOTARY PUBLIC

Representation taxpayers IRS & State tax audit.
আমাদের ফার্মে রয়েছে অভিজ্ঞ
CPA & Enrolled Agent
Special Price for W2 File

Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
IRS Certifying Acceptance Agent
Admitted to Practice before the IRS

Office Hours:
Monday - Saturday
10 am - 9 pm
Sunday 7 pm

Phone: 718-205-6040
718-205-6010
Fax : 718-424-0313

Tax Preparation fee pay by Cradit card

karnafullytax@yahoo.com, www.karnafullytax.com

37-20 74th Street, 2nd Floor, Jackson Heights

SE CI

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন?
সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

ছুটির দিনে যুক্তরাষ্ট্রে সোনালী এক্সচেঞ্জ হাউজ খোলা

- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ এক্সচেঞ্জ রেট
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ রেটও সমান
- আমাদের বিকাশ সার্ভিসের রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি আড়াই শতাংশ সরকারী প্রণোদনা পাবার নিশ্চয়তা

blaze ব্লেজ নামীয় সার্ভিসের মাধ্যমে ২৪/৭/৩৬৫ ভিত্তিতে মাত্র ৫ সেকেন্ডের মধ্যে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE NY DFS, NJ DB&I, MI DIFS, GA DB&F AND MD OCFR

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

2024
Happy new year.
May you find Happiness in every Sunrise, Sunset, and Rainbow in 2024. May this year be the Best year of your Life!
Farhad Reja & Mina Farah
Bangladesh Plaza
Jackson Heights, New York

নন্দিত ইউনূসের নিন্দিত রায়

১৪ পৃষ্ঠার পর

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদফতরের মহাপরিদর্শক বরাবর পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু আবেদন বিষয়ে গ্রামীণ টেলিকমকে কিছুই জানানো হয়নি। এরপর ২০২১ সালের ২৫ আগস্ট পুনরায় গ্রামীণ টেলিকম নিয়োগের নীতিমালাসহ সংশ্লিষ্ট নীতিমালা অনুমোদনের জন্য মহাপরিদর্শক বরাবর পাঠানো হয়। কিন্তু এ বিষয়ে যথাযথ আদেশ দেয়া হয়নি। রায়ে আদালত বলেন, গ্রামীণ টেলিকম নিয়োগের নীতিমালা অনুমোদনে যথাযথ আদেশ না দেয়ার বিষয়ে আসামিপক্ষ আদালতে আসতে পারতেন। আসামিদের আত্মপক্ষ সমর্থনের বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হয়, গ্রামীণ টেলিকম নিয়োগের নীতিমালা অনুমোদন না হলেও নিজস্ব নীতিমালা অনুযায়ী চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক নিয়োগসহ অন্যান্য কার্য সম্পন্ন করেছেন; যা শ্রম আইনের লঙ্ঘন।

রায়ে আদালত বলেছেন, মামলায় ড. ইউনূসসহ চারজনের বিরুদ্ধে শ্রম আইনের তিনটি ধারা এবং শ্রম বিধিমালার একটি ধারার অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে। আদালত শ্রম আইনের ৩০৩ (ঙ) ও ৩০৭ ধারা অনুযায়ী, আসামিদের ছয় মাস করে বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং ৩০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ১৫ দিনের কারাদণ্ড দেন। একই সাথে ৩০ দিনের মধ্যে শ্রম আইন অনুযায়ী, শ্রমিকদের চাকরি স্থায়ীকরণসহ লভ্যাংশের ৫ শতাংশের সমপরিমাণ অর্থ জমা দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। সাজার রায়ে বিস্ময় প্রকাশ করে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা-বিষয়ক জাতিসঙ্ঘের র‍্যাপোর্টিয়ার ও অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের সাবেক মহাসচিব আইরিন খান। তিনি সাংবাদিকদের বলেন, 'এ দেশে বহু শ্রম আইন লঙ্ঘনকারী রয়েছে। শ্রমিকরা ন্যায্য পাওনা আদায়ের জন্য লড়াই করছেন। শ্রমিকনেতাকে গুলি করে মারা হচ্ছে। অথচ আইনকে অস্ত্র বানিয়ে ড. ইউনূসের মতো একজন নোবেলজয়ীকে সাজা দেয়া হলো। এটি পলিটিসাইজেশন অব জাস্টিস সিস্টেম।' প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসের বিরুদ্ধে এই মামলা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। নির্বাচনের আগের মুহূর্তে মামলার রায়টি ঘোষণা করার পেছনে আওয়ামী লীগ সরকারের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে। কয়েক মাস আগে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের বক্তব্যে কারণটি জানা যায়। কাদের বলেছেন, 'আন্দোলন করে শেখ হাসিনাকে হটাতে পারেনি। তাই ড. ইউনূসকে নিয়ে নতুন খেলা শুরু করেছে বিএনপি। বাংলাদেশের মাটিতে তাদের এই অশুভ খেলা খেলতে দেয়া হবে না। ওয়ান-ইলেভেনের মতো ইউনূসের নেতৃত্বে একটি নতুন সরকার, এমন কথা-বার্তা বাজারে এসেছে। সেই দুঃস্বপ্ন দেখছেন কি না জানি না। ইউনূস সাহেবের খায়েশ ছিল, সে খায়েশ এখনো পূর্ণ হয়নি।' আওয়ামী লীগের এই ইউনূসভীতি আদিকালের। তিনি যখন নোবেল পুরস্কার লাভ করেন জাতি আনন্দিত হলেও আওয়ামী লীগ আনন্দিত হয়নি। গুজব ছিল এরকম যে তাদের প্রাপ্যটি স্বজনপ্রীতি করে পশ্চিমারা প্রফেসর ইউনূসকে দিয়েছে। সেই সময় থেকে সরকারের শীর্ষ ব্যক্তিরা ইউনূসবিরোধী বিষোদগার করে আসছেন। পদ্মা সেতুতে বিশ্বব্যাংক অর্থায়ন না করার জন্য কোনোরকম প্রমাণ ছাড়াই তারা প্রফেসর ইউনূসকে দায়ী করেছেন। সরকার প্রধান নিজে তার সম্পর্কে বলেছেন, সুদখোর, রক্তচোষা ইত্যাদি। মামলার শুরুতে বিশ্বনেতারা ও নোবেলবিজয়ী ব্যক্তিরা যখন প্রফেসর ইউনূস সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রীকে খোলা চিঠি দিয়েছিলেন তখন প্রধানমন্ত্রী তাকে বিবৃতি ভিক্ষাকারী বলে তিরস্কার করেছিলেন। স্মরণ করা যেতে পারে, তাদের মধ্যে শতাধিক নোবেলবিজয়ী ছিলেন। গত ২৮ আগস্ট যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো-ভিত্তিক গণসংযোগ প্রতিষ্ঠান সিজিয়ন পিআর নিউজ ওয়েয়ার তাদের ওয়েবসাইটে এই বিবৃতি প্রকাশ করে। বিশ্ববরেণ্য ব্যক্তিত্বদের অনুরোধ উপেক্ষা করে প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসের মতো উঁচু ব্যক্তিত্বকে অবশেষে দণ্ডিত করা হলো। এটি দেশে ইতোমধ্যে ব্যক্তিবিদ্বেষপ্রসূত, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বী বিনাশের ষড়যন্ত্র বলে অভিহিত হয়েছে। বাংলাদেশ জাতি ও রাষ্ট্রের জন্য যিনি বয়ে এনেছেন অসম্ভব সম্মান তার প্রতি এই রায় বাঙালি জাতিকে অপমান করার শামিল মনে করেন স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলক প্রবীণ রাজনীতিক আ স ম রব। অপর দিকে, সরকারের মন্ত্রী ও কর্তাব্যক্তিরা তাদের পদক্ষেপকে জায়েজ করার সাফাই গাইছেন। অবশ্য রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকমহল মনে করে, যে সরকার ক্ষমতায় থাকার জন্য সব অন্যায়কে ন্যায় মনে করে, তাদের কাছে অসামান্য প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস সামান্যই বটে। ক্ষমতা কোনো কোনো মানুষকে অন্ধ করে তোলে। তার কাছে ন্যায়-নীতি ও কৃষ্টি-কালচার কোনোই গুরুত্ব বহন করে না। ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ লর্ড এক্টনের সেই বিখ্যাত উক্তি দিয়ে শেষ করি, 'power tends to corrupt; absolute power corrupts absolutely.' ড. আবদুল লতিফ মাসুম অধ্যাপক, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়। দৈনিক নয়াদিগন্ত-র সৌজন্যে

তরুণরা তাহলে যাবে কোথায়

১৮ পৃষ্ঠার পর

অবশ্য নতুন কোনো তথ্য নয়, সবারই জানা। তবে বাস্তবিক ও মূল সত্য হলো এই, দুর্নীতির উৎস এদেশের সাম্রাজ্যবাদনির্ভর পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যেই নিহিত। নির্বাচন নিজেই ফটকা পুঁজির ব্যবসা। বড় দুই দল-জোটের রাঘববোয়ালরা কোটি কোটি টাকা বিনিয়োগ করেন, ক্ষমতায় গেলে যা হাজার গুণ হয়ে ফিরে আসে। এ কারণেই ক্ষমতাকে কেন্দ্র করে এত সংঘাত, হানাহানি। জনগণের ভোটাধিকার পরিণত হয়েছে তামাশায়। দুর্নীতির উচ্ছেদ তাই সংস্কারের ভেতর দিয়ে সম্ভব নয়, প্রয়োজন বিদ্যমান ব্যবস্থার অবসান। আগামী নির্বাচন ক্ষমতাসীন সরকারের নেতৃত্বে হচ্ছে, প্রধান বিরোধী দলকে কারাগারে নিক্ষেপ করে। ফলে জনগণ আতঙ্কগ্রস্ত। সাম্রাজ্যবাদী মুরব্বিরা তাদের অনুগত বড় দুই দলের মধ্যে সমঝোতার চেষ্টা করছে। কারণ সমঝোতা হলে এদেশের গ্যাস, কয়লাসহ প্রাকৃতিক ও সমুদ্রসম্পদ কবজা করা সহজসাধ্য হবে। এ ছাড়া বাংলাদেশের রয়েছে ভূরাজনৈতিক গুরুত্ব। রয়েছে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সস্তা শ্রমশক্তি। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। দৈনিক সমকাল এর সৌজন্যে

ইমরানের মনোনয়নপত্র বাতিল, 'রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদ' বলল ইমরানের প্রতিষ্ঠিত দল পিটিআই

১২ পৃষ্ঠার পর

পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই)। দলটি বলছে, এ সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। আসন্ন জাতীয় পরিষদ নির্বাচনের প্রার্থী হিসেবে পাঞ্জাবে দুটি আসনে মনোনয়নপত্র তুলেছিলেন ইমরান খান। তবে শনিবার পাকিস্তান নির্বাচন কমিশনের (ইসিপি) পাঞ্জাব অঞ্চলের কর্মকর্তারা এই দুই আসনে ইমরান খানের মনোনয়নপত্র বাতিল করেন।

টিআইয়ের তথ্যবিষয়ক সম্পাদক রউফ হাসান নির্বাচন কমিশনের এ সিদ্ধান্তকে 'রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদ'এর সঙ্গে তুলনা করেছেন। নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় সরকারের হস্তক্ষেপের তীব্র সমালোচনা করেন তিনি। একই সঙ্গে এ নিয়ে দেশের সর্বোচ্চ আদালতের হস্তক্ষেপও কামনা করেন তিনি।খবর ডনের

Sheikh Salim
Attorney At Law

Accidents- Personal Injury
Auto/Train/Bus/taxi, Slip & Fall, Building & Construction, Wrongful Death, Medical Malpractice, Defective Products, Insurance Law, No Fee Unless we win.

IMMIGRATION- Asylum-Deportation-Exclusion, H.P.J. R Visas, Labor Certification, Appeals and All Other Immigration Matters / Canadian Immigration

Real Estate & Business Law-
Residential & Business Closings, Incorporation, Partnership, Leases, Liquor & Beer Licenses,

Divorce ◻ Bankruptcy ◻ Civil ◻ Criminal Matters.

225 Broadway, Suite 630, New York, NY 10007
Tel: (212) 564-1619 Fax: 212 564 9639
Call For Appointment

Law Office of Mahfuzur Rahman

Admitted in US Federal Court
(Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)
ফ্যামিলি ল' আনকনটেস্টেড এবং কনটেস্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টডি, এলিমনি।

Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্‌ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)

- ব্যাংক্রাপ্সী
- ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
- রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
- উইল্‌স
- ইনকোর্পোরেশন
- ক্রেডিট কনসলিডেশন
- পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
- মর্গেজ
- ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল লিটিগেশন
- ট্যাক্স ম্যাটার

Appointment : 347-856-1736
JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক

ট্যাক্স
- পারসনাল ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স
- সেল্‌স ট্যাক্স
- বিজনেস সেটআপ

নোটারী পাবলিক

ইমিগ্রেশন
- ফ্যামিলি পিটিশন
- সিটিজেনশীপ আবেদন
- গ্রীণকার্ড নবায়ন
- সব ধরনের এফিডেভিট

IRS PROVIDER
Notary Public

J. M. ALAM MULTI SERVICES INC.

TAX
- Personal Tax
- Business Tax
- Sales Tax
- Business Setup

IMMIGRATION PAPER WORK
- Citizenship Application
- Family Petition
- Green Card Renew
- All Kinds of Affidavits

NOTARY PUBLIC

Jahangir M Alam
President & CEO

72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
Email: jmalamms@gmail.com

KT KHAN'S TUTORIAL

WE'RE BACK!

BRONX! BRONX! BRONX!

1400 Doris Street, Floor 1 Bronx, NY 10462
Croner of Westchester Avenue & Doris Street

Opening Saturday, January 6th, 2024

Schedule a FREE TRIAL today!

Call 718-938-9451 or visit KhansTutorial.com!

২০২৩ সালে বাংলাদেশের কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন তিনগুণ বেড়েছে

১০ পৃষ্ঠার পর

হিসেবে কয়লা প্রাধান্য পেয়েছে। কারণ বৈদেশিক মুদ্রার মজুত কমায় ও দুর্বল মুদ্রার কারণে ব্যয়বহুল প্রাকৃতিক গ্যাস, ফার্নেস অয়েল এবং ডিজেল আমদানিতে হিমশিম খাচ্ছিল সরকার।

পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশের (পিজিসিবি) দৈনিক অপারেশনাল রিপোর্ট বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, ২০২২ সালে কয়লা থেকে উৎপাদিত ৭ দশমিক ৯ বিলিয়ন কিলোওয়াট-ঘণ্টা বিদ্যুতের তুলনায় ২০২৩ সালে রেকর্ড ২১ বিলিয়ন কিলোওয়াট-ঘণ্টায় উন্নীত হয়েছে।

জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের একজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা বলেছেন রয়টার্সকে বলেছেন, নতুন ইউনিট চালু হওয়ায় এ বছর কয়লার অংশ আরও বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে। তবে গ্যাসের ওপর নির্ভরতা থাকবে এবং তরল জ্বালানির ব্যবহার কমতে পারে।

পিজিসিবির তথ্য অনুযায়ী, বিদ্যুৎ উৎপাদনে জ্বালানি হিসেবে ২০২২ সালে কয়লার অংশ ছিল ৮ দশমিক ৯ শতাংশ, যা ২০২৩ সালে বেড়ে হয়েছে ১৪ দশমিক ২ শতাংশ। অন্যদিকে প্রাকৃতিক গ্যাসের অংশ ২০২৩ সালে ৫৫ দশমিক ২ শতাংশে উন্নীত হয়েছে, যা গত চার বছরের মধ্যে প্রথম বেড়েছে এবং ২০২২ সালে ছিল ৫১ শতাংশ।

তবে ২০২৩ সালে প্রাকৃতিক গ্যাসের অংশ গত দশ বছরের গড়ের (প্রায় ৬৬ শতাংশ) তুলনায় বেশ কম ছিল। কারণ আন্তর্জাতিক বাজারে গ্যাসের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় বাংলাদেশ গ্যাস ব্যবহারে সংকোচন নীতি মেনেছে। এ ছাড়া দেশের প্রধান গ্যাসের উৎস স্থানীয় গ্যাসের মজুত ও এলএনজি আমদানি কমেছিল।

তথ্যে দেখা গেছে, কয়লা ও প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহারে জ্বালানি তেল ও ডিজেলের মতো তরল জ্বালানির ব্যয় কমেছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনে ২০২২ সালে এগুলোর অংশ ছিল ২৯ দশমিক ৬ শতাংশ, যা ২০২৩ সালে ২০ দশমিক ১ শতাংশে নেমে এসেছে। বাংলাদেশ ১৭ কোটির বেশি মানুষের বাসস্থান এবং বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম পোশাক রপ্তানিকারক দেশ।

পিজিসিবির তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ সালে সামগ্রিক ঘাটতি প্রায় ৪০ শতাংশ বেড়ে ২ দশমিক ৭ বিলিয়ন কিলোওয়াট-ঘণ্টা বা চাহিদার ২ দশমিক ৮ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। তবে, কয়লা-ভিত্তিক উৎপাদন বাড়ানোয় বছরের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ঘাটতি কমতে শুরু করে।

এশিয়ার অন্যান্য প্রধান অর্থনীতির দেশ ভারত ও ভিয়েতনামের পাশাপাশি বাংলাদেশও বিদ্যুতের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় তুলনামূলক সাশ্রয়ী কয়লার ব্যবহার বাড়িয়েছে, যা ২০২৩ সালে ৫ শতাংশের বেশি বেড়েছে।

কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন বাংলাদেশকে চার বছরের মধ্যে প্রথমবারের মতো গড় উৎপাদন ব্যয় কমানোর পথে নিয়ে গেছে।

রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত বছরের নভেম্বর পর্যন্ত ১১ মাসে বিদ্যুৎ উৎপাদন খরচ গড়ে কিলোওয়াট-ঘণ্টা প্রতি ৫ টাকা ২৩ পয়সা (৪ দশমিক ৭৮ মার্কিন সেন্ট) হয়েছে, যা ২০২২ সালের তুলনায় প্রায় ৯ শতাংশ কম।

বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর সবচেয়ে বেশি নির্ভরশীল শীর্ষ ১০ অর্থনীতির দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ এ বছর সৌরশক্তি দ্বিগুণ এবং পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র চালুর মাধ্যমে সবুজ জ্বালানি বৃদ্ধির আশা করছে।

শিল্প কর্মকর্তারা বলছেন, তবে জীবাশ্ম জ্বালানি আগামী কয়েক বছর বিদ্যুৎ উৎপাদনের ওপর আধিপত্য বজায় রাখবে এবং এই দশকে সামগ্রিক উৎপাদনে নবায়নযোগ্য জ্বালানির অংশ ৫ শতাংশের বেশি হবে না।

আট বছরের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় বাংলাদেশের গাড়ির বাজার

মোটরসাইকেল নিবন্ধন দিতে পেরেছে সংস্থাটি।

দেশের বাজারে মোটরসাইকেল বিক্রি কমে যাওয়ার পেছনে ভোক্তাদের ক্রয়ক্ষমতা কমে যাওয়াকে দায়ী করছেন টিভিএস অটো বাংলাদেশের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) বিপ্লব কুমার রায়। বণিক বার্তাকে তিনি বলেন, 'মোটরসাইকেল বা যেকোনো ধরনের মোটরযানই হাই ভ্যালু ইউনিট। ২০২৩ সালে দেশে উচ্চ মূল্যস্ফীতি বিরাজ করেছে। ভোগ্যপণ্যের ক্ষেত্রেও বছরজুড়ে ছিল উচ্চ মূল্যস্ফীতি। ফলে ভোক্তাশ্রেণীর মধ্যে একধরনের অনিশ্চয়তা তৈরি হয় এবং ক্রয়ক্ষমতা কমে যায়, যা নতুন বছরের শুরুতেও অব্যাহত রয়েছে। ক্রয়ক্ষমতা কমে যাওয়ার কারণেই দেশে মোটরসাইকেল বিক্রি ও নিবন্ধন কমেছে।'

মূল্যস্ফীতির কারণে একদিকে যেমন ভোক্তাদের ক্রয়ক্ষমতা কমেছে, তেমনি ডলারের মূল্যবৃদ্ধির কারণে দাম বেড়ে যাওয়ারও বিরূপ প্রভাব বাজারে পড়েছে বলে জানিয়েছেন বিপ্লব কুমার রায়। দ্রুত এ সংকট কেটে যাওয়ার সম্ভাবনাও দেখছেন না তিনি। এ সম্পর্কে টিভিএস বাংলাদেশের সিইও বলেন, 'বর্তমানে যে সিচুয়েশন চলছে, তাতে কোম্পানিগুলো কোনোমতে বেঁচে আছে। বৈশ্বিক যে অস্থিরতা চলছে, তাতে দ্রুতই সংকট কেটে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। এটা সময় নেবে। এখন সরকার যেটি করতে পারে, ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স ১৫ শতাংশ, এটা যদি মওকুফ করে, তাহলে গ্রাহকদের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে চলে আসবে। সংকট থেকে উত্তরণের জন্য আসলে রিটেইল ফাইন্যান্সের কোনো বিকল্প নেই।'

মোটরসাইকেলের মতো বিক্রি ও নিবন্ধনে বড় ধরনের পতন হয়েছে প্রাইভেট কারেও। ২০২২ সালে সারা দেশে যেখানে ১৬ হাজার ৬৯৫টি প্রাইভেট কার নিবন্ধন নিয়েছিল, সেখানে গত বছর নিবন্ধন নিয়েছে ১০ হাজার ৭৮৪টি।

শ্রেণীভেদে ২০ ধরনের যানবাহনের নিবন্ধন দেয় বিআরটিএ। সংস্থাটিতে নিবন্ধিত যানবাহনের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, ১৯ ধরনের যানবাহনের নিবন্ধন কমেছে। ব্যতিক্রম কেবল অটোরিকশার নিবন্ধনচিত্রে। ২০২২ সালে সারা দেশে ৭ হাজার ৬০৬টি অটোরিকশা নিবন্ধন হয়েছিল। গত বছর বিআরটিএ থেকে নিবন্ধন নিয়েছে ৯ হাজার ২৫৭টি অটোরিকশা।

২০২৩ সালে দেশে গাড়ি নিবন্ধন কমে যাওয়ার ক্ষেত্রে যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে সৃষ্ট বৈশ্বিক সংকটকে দায়ী করছেন বিআরটিএর চেয়ারম্যান নুর মোহাম্মদ মজুমদার। এ প্রসঙ্গে তিনি বণিক বার্তাকে বলেন, 'গাড়ি বিক্রি কমে যাওয়ার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীরা ভালো বলতে পারবেন। তবে আমার কাছে মনে হয়েছে, যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে বৈশ্বিক অর্থনীতিতে বর্তমানে অস্থিরতা বিরাজ করছে। বাংলাদেশ যেহেতু এ ব্যবস্থার বাইরে নয়, সেহেতু বাংলাদেশেও এ অস্থিরতার নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে।'

এর বাইরে গাড়ি, বিশেষত মোটরসাইকেল নিবন্ধনের ক্ষেত্রে শিক্ষানবিশ ড্রাইভিং লাইসেন্স বাধ্যতামূলক করাও একটা কারণ হতে পারে বলে মনে করেন তিনি। নুর মোহাম্মদ মজুমদার বলেন, 'দেশে সবচেয়ে বেশি নিবন্ধন হয় মোটরসাইকেল। তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ২০২২ সালের চেয়ে প্রায় দুই লাখ মোটরসাইকেল কম নিবন্ধন হয়েছে ২০২৩ সালে। আমি মনে করি, মোটরসাইকেল কেনার ক্ষেত্রে শিক্ষানবিশ ড্রাইভিং লাইসেন্স বাধ্যতামূলক করার কিছুটা প্রভাব হয়তো এখানে পড়েছে।'- বণিকবার্তা

ডিসেম্বরে বাংলাদেশে রেকর্ড পরিমাণ রেমিট্যান্স, ১.৯৯ বিলিয়ন ডলার

এর আগে আশা করেছিলেন ডিসেম্বরের শেষে রেমিট্যান্স প্রবাহ ২ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যাবে। ব্যাংক খাত-সংশ্লিষ্ট অনেকেই জানান, টাকার বিপরীতে ডলারের দর ভালো হওয়ায় প্রবাসীরা এখন রেমিট্যান্স পাঠাতে বেশি আগ্রহী হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে ব্যাংকগুলোতে ভালো দর পাওয়ায় অবৈধ হুন্ডির মাধ্যমে প্রবাসী আয় পাঠানো কমেছে বলেও জানান তারা। ব্যাংকাররা বলছেন, অনুকূল বিনিময় হারের কারণে রেমিট্যান্স প্রবাহ বেড়েছে। গত মাসে এক ডলারের জন্য ১২২ টাকা পর্যন্ত দাম পাওয়া গেছে।

মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ মাহবুবুর রহমান দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডকে বলেন,কব্যাংকগুলো বছরের শেষের দিকে ডলারের প্রবাহ বাড়ানোর চেষ্টা করেছে। রেমিট্যান্স প্রবাহ বাড়াতে বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ নিয়েছে তারা। ফলে রেমিট্যান্স বেড়েছে।ন

বেশ কয়েকটি ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের মতে, অ্যাসোসিয়েশন অভ ব্যাংকার্স, বাংলাদেশ (এবিবি) এবং বাংলাদেশ ফরেন এক্সচেঞ্জ ডিলারস অ্যাসোসিয়েশনের (বাফেদা) বর্তমান সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রেমিট্যান্স সংগ্রহের জন্য ব্যাংকগুলো ডলারের সর্বোচ্চ দাম ১০৯ টাকা ৫০ পয়সা দেবে। এর বাইরে ব্যাংকগুলো নিজস্ব তহবিল থেকে ২ দশমিক ৫ শতাংশ প্রণোদনা দিতে পারে। সে হিসেবে ব্যাংকগুলো রেমিট্যান্সের ডলারে দাম সর্বোচ্চ ১১২ টাকা ২৪ পয়সা পর্যন্ত দিতে পারে।

তবে ব্যাংক এমডিদের সংগঠন দুটোর মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্ধারণ করে দেওয়া ডলারের এই দাম অনেক ব্যাংকই মানেনি না। সর্বোচ্চ ১২২ টাকায় এক্সচেঞ্জ হাউজগুলো থেকে রেমিট্যান্সের ডলার কিনেছে ব্যাংকগুলো।

একটি শীর্ষস্থানীয় বেসরকারি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বলেন, বেশ কয়েকটি ঘটনায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক বুঝতে পেরেছে রেমিট্যান্সের ডলারের দাম নিয়ে ব্যাংকগুলোকে খুব বেশি চাপ দিলে রেমিট্যান্স প্রবাহ কমে যায়।উল্লেখ্য, গত ২০২২-২৩ অর্থবছরে দেশে মোট রেমিট্যান্স এসেছিল ২১.৬১ বিলিয়ন ডলার।

ASTORIA WELFARE SOCIETY USA INC

Community Organization (Non Profit)

Cell: 347-898-8383 E-mail: mjabed1969@gmail.com

HAPPY NEW YEAR 2024

দেশ এবং প্রবাসের সকলকে
এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির এক্সিকিউটিভ কমিটির পক্ষ থেকে জানাই
ইংরেজী নববর্ষ ২০২৪ এর শুভেচ্ছা

SOHEL AHMED
President

MD. JABED UDDIN
General Secretary

KOYES AHMED
Vice President

ARSHADUL AMIN
Vice President

EMDAD RAHMAN TORAFDER
Treasurer

MONUL HAQUE CHOWDHURY
Organizing Secretary

SABBIR AHMED
Publisity Secretary

FAHMUZZAMAN KHAN TAOHID
Social Welfare Secretary

RUBEL AHMED
Cultural Secretary

MIR ZAKIR
Executive Member

FAISAL AHMED
Executive Member

MD. SHAMSUL ISLAM
Executive Member

SHAHIN HASNAT
Executive Member

ANWAR HOSSAIN
Executive Member

HARUN RASHID
Executive Member

ABU SOLAIMAN
Executive Member

MD. MIRZA
Executive Member

MD NURUL HAQUE
Executive Member

KAZI MARYAM
Member

SADMAN RASHID
Volunteer

AMED AHMED CHOWDHURY
Advisor

DEWAN SHAHED CHOWDHURY
Advisor

CHOWDHURY SALEH
Advisor

ABDUR RAHMAN
Advisor

SYED MAMUN
Advisor

গাজা ফিলিস্তিনের ভূখণ্ড হিসেবেই থাকবে জানালো যুক্তরাষ্ট্র

১২ পৃষ্ঠার পর

সরকার গাজার মানুষদের উৎখাত কিংবা উপত্যকায় ইহুদি বসতি স্থাপনকারীদের ফেরত পাঠানোর পরিকল্পনা নিয়ে আনুষ্ঠানিক কোনো ইঙ্গিত দেয়নি।

তবে বেন গ্যভির যুক্তি দেখিয়েছেন, গাজা থেকে ফিলিস্তিনিদের চলে যাওয়া এবং সেখানে নতুন করে ইসরায়েলি বসতি গড়ে তোলাটাই হবে 'সঠিক, ন্যায্য, নৈতিক ও মানবিক সমাধান'। নিজের কট্টর জাতীয়তাবাদী দল ওৎজমা ইয়েহুদিতের এক বৈঠকে গ্যভির বলেন, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গাজার বাসিন্দাদের অন্য দেশগুলোতে স্থানান্তরিত হতে উদ্বুদ্ধ করার মতো প্রকল্প হাতে নেওয়ার সুযোগ এসেছে।

এর এক দিন আগে ইসরায়েলের কট্টর ডানপন্থী অর্থমন্ত্রী স্মোতরিচ গাজায় ইহুদি বসতি স্থাপনকারীদের ফেরার আহ্বান জানান। তিনিও বলেন, ইসরায়েলের উচিত গাজা থেকে ফিলিস্তিনিদের চলে যেতে উদ্বুদ্ধ করা।

গাজার জনসংখ্যা প্রায় ২৪ লাখ। জাতিসংঘের হিসাব অনুসারে ৭ অক্টোবর থেকে গাজায় চলমান যুদ্ধে সেখানকার ৮৫ শতাংশ মানুষ অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত হয়েছে।

শিক্ষিত প্রবাসীরা টাকা-পয়সা কম পাঠান বললেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মোমেন

১১ পৃষ্ঠার পর

(স্বরাষ্ট্র) তৈরি করেন পররাষ্ট্র সঙ্গে সঙ্গে তাদের বিতরণ করেন। কিন্তু বাজারে কথা আছে, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পাসপোর্ট দিতে দেরি করে।

প্রবাসীদের সেবা নিয়ে বিভিন্ন সময়ে উঠে আসা অভিযোগ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে প্রায়ই অভিযোগ করা হয় পাসপোর্ট দিতে দেরি করছে, অভিযোগ করা হয় এনআইডি তারা পান না। অভিযোগ করা হয় বিদেশে অনেক প্রবাসী গিয়ে চাকরি নাই। মধ্যপ্রাচ্য থেকে চাকরির অভাবে ৩৫ পার্সেন্ট ফিরে আসে। কিন্তু এগুলোতে সব দায়-দায়িত্ব দেওয়া হয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রবাসে অবস্থানরত অনেক বাংলাদেশির প্রতি অভিযোগ করে বলেন, প্রবাসীরা অনেক সময় বানোয়াট তথ্য প্রচার করেন।যে সমস্ত দেশে শান্তি ও স্থিতিশীলতা নাই সে সমস্ত দেশ বড় কষ্টে আছে।শান্তি ও স্থিতিশীলতা থাকায় দেশের উন্নয়ন হয়েছে। যেন দেশে অশান্তি না হয়, যেন স্থিতিশীলতা বজায় থাকে।আগামীতে তারা সেগুলো থেকে বের হয়ে দেশে যে ভালো ভালো কাজ হচ্ছে সেটা প্রকাশ করবেন।দেশে অস্থিতিশীলতা থাকলে সবাইকে ভুগতে হবে।

কর্মীদের বিদেশ গিয়ে চাকরি না পাওয়ার প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, বিদেশে গিয়ে অনেকে চাকরি পান না।বিএমইটি (জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো) আগে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে চিঠি দিয়ে জানাত- এ রকম একটা কোম্পানি থেকে চাহিদা এসেছে ওদের যাচাই-বাছাই করা দরকার।পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় চাকরি জোগাড় করে না।সম্প্রতি এ ব্যাপারে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে খবরই দেন না তারা।তারপর আমরা জানি না, এটা ভুয়া কোম্পানি না কি, তার কোনো তথ্য পাওয়া যায় না।এ ব্যাপারে সবাই সজাগ হতে হবে।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন- প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমদ, পররাষ্ট্রসচিব মাসুদ বিন মোমেন ও প্রবাসী কল্যাণ সচিব আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন প্রমুখ।

যুক্তরাজ্যে আর পরিবার নিতে পারবেন না বিদেশি শিক্ষার্থীরা, আইন কার্যকর

১২ পৃষ্ঠার পর

যুক্তরাজ্য। ২০১৯ সালে এই সংখ্যা ছিল ২ লাখ ৬৯ হাজার। ২০২৩ সালে শিক্ষার্থীদের নির্ভরশীলদের জন্য ভিসা ইস্যু করা হয়েছিল ১ লাখ ৩৬ হাজার, ২০১৯ সালে ছিল ১৬ হাজার। এই কয়েক বছরে শিক্ষার্থীদের ওপর নির্ভরশীল সদস্যদের জন্য ভিসা ইস্যুর পরিমাণ বেড়েছে আট গুণ। এদিকে বিবিসির এক খবরে বলা হয়েছে, ২০২৩ সালে ছোট নৌকায় করে অবৈধভাবে ২৯ হাজার ৪৩৭ জন অভিবাসনপ্রত্যাশী যুক্তরাজ্যে গেছেন। আগের বছরের তুলনায় তা প্রায় ৩৬ শতাংশ কম। যুক্তরাজ্য সরকারের সাময়িক হিসাবে এসব তথ্য উঠে এসেছে। ২০২২ সালে রেকর্ড ৪৫ হাজার ৭৭৫ জন অভিবাসনপ্রত্যাশীর ছোট নৌকায় করে ইংল্যান্ডের দক্ষিণের সমুদ্রসৈকতগুলোয় যাওয়ার বিষয়টি শনাক্ত হয়েছিল। তাঁরা বিপজ্জনক যাত্রার মাধ্যমে বিশ্বের অন্যতম ব্যস্ত শিপিং লেন ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়ে যুক্তরাজ্যে পৌঁছেছিল। যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাকের শীর্ষ পাঁচটি অগ্রাধিকারের একটি হলো নৌকায় করে তাঁর দেশে অবৈধ অভিবাসীর স্রোত থামানো। অবৈধভাবে যাঁরা যুক্তরাজ্যে যাচ্ছেন, তাঁদের আফ্রিকার দেশ রুয়ান্ডায় পাঠানোর পরিকল্পনা করছিল ব্রিটিশ সরকার। কিন্তু পরিকল্পনাটি আটকে দেন যুক্তরাজ্যের আদালত। এখন পরিকল্পনাটি পুনরুজ্জীবিত করতে চাইছেন সুনাক। যুক্তরাজ্য বর্তমানে আশ্রয়প্রার্থীদের আবেদন প্রক্রিয়াকরণের পেছনে বছরে তিন বিলিয়ন পাউন্ডের বেশি অর্থ ব্যয় করছে। এর মধ্যে আবেদনের বিষয়ে সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় থাকা অভিবাসনপ্রত্যাশীদের হোটেল খরচসহ অন্যান্য ব্যয় রয়েছে। ২০২৩ সালে ১ লাখ ১২ হাজারের বেশি আশ্রয়ের আবেদন প্রক্রিয়াকরণ করেছে যুক্তরাজ্য। গত বছর আবেদন মঞ্জুরের হার ছিল ৬৭ শতাংশ, যা ২০২২ সালের চেয়ে কম। সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় রেকর্ডসংখ্যক আবেদন জমে আছে।

ড. ইউনূসের সাজার ঘটনায় ১৪ বিশিষ্ট নাগরিকের উদ্বেগ

৮ পৃষ্ঠার পর

সরাসরি যুক্তও নন। তাই এটাই উপলব্ধি হয় যে হয়রানির জন্য রাষ্ট্রযন্ত্রকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে; যা বাংলাদেশে নাগরিক অধিকার সংকুচিত হয়ে যাওয়ার মতো নেতিবাচক বার্তা দেবে এবং প্রতিকার পাওয়ার শেষ ভরসাস্থল বিচার বিভাগের ওপর মানুষের আস্থাকে দুর্বল করবে।

আইন নিজস্ব গতিতে চলা উচিত উল্লেখ করে বিবৃতিতে বলা হয়, আমরা দেশের নাগরিক হিসেবে সংশ্লিষ্ট সবাইকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত না হয়ে বস্তুনিষ্ঠ, স্বচ্ছ ও যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করার আহ্বান জানাই। পাশাপাশি আইনকে পক্ষপাতদুষ্টভাবে ব্যবহার করে ড. ইউনূসকে হয়রানি বন্ধ করতে কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানাই।

বিশিষ্ট নাগরিকেরা বলেন, নাগরিক অধিকার সুরক্ষার গুরুত্বকে স্বীকার করে নিয়ে এবং নাগরিক সমাজ ও নেতাদের বিরুদ্ধে সব ধরনের হয়রানি বন্ধ করে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তিমূলক সমৃদ্ধির যাত্রাকে এগিয়ে নিতে আমরা সবার প্রতি আহ্বান জানাই।

বিবৃতিদাতারা হলেন, মানবাধিকার কর্মী হামিদা হোসেন, অর্থনীতিবিদ হোসেন জিল্লুর রহমান, মানবাধিকার কর্মী রাশেদা কে চৌধুরী, খুশী কবির, শিরিন হক, আইনজীবী জেড আই খান পান্না, শাহদীন মালিক, মানবাধিকার কর্মী শাহীন আনাম, শামসুল হুদা, আইনজীবী সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান, মানবাধিকার কর্মী খায়রুল ইসলাম, শিক্ষাবিদ শাহনাজ হুদা, মানবাধিকার কর্মী ফারুখ ফয়সাল ও সাঈদ আহমেদ।

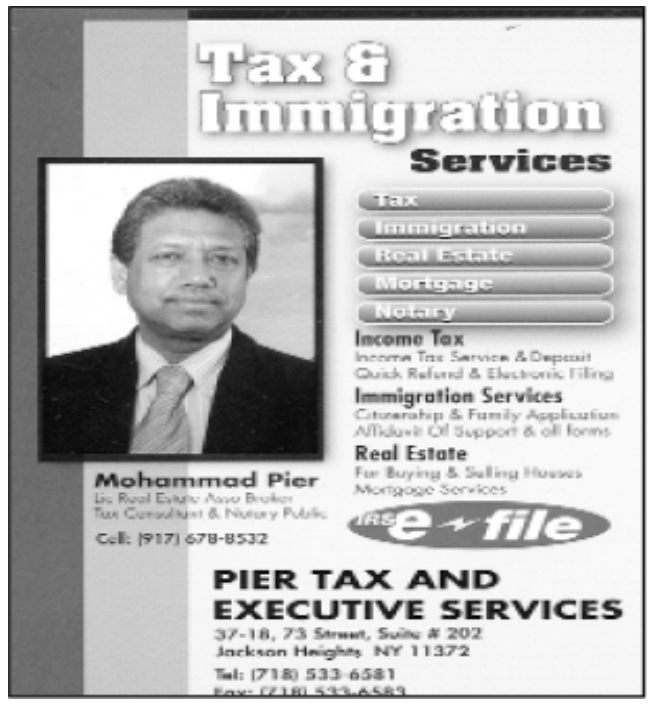

এয়ারবাস না বোয়িং, দোটানায় বিমান

১০ পৃষ্ঠার পর

নানা রকম প্রস্তাব দিচ্ছে বোয়িং কোম্পানি। এয়ারবাস কোম্পানিও থেমে নেই। দুই প্রতিষ্ঠানই নানা ধরনের প্রস্তাব নিয়ে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের কাছে দৌড়ঝাঁপ করছে।

জানা যায়, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স অভ্যন্তরীণ সাত এবং আন্তর্জাতিক ২২টি রুটে ফ্লাইট পরিচালনা করে। সম্প্রতি কানাডার টরন্টো, জাপানের নারিতা, ভারতের চেন্নাই রুটে ফ্লাইট চালু করেছে সংস্থাটি। আগামী মার্চে ইতালির রোমে ফ্লাইট চালুর প্রস্তুতি চলছে। এছাড়া চলতি বছরের ডিসেম্বরে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল চালু হলে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক রুটে ফ্লাইট পরিচালনার কাজ শুরু হবে। তাই নতুন উড়োজাহাজ কেনা জরুরি বলে মনে করে সংস্থাটি। কিন্তু এয়ারবাস না বোয়িং কোন কোম্পানি থেকে উড়োজাহাজ কিনবে তা নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে আছে বিমান।

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও শফিউল আজিম জাগো নিউজকে বলেন, 'ব্যবসা সম্প্রসারণের প্রয়োজনেই নতুন উড়োজাহাজ কেনা প্রয়োজন। তবে উড়োজাহাজ আজ অর্ডার দিলেই আগামীকাল পাওয়া যাবে, বিষয়টি এমন নয়। আমরা বোয়িং ও এয়ারবাসের প্রস্তাব পর্যালোচনা করছি। বিমানের জন্য যে প্রস্তাব লাভের হবে, সেটিই কেনা হবে। তবে পুরো বিষয়টি এখনো আলোচনা পর্যায়ে রয়েছে।'

ব্যবসা সম্প্রসারণের প্রয়োজনেই নতুন উড়োজাহাজ কেনা প্রয়োজন। তবে উড়োজাহাজ আজ অর্ডার দিলেই আগামীকাল পাওয়া যাবে, বিষয়টি এমন নয়। আমরা বোয়িং ও এয়ারবাসের প্রস্তাব পর্যালোচনা করছি। বিমানের জন্য যে প্রস্তাব লাভের হবে, সেটিই কেনা হবে। তবে পুরো বিষয়টি এখনো আলোচনা পর্যায়ে রয়েছে।- বিমানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও শফিউল আজিম

কেন এয়ারবাস কিনতে চায় বিমান : গত বছরের ২২ মার্চ ঢাকায় 'বাংলাদেশ এভিয়েশন সামিট' অনুষ্ঠিত হয়। এ সামিটে বিমানকে উড়োজাহাজ কেনার প্রস্তাব দেয় ফ্রান্সের উড়োজাহাজ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান এয়ারবাস। এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একটি ভিডিও বক্তব্য প্রচার করা হয়। প্রধানমন্ত্রী বলেন, এভিয়েশন খাতে আমাদের এই যাত্রায় সহায়তার জন্য এয়ারবাসের মাধ্যমে যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্সের এ অংশীদারত্বের প্রস্তাব খুবই গুরুত্ববহ।

একই অনুষ্ঠানে যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর বাণিজ্য দূত রুশনারা আলী বলেন, যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর বাণিজ্য দূত হিসেবে জানাচ্ছি যে এয়ারবাসের এ প্রস্তাবের পেছনে যুক্তরাজ্য সরকার শক্ত রাজনৈতিক সমর্থন দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এয়ারবাসের এ প্রস্তাব বাংলাদেশের এভিয়েশন খাতের চিত্র বদলে দিতে পারে।

পরে গত বছরের ৬ মে লন্ডনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান এবং যুক্তরাজ্যের বিনিয়োগমন্ত্রী লর্ড ডমিনিক জনসন এয়ারবাস থেকে যাত্রী ও পণ্যবাহী উড়োজাহাজ কেনাসহ দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতার ঘোষণাপত্র হস্তান্তর করেন। এর মধ্যে গত ১০ সেপ্টেম্বর ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ ঢাকায় সফর করেন। তখনও এয়ারবাস কেনার বিষয়টি আলোচনায় ছিল। সে সময় ফরাসি প্রেসিডেন্ট বলেন, এয়ারবাস কোম্পানির তৈরি ১০টি উড়োজাহাজ কেনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বাংলাদেশ। ১০টি এয়ারবাস এ৩৫০ কেনার এই প্রতিশ্রুতি গুরুত্বপূর্ণ।

যদিও বেবিচক ও বিমানের সংশ্লিষ্টরা বলছেন, আগামী ৭ জানুয়ারি বাংলাদেশের নির্বাচন কেন্দ্র করে নানা ধরনের চাপ প্রয়োগ করছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এমন পরিস্থিতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চাপ সামলাতে অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব বাড়ানোর চেষ্টা করছে সরকার। এয়ারবাস ফ্রান্সভিত্তিক প্রতিষ্ঠান হলেও ইঞ্জিনসহ অন্য যন্ত্রাংশে যুক্তরাজ্য ও জার্মানির অংশীদারত্ব রয়েছে। এয়ারবাস কেনার ঘোষণার মধ্য দিয়ে এই তিন দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক বেড়েছে।

বিমানে বোয়িংয়ের দৌড়ঝাঁপ : ২০০৮ সালে মার্কিন আকাশযান নির্মাতা প্রতিষ্ঠান বোয়িংয়ের সঙ্গে ২১০ কোটি মার্কিন ডলারে তিনটি মডেলের ১০টি নতুন উড়োজাহাজ কেনার চুক্তি করে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স। এর মধ্যে চারটি বোয়িং ৭৭৭-৩০০ ইআর, দুটি বোয়িং ৭৩৭-৮০০ ও চারটি বোয়িং ৭৮৭-৮ ড্রিমলাইনার উড়োজাহাজ অর্ডার দেওয়া হয়। একে একে উড়োজাহাজগুলো পেতে লেগেছে প্রায় ১১ বছর। পরে বোয়িংয়ের কাছ থেকে আরও দুটি ড্রিমলাইনার উড়োজাহাজ কেনে বিমান। এর বাইরে বোম্বার্ডিয়ার ড্যাশ-৮ উড়োজাহাজ আছে পাঁচটি।

কিন্তু এবার এয়ারবাসের সঙ্গে বিমানের উড়োজাহাজ কেনার আলোচনার পর বাজার দখলে রাখতে মার্কিন প্রতিষ্ঠান বোয়িংও দেনদরবার শুরু করেছে। এমনকি বিমানের নিউইর্য়ক ফ্লাইট চালুর বিষয়টি নিয়েও এ প্রতিষ্ঠানটি সহায়তার আশ্বাস দিয়েছে বিমানকে। এছাড়া গত বছরের ১০ মে ঢাকায় সংবাদ সম্মেলন করেন বোয়িংয়ের এশিয়া প্যাসিফিক ও ভারতের বোয়িং কমার্শিয়াল মার্কেটিং ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডেভ শাল্টে।

ওই সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, বিমান যদি বর্তমানে নতুন কোনো ব্র্যান্ডের (এয়ারবাস) এয়ারক্রাফট কেনে, তাহলে তাদের খরচ অনেকাংশে দ্বিগুণ হয়ে যাবে। বর্তমানে বিমানের বহরে বোয়িংয়ের আধিক্য থাকায় বিমানের একটি টেকনিক্যাল ও পাইলট টিম রয়েছে। তবে বিমান যদি নতুন ব্র্যান্ডের এয়ারক্রাফট নেয়, সেক্ষেত্রে তাদের দুই সেট টেকনিক্যাল টিম, দুই সেট পাইলট, দুই সেট ট্রেনিং টিম, দুই সেট সিমুলেটর লাগবে। এতে বিমানের খরচ বাড়বে কয়েক গুণ।

গত ১১ ডিসেম্বর ঢাকায় যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার ডি হাস বিমানের এমডির সঙ্গে দেখা করেন। বৈঠকে ঢাকা-নিউইয়র্ক ফ্লাইট চালু, বিমানের কাছে বোয়িং কোম্পানির ড্রিমলাইনারের নতুন ভার্সন ৭৮৭-১০ বিক্রির বিষয়েও প্রস্তাব দেন পিটার হাস। কিন্তু বিমানের পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি বলে জানা যায়।

গাজায় গণহত্যায় বাইডেনের নীতির সমালোচনায় জ্যেষ্ঠ শিক্ষা কর্মকর্তার পদত্যাগ

৭ পৃষ্ঠার পর

বিশেষজ্ঞ। জো বাইডেন প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রথম দিকে তাকে যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষা বিভাগে শিক্ষার্থীদের ঋণ দেওয়ার ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। অন্যদিকে, গাজায় যুদ্ধবিরতি কার্যকরের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বাইডেন প্রশাসনের প্রতি বেনামি চিঠিতে আহ্বান জানিয়েছে তার নির্বাচনী প্রচারণার ১৭ কর্মী। চিঠিতে বলা হয়, ডেমোক্রেটিক পার্টির নির্বাচনী প্রচারণা সঙ্গে যুক্ত স্বেচ্ছাসেবকদের দলে দলে প্রচারণা ছেড়ে চলে যেতে দেখা গেছে। যারা কয়েক দশক ধরে ডেমোক্রেটিক পার্টিকে ভোট দিয়ে আসছে তারাও গাজায় চলমান সহিংসতার কারণে প্রথমবারের মতো নীল দলে ভোট দেওয়ার ব্যাপারে অনিশ্চয়তায় ভুগছে। এ সম্পর্কে মন্তব্যের জন্য অনুরোধ করেও বাইডেনের প্রচারণা চালানো দলের কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। অবশ্য বাইডেন প্রশাসনের নীতির প্রতিবাদ জানিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তার পদত্যাগের ঘটনা এটাই প্রথম নয়। গত অক্টোবরে ইসরায়েলের প্রতি অন্ধ সমর্থনের অভিযোগ তুলে পদত্যাগ করেছিলেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাবেক কর্মকর্তা জশ পল। এ ছাড়া গত বছরের নভেম্বরে ইউএস এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্টের (ইউএসএআইডি) এক হাজারেরও বেশি কর্মকর্তা গাজায় অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়ে বাইডেন প্রশাসনকে লেখা এক খোলা চিঠিতে স্বাক্ষর করেছিলেন। ওই কর্মকর্তারা পেশাগতভাবে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অংশ ছিলেন।আর গত ডিসেম্বরে বাইডেন প্রশাসনের কিছু কর্মী গাজায় যুদ্ধবিরতির দাবিতে হোয়াইট হাউসের কাছে একটি কর্মসূচি পালন করেছিলেন।

এরই মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার গতকাল বুধবার বলেছেন যে, গাজায় গণহত্যা চলছে এমন কোনো কর্মকাণ্ড যুক্তরাষ্ট্র পর্যবেক্ষণ করেনি।

আইওয়া অঙ্গরাজ্যের স্কুলে বন্দুকধারীর হামলা, সন্দেহভাজনসহ নিহত ২

৭ পৃষ্ঠার পর

হামলাকারীর নাম ডিলান বাটলার। সে পেরি হাইস্কুলেরই ছাত্র। ধারণা করা হচ্ছে, তাকে গুলি করার জন্য পুলিশকে বাটলারই প্ররোচিত করেছিল।

রাজ্যের অপরাধ তদন্ত বিভাগের সহকারী পরিচালক মিচ মর্টভেড সাংবাদিকদের বলেন, বেশির ভাগ শিক্ষার্থী ও শিক্ষক স্কুলে প্রবেশের আগেই এই হামলার ঘটনা ঘটে। পাম্প অ্যাকশন শটগান ও হ্যান্ডগান নিয়ে হামলা চালায় বাটলার। এ সময় সামাজিক প্ল্যাটফর্মে একাধিক পোস্ট করে সে। তবে কী কারণে সে হামলা করেছে, সেটি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

মর্টভেড বলেন, হাইস্কুলে তল্লাশির সময় পুলিশ একটি বিস্ফোরক ডিভাইসও খুঁজে পেয়েছে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার বিস্ফোরক বিভাগ সেটা নিষ্ক্রিয় করেছে। ॥

২০২৪ সালে আইওয়ায় স্কুলের প্রথম দিনে যে বন্দুক হামলার ঘটনা ঘটল তা যুক্তরাষ্ট্রের জন্য হয়ে দাঁড়িয়েছে সাধারণ ঘটনা। কে-টুয়েলভ স্কুল শ্যুটিং ডেটাবেইস অনুসারে, কেবল ২০২৩ সালেই যুক্তরাষ্ট্রের স্কুলে বন্দুক হামলার ৩৪৬টি ঘটনা ঘটেছে। ওয়েবসাইটটির তথ্যানুসারে, ২০২৩ সালের চেয়ে বেশি বন্দুক হামলার ঘটনা কোনো বছরই ঘটেনি।

ওয়েবসাইটটি জানিয়েছে, বছর শুরুর মাত্র চার দিনেই যুক্তরাষ্ট্রে এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে চারটি।

ইসরায়েলের বিরুদ্ধে গণহত্যার মামলার শুনানি শুরু করছে আইসিজে

১২ পৃষ্ঠার পর

ইসরায়েল। এক্সে (সাবেক টুইটার) দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র লিওর হায়াত বলেছেন, দক্ষিণ আফ্রিকার তোলা 'অপবাদ' প্রত্যাখ্যান করছে ইসরায়েল। একই প্রতিক্রিয়া দেশটির প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুরও। তিনি বলেছেন, গাজা যুদ্ধে 'অনন্য এক নৈতিকতা' দেখিয়েছে তাঁর দেশ।

জাতিসংঘের সর্বোচ্চ আইনি সংস্থা আন্তর্জাতিক বিচার আদালত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর প্রতিষ্ঠিত এই আদালত দুই দেশের মধ্যে বিরোধ মেটাতে পদক্ষেপ নিয়ে থাকেন। আইসিজের দেওয়া সিদ্ধান্তগুলো মেনে চলার আইনি বাধ্যবাধকতা রয়েছে। তবে তা মানার জন্য কোনো দেশের ওপর খুব কম শক্তিই খাটাতে পারেন এই আদালত।

সমালোচনায় যুক্তরাষ্ট্র

আইসিজেতে দক্ষিণ আফ্রিকার তোলা অভিযোগগুলো মানতে নারাজ ইসরায়েলের ঘনিষ্ঠ মিত্র যুক্তরাষ্ট্র। দক্ষিণ আফ্রিকার করা মামলাটি নিয়ে সমালোচনা করে গতকাল বুধবার হোয়াইট হাউসের জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের মুখপাত্র জন কারবি বলেছেন, 'মামলাটি অযৌক্তিক, বিপরীতমুখী ও সম্পূর্ণরূপে ভিত্তিহীন।'

এ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথু মিলার সাংবাদিকদের বলেছেন, 'আমরা এখন পর্যন্ত (ইসরায়েলের) এমন কোনো কর্মকাণ্ড দেখিনি, যাকে গণহত্যা বলা যেতে পারে। গণহত্যা অবশ্যই জঘন্য একটি নৃশংসতা। তাই এই অভিযোগগুলো হালকা করা উচিত হবে না।'

গাজা যুদ্ধে ফিলিস্তিনিদের সমর্থন জানানোয় দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে সম্পর্ক তিক্ত হয়েছে মার্কিন প্রশাসনের। এর আগে ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়েও দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কের টানাপোড়েন চলছিল। এই যুদ্ধে ইউক্রেনের পক্ষে থাকা পশ্চিমা দেশগুলোর দলে ভেড়েনি দক্ষিণ আফ্রিকা। দেশটি গত বছর রাশিয়ায় এক জাহাজ সমরাস্ত্র পাঠিয়েছিল বলে অভিযোগ তুলেছিল যুক্তরাষ্ট্র।

আবার মধ্যপ্রাচ্য সফরে ব্লিঙ্কেন

মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন আজ নতুন করে মধ্যপ্রাচ্য সফর শুরু করছেন। গত ৭ অক্টোবর থেকে ফিলিস্তিন-ইসরায়েল সংঘাত শুরুর পর এটি মধ্যপ্রাচ্যে এককভাবে ব্লিঙ্কেনের চতুর্থ এবং ইসরায়েলে পঞ্চম সফর। এ ছাড়া মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সফরকালেও তিনি সঙ্গী ছিলেন।

গাজায় চলমান যুদ্ধ আঞ্চলিকভাবে ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কার মধ্যে সংকটকালীন এ সফরে যাচ্ছেন ব্লিঙ্কেন। গত মঙ্গলবার লেবাননের বৈরুতের উপকণ্ঠে সম্ভাব্য ইসরায়েলি হামলায় শীর্ষস্থানীয় এক হামাস নেতা নিহত হন। এ ছাড়া লোহিত সাগরে পণ্যবাহী জাহাজে ইয়েমেনের হুতি বিদ্রোহীদের হামলার জেরে গাজা যুদ্ধ আঞ্চলিকভাবে ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে।

মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথু মিলার গতকাল বলেন, এই সংঘাতের মাত্রা এখন যে অবস্থায় আছে, তা আরও ছড়িয়ে পড়লে তা কারও স্বার্থ হাসিল করবে না। এতে এ অঞ্চলের কোনো দেশ কিংবা বিশ্বের কোনো দেশেরই স্বার্থ হাসিল হবে না।

এক পরিবারের ১৪ সদস্য নিহত

এদিকে গাজায় নির্বিচার হামলা অব্যাহত রেখেছে ইসরায়েলি বাহিনী। উপত্যকার দক্ষিণে খান ইউনিসের পশ্চিমে আল-মাওয়াসি এলাকার একটি বাড়িতে গতকাল বুধবার রাতে হামলা চালানো হয়েছে। এতে এক পরিবারের ১৪ সদস্য নিহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে বেশির ভাগই শিশু। খান ইউনিসে ফিলিস্তিনি রেড ক্রিসেন্টের প্রধান কার্যালয়েও হামলা হয়েছে। এতে একজন নিহত ও সাতজন আহত হয়েছেন। এ নিয়ে ৭ অক্টোবর থেকে ইসরায়েলের হামলায় ২২ হাজার ৪৩৮ ফিলিস্তিনির মৃত্যু হলো। এরই মধ্যে গাজার মেয়র ইয়াহিয়া আলসারাজ উপত্যকাটির ১৯ লাখ বাস্তুচ্যুত মানুষের জন্য জরুরি ভিত্তিতে জ্বালানি, পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষাসামগ্রী দিয়ে সহায়তার আহ্বান জানিয়েছেন। এই ফিলিস্তিনিদের ৪০ শতাংশই এখন দুর্ভিক্ষের ঝুঁকিতে রয়েছেন।এএফপি ও আল জাজিরা

বিশ্ব গণমাধ্যমে ড. ইউনূসের সাজার রায়

৮ পৃষ্ঠার পর

কাতারভিত্তিক সম্প্রচারমাধ্যম আলজাজিরার প্রতিবেদনেও একই কথা বলা হয়েছে। বিবিসির শিরোনাম ছিল, 'মুহাম্মদ ইউনূস: বাংলাদেশে নোবেল বিজয়ীর কারাদণ্ড'। এতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের একটি আদালত দেশটির শ্রম আইন লঙ্ঘনের জন্য নোবেল বিজয়ী মুহাম্মদ ইউনূসকে ছয় মাসের কারাদণ্ড দিয়েছেন। অধ্যাপক ইউনূস প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সমালোচনায় একজন সোচ্চার ব্যক্তি। তাঁর সমর্থকেরা বলেন, এই মামলা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ক্ষুদ্র ঋণের পথিকৃত নোবেলজয়ী ড. ইউনূস বিশ্বের সম্মানিত ব্যক্তি। তাঁর সমর্থকেরা বলেন, বাংলাদেশের বর্তমান ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের বিরোধী হিসেবে একটি রাজনৈতিক দল করতে চেয়েছিলেন ড. ইউনূস। এ কারণে দলটি তাঁকে পছন্দ করে না। তাই তাঁর সুনাম ক্ষুণ্ন করতে এ মামলা করা হয়েছিল। মানবাধিকার সংগঠনগুলো শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ভিন্ন মতাবলম্বীদের লক্ষ্যবস্তু করার অভিযোগ করছে। ৭ জানুয়ারির নির্বাচনের মাধ্যমে টানা চতুর্থ মেয়াদে সরকারপ্রধান হতে চলেছেন শেখ হাসিনা। ফরাসি সংবাদমাধ্যম ফ্রান্স টোয়েন্টিফোরের প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে, বাংলাদেশের বর্তমান সরকারের সঙ্গে ড. ইউনূসের সম্পর্ক ভালো নয়। রাজনৈতিক কারণে এই সাজা হলো বলে অভিযোগ তোলেন তাঁর সমর্থকেরা।

গালফ নিউজের প্রতিবেদনে বলা হয়, শ্রম আইন লঙ্ঘন এবং দুর্নীতির আরও শতাধিক অভিযোগ আনা হয়েছে ড. ইউনূসের বিরুদ্ধে। তবে তিনি এসব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

উল্লেখ্য, শ্রম আইন লঙ্ঘন করে গ্রামীণ টেলিকমের শ্রমিকদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার অভিযোগে প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান মুহাম্মদ ইউনূসসহ চার কর্মকর্তাকে দোষী সাব্যস্ত করেছেন ঢাকার তৃতীয় শ্রম আদালত। ইউনূস ছাড়া প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও দুই পরিচালককে ছয় মাস করে বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। রায় ঘোষণার পর একই আদালতে জামিনের আবেদন করেন ড. মুহাম্মদ ইউনূস। আপিলের শর্তে তাঁকে এক মাসের অন্তর্বর্তী জামিন দেন আদালত।

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কে কোনো প্রভাব পড়বে না

৮ পৃষ্ঠার পর

নিয়েছি, আরো নিতে হবে। এগুলোর সঙ্গে নির্বাচনের সম্পর্ক নেই।চ

এর আগে ড. ইউনূস-সহ চারজনকে শ্রম আইন লঙ্ঘনের দায়ে ছয় মাস করে বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং প্রত্যেককে ২৫ হাজার টাকা করে জরিমানা করেন ঢাকার তৃতীয় শ্রম আদালতের বিচারক বেগম শেখ মেরিনা সুলতানা। তবে রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করার শর্তে, ড. ইউনূসকে এক মাসের জামিন দেওয়া হয়েছে।

আদালতের রায়ে ড. ইউনূস ছাড়া অন্য যে তিন জন সাজা পেয়েছেন, তাঁরা হলেন: গ্রামীণ টেলিকমের পরিচালক ও সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আশরাফুল হাসান, পরিচালনাপর্ষদের সদস্য- নুরজাহান বেগম ও মো. শাহজাহান। আদালত তার রায়ে বলেছেন, জরিমানা দিতে ব্যর্থ হলে তাঁদের আরও ১৫ দিনের কারাদণ্ড হবে। এই রায়ের প্রতিক্রিয়ায় ড. ইউনূস সাংবাদিকদের বলেন, "আমরা যে দোষ করি নাই সেই দোষে সাজা পেলাম। এটা আমার কপালে ছিল, জাতির কপালে ছিল। আমরা এই রায় গ্রহণ করেছি, এই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করে এই সাজার বিরুদ্ধে লড়াই করে যাব।চ রায়ের পর্যবেক্ষণে আদালত বলেন, "আসামিপক্ষ এক নম্বর আসামির বিষয়ে প্রশংসাসূচক বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। যেখানে তাকে দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াই করা নোবেলজয়ী আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব বলা হয়েছে। কিন্তু, এ আদালতে নোবেলজয়ী ইউনূসের বিচার হচ্ছে না, গ্রামীণ টেলিকমের চেয়ারম্যান হিসেবে বিচার হচ্ছে। এসময় আদালত বলেন, ড. ইউনূসের বিরুদ্ধে শ্রম আইন লঙ্ঘনের অভিযোগ প্রমাণিত।চ গত ২৪ ডিসেম্বর তৃতীয় শ্রম আদালতের বিচারক ১ জানুয়ারি রায় ঘোষণার দিন ধার্য করেন। ০২১ সালের ৯ সেপ্টেম্বর বিরুদ্ধে এই মামলা করে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর। এরপর গত ৬ জুন ড. ইউনূসসহ চারজনের বিরুদ্ধে এ মামলায় অভিযোগ গঠন করেন আদালত। মামলার অভিযোগ গঠনের আদেশ বাতিল চেয়ে উচ্চ আদালতে আবেদন করেছিলেন ইউনূসসহ বাকিরা। গত ২০ আগস্ট সেই আবেদন চূড়ান্তভাবে খারিজ করে দেন আপিল বিভাগ। মামলার অভিযোগে বলা হয়েছে, শ্রম আইন, ২০০৬ এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ অনুযায়ী গ্রামীণ টেলিকমের শ্রমিক বা কর্মচারীদের শিক্ষানবিশকাল পার হলেও তাদের নিয়োগ স্থায়ী করা হয়নি। এছাড়া প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিক বা কর্মচারীদের মজুরি এবং বাৎসরিক ছুটি দেওয়া, ছুটি নগদায়ন ও ছুটির বিপরীতে নগদ অর্থ দেওয়া হয় না বলে অভিযোগ আনা হয় মামলায়।

তাছাড়া মামলায় শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের নির্দিষ্ট লভ্যাংশ জমা না দেওয়া, শ্রমিকদের চাকরি স্থায়ী না করা, গণছুটি নগদায়ন না করায় শ্রম আইন ৪-এর ৭, ৮, ১১৭ ও ২৩৪ ধারায় অভিযোগ আনা হয়।

CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING

Sarwar Chaudri, CPA

আপনি কি
ট্যাক্স ও অডিট নিয়ে চিন্তিত?
আপনার ব্যক্তিগত,
ব্যাবসায়িক ট্যাক্স ও
অডিট সংক্রান্ত
যাবতীয় প্রয়োজনে
আমাদের দক্ষ সেবা নিন

২০ বছরের অভিজ্ঞতা

ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যানশিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল

আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স
সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution

Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)

JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com

BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com

যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিই

- ASYLUM Cases
- Business Immigration/Non-Immigrant Work Visa (H-1B, L1A/L1B, O, P, R-1, TN)
- PERM Labor Certification (Employment based Green Card)
- Family Petition
- Deportation
- Cancellation of Removal
- Visas for physicians, nurses, extra-ordinary ability cases
- Appeals
- All other immigration matters

Khagendra Gharti-Chhetry, Esq
Attorney-At-Law

ইমিগ্রেশনসহ যে কোন আইনি সহায়তার জন্য
এ পর্যন্ত আমরা দুই শতাধিক বাংলাদেশীকে
বিভিন্ন ডিটেনশন সেন্টার থেকে মুক্ত করেছি।
এখনো শতাধিক বাংলাদেশী
ডিটেইনির মামলা পরিচালনা করছি।

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের
বাফেলো শাখা থেকেও ইমিগ্রেশন সেবা দিচ্ছ।
বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন।
বাফেলো ঠিকানা :
Nasreen K. Ahmed
Chhetry & Associates P.C.
2290 Main Street, Buffalo, NY 14214

Nasreen K. Ahmed
Sr. Legal Consultant
LLM, New York.
Cell: 646-359-3544
Direct: 646-893-6808
nasreenahmed2006@gmail.com

CHHETRY & ASSOCIATES P.C.
363 7th Avenue, Suite 1500, New York, NY 10001
Phone: 212-947-1079 ext. 116

York Holding Realty
Licensed Real Estate Broker
Over 20 Years Experience in Real Estate Business

Zakir H. Chowdhury
President

- Now Hiring Sales Persons
- Free Training (Free course fees for selected people)
- Earn up to 300K Yearly

Call Us: 718-255-1555 | 917-400-3880

We are Specialized in Residential, Commercial, Industrial, Bank Owned, Co-op, Condo, Buying-Selling & Rentals

718-255-4555
zchowdhury646@gmail.com
www.yorkholdingrealty.com

70-32 Broadway, Jackson Heights NY-11372

DEBNATH ACCOUNTING INC.
SUBAL C DEBNATH, MAFM

MS in Accounting & Financial Management, USA
Concentration: Certified Public Accounting (CPA)
Member of National Directory of Registered Tax Professional.
Notary Public, State of New York

NOTARY PUBLIC

- TAX FILING
- NOTARY PUBLIC
- IMMIGRATION
- TRAVEL SERVICES

AUTHORIZED e-file PROVIDER

37-53, 72nd Street
Jackson Heights, NY 11372
E-mail: subalcdebnath@yahoo.com

Ph: (917) 285-5490
OPEN 7 DAYS A WEEK

বাংলাদেশে অর্থ-অনর্থের নির্বাচন

৯ পৃষ্ঠার পর

একটি আসনের কথা না বললেই নয়। সব আসনকে ছাড়িয়ে এই আসনটি এবারের ভোটের হাটে সারা দেশের মানুষের নজর কেড়েছে। এমনকি দেশের বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছে, এই আসনের নির্বাচনের জমজমাট নির্বাচনের খবর। আসনটি হচ্ছে হবিগঞ্জ-৪ (মাধবপুর-চুনারঘাট)। এই আসনে বর্তমান সংসদ সদস্য বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী অ্যাডভোকেট মাহবুব আলী নৌকা প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করছেন। আর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আলোচিত ব্যক্তিত্ব ব্যারিস্টার সাইদুল হক সুমন স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে ঈগল প্রতীক নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। সুপ্রিম কোর্টের আলোচিত আইনজীবী ও যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনালের সাবেক প্রসিকিউটর ব্যারিস্টার সুমন আওয়ামী লীগের অন্যতম সহযোগী সংগঠন যুবলীগের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

সুমন নৌকা প্রতীকের প্রার্থী হতে মনোনয়ন চেয়েছিলেন। কিন্তু আওয়ামী লীগ তাকে মনোনয় না দিয়ে প্রতিমন্ত্রী অ্যাডভোকেট মাহবুব আলীকে মনোনয়ন দেয়। পরে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে ভোটে দাঁড়িয়ে সারা দেশে ব্যাপক সাড়া ফেলে দিয়েছেন ব্যারিস্টার সুমন। এখন পর্যন্ত বাতাসে যে খবর ভাসছে, তাতে প্রতিমন্ত্রী মাহবুব আলীকে কাঁদিয়ে বিপুল ভোটে নাকি ব্যারিস্টার সুমন বিজয়ী হবেন। প্রতিমন্ত্রী মাহবুব আলীর মতো আরও কয়েকজন মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীও স্বতন্ত্র প্রার্থীদের কাছে হেরে যেতে পারেন বলে একাধিক গণমাধ্যম খবর আসছে।

এখানে একটি বিষয়ের আলোকপাত করা খুবই প্রয়োজন বলে মনে করছি। তা হলো, এবারের ভোটে 'বিদ্রোহী' প্রার্থীর কোনো আওয়াজ নেই। আওয়ামী লীগ মনোনীত নৌকার প্রার্থীর সঙ্গে আওয়ামী লীগের অন্য যিনি প্রার্থী হয়েছেন তিনি এবার 'বিদ্রোহী' প্রার্থী নন; 'স্বতন্ত্র' প্রার্থী। এমনটা আগে কখনই কোনো জাতীয় নির্বাচনে দেখা যায়নি। এবারের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সারা দেশে বিপুল সংখ্যায় আওয়ামী লীগের নেতা 'বিদ্রোহী' নয় 'স্বতন্ত্র' প্রার্থী হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। মজার ব্যাপার হচ্ছে, স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে দলও সায় দিয়েছে।

কারণ, বিএনপি ভোটে আসেনি; ক্ষমতাসীনেরা প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচন দেখাতে চাইছেন। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যাতে কেউ জিততে না পারেন, এমন বার্তাও দেওয়া হয়েছে দলটির শীর্ষ পর্যায় থেকে। এর সঙ্গে রয়েছে ভোটারের বেশি উপস্থিতির প্রত্যাশা। আওয়ামী লীগের লক্ষ্য নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ করে তোলা, ভোট উৎসবমুখর করা ও কেন্দ্রে ভোটার উপস্থিতি বাড়ানো। নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক করে তুলতে তাইতো ভোটের মাঠে এবার আওয়ামী লীগ নিজ দলের নেতাদের 'স্বতন্ত্র' প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্ধিতা করার সুযোগ করে দিয়ে নতুন ইতিহাস রচনা করেছে। আর তাই তো 'নৌকা' প্রতীকের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে 'ঈগল' প্রতীক এবারের নির্বাচনে ব্যাপক আলোড়ন তুলেছে। কেননা, ব্যারিস্টার সুমনের মতো আওয়ামী লীগের অনেক নেতাই এবার 'ঈগল' প্রতীক নিয়ে ভোট যুদ্ধে নেমেছেন। আর এই যুদ্ধে ১০০ স্বতন্ত্র প্রার্থী বিজয়ী হলেও অবাক হবে না কেউ।

১৯৭৩ থেকে ১৯৮৮: চার নির্বাচন

এবার একটু পেছনের দিকে যাওয়া যাক। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর নতুন সংবিধান কার্যকর হয়। এর অধীনে ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ প্রথম সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ওই নির্বাচনে ৩০০ আসনের ১১টিতে ক্ষমতাসীন দলের প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান চারটি আসনে প্রার্থী হন এবং দুটি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। বাকি ২৮৯টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ২৮২ আসনে জয়ী হয়।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার পর দেশে শুরু হয় কালো অধ্যায়। বঙ্গবন্ধু সরকারের বাণিজ্যমন্ত্রী মোশতাক আহমদ রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নেন। ২০ আগস্ট তিনি ভূতাপেক্ষ কার্যকারিতা (রেট্রোস্পেকটিভ ইফেক্ট) দিয়ে সামরিক আইন জারি করেন। তিনি ২৪ আগস্ট কে এম সফিউল্লাহকে সরিয়ে জিয়াউর রহমানকে সেনাপ্রধান করেন।

বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর থেকে ৭ নভেম্বর পর্যন্ত সময়টা ছিল ব্যাপক ঘটনাবহুল। এ সময় সামরিক বাহিনীর উচ্চাভিলাসী কর্মকর্তাদের মধ্যে পাল্টাপাল্টি অভ্যুত্থানের ঘটনা ঘটে এবং জিয়াউর রহমান ক্ষমতার কেন্দ্রে চলে আসেন। বিচারপতি সায়েম রাষ্ট্রপতি হলেও ৭ নভেম্বরের পর জিয়াই সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছিলেন। ১৯৭৬ সালের ২৯ নভেম্বর তিনি প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক এবং ১৯৭৭ সালের ২১ এপ্রিল রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব নেন।

জিয়া রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর সেই বছরের ৩০ মে গণভোট হয়। জিয়ার ওপর জনগণের আস্থা আছে কি না, সেটা জানাই ছিল এর উদ্দেশ্য। গণভোটে তিনি প্রায় ৯৯ শতাংশ ভোট পেয়েছেন বলে সরকারিভাবে দেখানো হয়। পরে ১৯৭৮ সালের ৩ জুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ওই নির্বাচনে জিয়া তার প্রতিদ্বন্দ্বী মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক এম এ জি ওসমানীকে বড় ব্যবধানে হারিয়ে রাষ্ট্রপতি হন। ১৯৭৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর তিনি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) গঠন করে আনুষ্ঠানিকভাবে দলের নেতৃত্বে আসেন।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে 'জয়ী' হয়ে জিয়া জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। ১৯৭৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি দ্বিতীয় জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনের আগেই আওয়ামী লীগ দুই ভাগ হয়ে গিয়েছিল। এর এক অংশের নেতৃত্বে ছিলেন আবদুল মালেক উকিল। আরেক অংশের নেতৃত্ব দেন মিজানুর রহমান চৌধুরী। নবগঠিত বিএনপি, আওয়ামী লীগের দুই অংশ, ন্যাপ (মোজাফফর), সিপিবি, জাসদসহ মোট ২৯টি দল নির্বাচনে অংশ নেয়। সামরিক শাসনের অধীনে অনুষ্ঠিত ওই নির্বাচনে ৩০০ আসনের মধ্যে ২০৭টিতে জয়ী হয় বিএনপি। আওয়ামী লীগ (মালেক) পায় ৩৯টি আসন। আওয়ামী লীগ (মিজান) ২টি, জাসদ ৮টি এবং এমএলআইডিএল (মুসলিম লীগ ও ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ) পায় ২০টি আসন। এ ছাড়া স্বতন্ত্র প্রার্থীরা পেয়েছিলেন ১৬টি আসন।

১৯৮১ সালের ৩০ মে চট্টগ্রামে এক সেনাবিদ্রোহে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান নিহত হন। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব নেন উপরাষ্ট্রপতি আবদুস সাত্তার। ওই বছরের ১৫ নভেম্বর রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হয়। এতে এম এ জি ওসমানী ও ড. কামাল হোসেনের মতো প্রার্থীদের বিরুদ্ধে বিএনপির প্রার্থী বিচারপতি আবদুস সাত্তার বিজয়ী হন। ২৭ নভেম্বর তিনি ৪২ সদস্যের নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করেন। কিছুদিনের মধ্যেই ক্ষমতাসীন বিএনপি সরকারের মধ্যে উপদলীয় কোন্দল ও অনৈক্য তীব্র হয়ে ওঠে।

এমন পরিস্থিতিতে ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ সামরিক অভ্যুত্থানে সাত্তার ক্ষমতাচ্যুত হন। দেশে সামরিক আইন জারি হয়। সেনাপ্রধান হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ নিজেকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ঘোষণা করেন। এ সময় মন্ত্রিসভা বাতিল করা হয়, সংসদ ভেঙে দেওয়া হয় এবং সংবিধান স্থগিত করা হয়। ২৭ মার্চ সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি আবুল ফজল মোহাম্মদ আহসানউদ্দিন চৌধুরীকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দেওয়া হয়। ১৯৮৩ সালের ১১ ডিসেম্বর তিনি 'স্বাস্থ্যগত' কারণে পদত্যাগ করলে এরশাদ রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব নেন।

১৯৮৫ সালের ১ মার্চ এরশাদ সব ধরনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। শীর্ষস্থানীয় অনেক বিরোধী নেতাকে আটক করা হয়। সামরিক আইনের কড়া বিধি-নিষেধের মধ্যেই মার্চ মাসে জিয়ার মতো এরশাদও গণভোটের আয়োজন করেন। এতে তার পক্ষে ৯৪ ভাগ 'হ্যাঁ' ভোট পড়েছে বলে নির্বাচন কমিশন থেকে জানানো হয়।

১৯৮৬ সালের ১ জানুয়ারি এরশাদ জাতীয় পার্টি গঠন করেন। এরপর তিনি তৃতীয় সংসদ নির্বাচন আয়োজনের তোড়জোড় শুরু করেন। বারবার পরিবর্তনের পর ১৯৮৬ সালের ৭ মে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেওয়া হয়। ওই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ও ১৫ দলীয় জোটের কয়েকটি দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করলেও বিএনপির নেতৃত্বাধীন সাত দলীয় জোট নির্বাচন বর্জন করে।

ওই নির্বাচনে জাতীয় পার্টি ১৫৩টি আসনে জয়ী হয়। ৭৬টি আসন নিয়ে আওয়ামী লীগ সংসদের বিরোধী দল হিসেবে আবির্ভূত হয়। নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর আওয়ামী লীগ তাদের হেরে যাওয়া ১০০ আসনে পুনর্নির্বাচনের দাবি তোলে। ১৯৮৬ সালের ৩১ আগস্ট এরশাদ সেনাবাহিনী থেকে অবসর নেন এবং সেপ্টেম্বরে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হন। ১৫ অক্টোবর আরেকটি প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচনে তিনি রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। এরপর ১১ নভেম্বর সংসদে সংবিধানের সপ্তম সংশোধনী বিল পাস হয়। এর মাধ্যমে এরশাদের ক্ষমতা দখলকে বৈধতা দেয়া হয়।

১৯৮৬ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত সংসদ এরশাদের ক্ষমতা দখলকে আইনি বৈধতা দিলেও তার রাজনৈতিক বৈধতা ছিল প্রশ্নবিদ্ধ। কেননা, বেশির ভাগ বিরোধী দল তার নেতৃত্বাধীন সরকারকে বৈধ সরকার হিসেবে মেনে নেয়নি। তারা তার পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

১৯৮৭ সালের শেষ দিকে আন্দোলন তীব্র হয়। একপর্যায়ে আওয়ামী লীগসহ জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় বেশির ভাগ সংসদ সদস্য পদত্যাগ করেন। এমন পরিস্থিতিতে এরশাদ ২৭ নভেম্বর জরুরি অবস্থা জারি করেন এবং ৭ ডিসেম্বর সংসদ ভেঙে দেন।

দেশে নির্বাচনের পরিবেশ না থাকার পরও ১৯৮৮ সালের ৩ মার্চ আবার সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেওয়া হয়। এ রকম 'অবরুদ্ধ' অবস্থায় চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আওয়ামী লীগ, বিএনপিসহ অন্যান্য বিরোধী দল নির্বাচন বর্জন করায় ওই নির্বাচন নিয়ে মানুষের কোনো আগ্রহ ছিল না। জাতীয় পার্টি ও এরশাদের 'অনুগত' ছোটখাটো কিছু দল সেই নির্বাচনে অংশ নেয়।

১৯৮৮ সালের একতরফা নির্বাচনে বড় জয়ের পরেও এরশাদের বিরুদ্ধে বিরোধী দলগুলো আন্দোলন চালিয়ে যায়। এর পরিণতিতে নব্বইয়ের স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে তার পতন হয়। শেষ হয় এরশাদের সামরিক শাসনের অধ্যায়।

১৯৯১ থেকে ২০০৮ পাঁচ নির্বাচন

বাংলাদেশে ১৯৯০ সালে সামরিক শাসক জেনারেল এইচ এম এরশাদ ক্ষমতাচ্যুত হবার পর থেকে 'গণতন্ত্রে উত্তরণের' সময়কাল হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এরপর থেকে বাংলাদেশে যেসব নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে সেগুলোর ফলাফল নিয়ে পরাজিত পক্ষ সবসময় নাখোশ ছিল।

বড় দুটি রাজনৈতিক দল বিএনপি ও আওয়ামী লীগ যখন পরাজিত হয়েছে, তখন তারা নির্বাচনের ফলাফল মেনে নেয়নি। ১৯৯১ সাল থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে মোট পাঁচটি সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ওই নির্বাচনে বিজয়ী দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি। তবে নির্বাচনের ফলাফলে দেখা যায় কোনো দল সরকার গঠনের জন্য একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। এই নির্বাচনে বিএনপি ১৪০টি আসনে জয়লাভ করে। আওয়ামী লীগ জয়লাভ করে ৮৪টি আসনে। এছাড়া জাতীয় পার্টি ৩৫টি আসনে এবং জামায়াতে ইসলামি ১৮টি আসনে জয়লাভ করে। জামায়াতে ইসলামি বিএনপিকে সমর্থন দেয়। ১৯৯১ সালের ২০ মার্চ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন খালেদা জিয়া।

১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন বিএনপি সরকার এক বিতর্কিত নির্বাচন আয়োজন করে। দেশের সবকটি বড় রাজনৈতিক দল সে নির্বাচন বয়কট করেছিল। দুই প্রধান রাজনৈতিক দলের মধ্যে সমঝোতার জন্য নানা কূটনীতিকের আলোচনা ও মধ্যস্থতার চেষ্টা বিফলে যায়। বিরোধী দলগুলোর তীব্র আন্দোলন ও বয়কটের মুখে ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

আসন সংখ্যার বিচারে বাংলাদেশের নির্বাচনের ইতিহাসে সবচেয়ে জোরালো লড়াই হয়েছিল ১৯৯৬ সালে অনুষ্ঠিত সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে। সে নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পেয়েছিল ১৪৬টি আসন এবং বিএনপি পেয়েছিল ১১৬টি আসন। এছাড়া জাতীয় পার্টি ৩২টি এবং জামায়াতে ইসলামী তিনটি আসনে জয়লাভ করেছিল।

সরকার গঠন করার জন্য কোন দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। শেষ পর্যন্ত জাতীয় পার্টির সমর্থন নিয়ে সরকার গঠন করে আওয়ামী লীগ। এর মাধ্যমে ২১ বছর পরে ক্ষমতার মঞ্চে ফিরে আসে দলটি।

অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন নানা কারণে বাংলাদেশের রাজনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং ঘটনাবহুল অধ্যায়। বিএনপি এবং জামায়াতে ইসলামী জোটবদ্ধ হয়ে এই নির্বাচনে অংশ নেয়। ক্ষমতার মেয়াদ পূর্ণ করে সংবিধান অনুসারে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে আওয়ামী লীগ সরকার। তখন প্রধান উপদেষ্টা পদে আসীন হন তৎকালীন সদ্য সাবেক প্রধান বিচারপতি লতিফুর রহমান।

২০০১ সালের ১ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হয় অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন। ওই নির্বাচনে বিএনপি-জামায়াত জোট জয়ী হয়ে সরকার গঠন করে।

পর্যবেক্ষকদের অনেকে মনে করেন, ২০০৮ সালে অনুষ্ঠিত নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ছিল বাংলাদেশে সর্বশেষ অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন। সে নির্বাচনের পর আওয়ামী লীগ গত ১৫ বছর যাবত একটানা ক্ষমতায় রয়েছে।

২০১৪ সালের গত ৫ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হয় দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন। সেই নির্বাচনে বিএনপি-জামায়াত জোট অংশ নেয়নি। এর পর সবশেষ একাদশ জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর।

১৯৭৩ থেকে ২০২৩ সালড়পঞ্চাশ বছরের বাংলাদেশে ১১টি জাতীয় নির্বাচনে নানা ঘটনা ও বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। দৃশ্যমান অনেক বিবর্তনও চোখে পড়েছে। নারীর সংরক্ষিত আসন সংখ্যা যেমন বেড়েছে; তেমনি সরাসরি ভোটে অংশ নিয়ে অনেক নারী সংসদ সদস্য হয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর বাইরে মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীও হয়েছেন অনেকে। চোখের সামনে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির ফিরে আসাও দেখেছে দেশবাসী।

তবে এই নির্বাচনগুলোতে 'টাকার খেলা' চোখে পড়েছে সবচেয়ে বেশি। বাংলাদেশে শুরুর দিকে বিনা খবচে নির্বাচন করে সংসদ সদস্য হওয়ার নজিরও আছে। সে সময় সব দলের ত্যাগী-জনপ্রিয় নেতারা নির্বাচন করতেন; জয়ী হয়ে জনগণের কথা বলতেন। এমনও দেখা গেছে, সাধারণ মানুষ চাঁদা তুলে প্রার্থীর নির্বাচনি খরচ মিটিয়েছেন। সেই নির্বাচন ছিল স্বতঃস্ফূর্ত; সবার অংশগ্রহণে উৎসবমুখর নির্বাচন। অনেকে নিজের পকেটের টাকা খরচ করে 'দেশপ্রেমিক' প্রার্থীর নির্বাচনি খরচ যোগাতেনড়যেন তিনি নির্বাচিত হয়ে দেশের জন্য, দেশের মানুষের জন্য কাজ করেন। কিন্তু এখন আর সেই দিন নেই। প্রার্থী যেমন নির্বাচনটাকে 'ব্যবসা' হিসেবে নেন, তেমনি যিনি প্রার্থীর জন্য খরচ করেন তিনিও টাকা খরচ করেন 'বিনিয়োগ' হিসেবে। সংসদ সদস্য হলে অঢেল টাকার মালিক হয়ে রাতারাতি 'আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ' হওয়া যাবেড়এই আশায় নির্বাচনে দাঁড়ান। আর যিনি প্রার্থী বা নেতার জন্য নিজের পকেট থেকে খরচ করেনড়এই আশায় যেনো ১০ টাকা খরচ করে ১০ হাজার টাকার কাজ বাগিড়য়ে নেওয়া যায়। আর তার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়, ৭ জানুয়ারির নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের হলফনামায়। যে সব সংসদ সদস্য বা মন্ত্রী এবারের নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছেন তাদের সম্পদ কয়েক গুণ বাড়ার খবর এখন প্রতিদিনই পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে। বিভিন্ন জরিপে দেখা গেছে, বর্তমান জাতীয় সংসদে ৫৫ থেকে ৬০ শতাংশ সংসদ সদস্য হলেন বড় ব্যবসায়ী। বড় বড় শিল্প গ্রুপের কর্ণধারেরা এখন ব্যবসার পাশপাশি ভোটেও প্রার্থী হন, জয়ী হন, মন্ত্রী হন! দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনে যারা প্রার্থী হয়েছেন সরাসরি সরকারি দল হোক আর স্বতন্ত্র হোকড়একজনকেও খুঁজে পাওয়া যাবে না, যিনি কোটিপতি নন।

তাহলে কী আমরা বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিধর রাষ্ট্র আমেরিকার পথে হাটছি? আমেরিকায় যেমন 'বিলিয়নিয়ার্স ক্লাব'-এর সদস্য ছাড়া নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া যায় না, বাংলাদেশেও কী তেমনটি হতে চলেছে?

একটা বিষয় গুরুত্বের সঙ্গে আলোকপাত করে লেখাটি শেষ করতে চাই। বাংলাদেশে জাতীয় নির্বাচনে প্রার্থীরা কত খরচ করতে পারবেন, তার একটি সীমা বেঁধে দেয় নির্বাচন কমিশন। আগের মতো এবারও ভোটার প্রতি সর্বোচ্চ ব্যয় বেঁধে দিয়েছেন ১০ টাকা। তবে ভোটার যতই হোক না কেন, একটি সংসদীয় আসনে একজন প্রার্থী ২৫ লাখ টাকার বেশি ব্যয় করতে পারবেন না। আমার প্রশ্ন দেশের বর্তমান বাস্তবতায় ২৫ লাখ টাকা খরচ করে একজন প্রার্থীর জাতীয় নির্বাচন সম্পন্ন করা কি সম্ভব? যদি হয়তাহলে খুবই ভালো। আর যদি না নয়, তাহলে এই 'ঘোড়ার ডিমের' খরচের লাগাম বেধে দেওয়ার কোনো মানে আছে কি?-আবদুর রহিম হারমাছি, জার্মান বেতার ডয়চে ভেলে

ওবাংলাদেশ ইস্যুতে ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের চাওয়া মিলছে নন্স

৯ পৃষ্ঠার পর

প্রতিরক্ষামন্ত্রীদের 'টু-প্লাস-টু' বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এরপর ভারতের পররাষ্ট্র সচিব বিনয় কোয়াত্রা সাংবাদিকদের জানিয়েছিলেন, বৈঠকে বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে ভারতের অবস্থান 'স্পষ্ট' করা হয়েছে বলেও জানান তিনি। কোয়াত্রা জানান, যুক্তরাষ্ট্রকে জানানো হয়েছে, ''বাংলাদেশের নির্বাচন সেদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় এবং সেদেশের মানুষই তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন।"

বাংলাদেশের নির্বাচন ইস্যুতে কি তাহলে ভারত এবং যুক্তরাষ্ট্র মুখোমুখি?

বাংলাদেশের সাবেক পররাষ্ট্র সচিব মোহাম্মদ তৌহিদ হোসেন মনে করেন, পরিবর্তিত ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতিতে অ্যামেরিকার দৃষ্টিভঙ্গীও বদলেছে। তিনি ডিডাব্লিউকে বলেন, ''যেহেতু ইন্দোপ্যাসিফিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রহ অনেকটা বেড়েছে, সবক্ষেত্রে হয়তো সেটা ভারতের যে চাওয়া সেটার সঙ্গে মেলে না। বাংলাদেশের সঙ্গে একটা অর্থবহ সম্পর্ক তৈরি করতে যায় যুক্তরাষ্ট্র। সেটা আমার ধারণা, অনেকেরই ধারণা। সে কারণে তারা চায় এখানে একটি প্রোপার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হোক।"

তৌহিদ হোসেন বলেন, ''এই নির্বাচনের ব্যাপারে ভারত এবং চীনের অবস্থান এক। অথচ ভারত এবং চীন কিন্তু পরস্পর বিপরীত। এক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভারতের অবস্থান মেনে নেয়া মানে চীনের অবস্থানটাও মেনে নেয়া। কিন্তু এই মুহূর্তে চীনের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের একটা দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক চলছে, সেটা আমাদের মনে রাখতে হবে। কাজেই তারা তাদের স্বার্থ দেখবে, এজন্যই তারা নিজেদের একটা পদ্ধতি চাইবে, এ নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু তারা মনে করছে, তাদের স্বার্থ ভারত যে অবস্থান নিয়েছে সেটা দিয়ে রক্ষিত হচ্ছে না।"

ডয়চে ভেলে বাংলার ফেসবুক লাইভে যোগ দিয়েছিলেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাবেক অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট জেনারেল উৎপল ভট্টাচার্য। তিস্তা নদীর পানিবণ্টন, সীমান্ত হত্যাসহ নানা বিষয়ে ভারত-বাংলাদেশের বিরোধ ইস্যুতে তিনি ডিডাব্লিউকে বলেন, ''বাংলাদেশের অনেকে মনে করেন, বড় দেশ হওয়ায় ভারত বাংলাদেশের ওপর ইনফ্লুয়েন্স খাটাচ্ছে। তবে এই সব বিষয়েরই লং টার্ম সলিউশন হয়ে যাবে। এটা নিয়ে খুব বেশি স্টাবর্ন হওয়ার কিছু নেই। এটা বিরোধী দলের জন্য পয়েন্ট হতে পারে। তবে এগুলো কয়েক বছর সময় লাগলেও শেষ পর্যন্ত সমাধান হয়ে যাবে।" এ বিষয়ে অবশ্য সম্পূর্ণ একমত নন বাংলাদেশের সাবেক পররাষ্ট্র সচিব। তিনি মনে করেন, ভারতের সদিচ্ছার অভাবই এক্ষেত্রে মূল বাধা। তিনি বলেন, বাংলাদেশ-ভারতের সীমান্তই পৃথিবীর একমাত্র সীমান্ত, যেখানে নিয়মিত গুলি করে মানুষ হত্যা করা হয়। তিনি বলেন, ''দাদাগিরিতে কোনো সমস্যা নেই, যদি দাদা তার রোলটা ঠিকমতো প্লে করে। বাংলাদেশের মানুষের চোখে, দাদা সে রোলটা প্লে করছে না।" তিস্তা ইস্যুতে তিনি বলেন, "২০০৬ সালে এটা সমাধানের কাছাকাছি গিয়েছিল। তার মানে ১৫ বছর হয়ে গেছে। কোনো অগ্রগতি নাই, বরং পশ্চাদপসারণ হয়েছে। এগ্রিমেন্টের ড্রাফট এগ্রিড হয়ে যাওয়ার পর সেটা ডিপ ফ্রিজে রেখে দেয়া হয়েছে, কোনো কথাই নেই আর এ নিয়ে। এগুলোর কিন্তু প্রভাব পড়ে। তিস্তা নদীতে পানি কম আছে, আমরা সবাই জানি। প্রয়োজন অনেক বেশি। কিন্তু সেটা যে ভাগাভাগি করা যাবেই না, একটুও করা যাবে না, সেটা তো দাদাগিরি হলো না আসলে। সেটা নিগেটিভ দাদাগিরি হলো।"

নতুন যে মেরুকরণের রাজনীতি বিশ্বজুড়ে চলছে, তাতে বাংলাদেশের এখনই সরাসরি কোনো পক্ষে যাওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বলে মনে করেন না তৌহিদ হোসেন। এমনকি সরকার পরিবর্তন হলেও তারা চীনবিরোধী জোট কোয়াডে যোগ দেবে না বলে বিশ্লেষণ তার।

GRAND OPPENING

BUTTERFLY SENIOR DAY CARE
বাটারফ্লাই সিনিয়র ডে-কেয়ার

49-22 30th Avenue, Woodside, NY 11377

বর্তমান এজেন্সি ঠিক রেখেই আমাদের ডে-কেয়ারের সেবা নিতে পারেন

বর্তমানে আপনি যদি অন্য কোথাও সিনিয়র ডে-কেয়ার পরিষেবা নিয়ে থাকেন, তবে দয়া করে আমাদের একটি কল করুন। আমরা আপনাকে সর্বোত্তম পরিষেবা প্রদান করব।

আপনার শারীরিক ও মানসিক সুস্থ্যতাই আমাদের লক্ষ্য

Munmun Hasian Bari
Chairman

ডে-কেয়ারের মেম্বারদের জন্য সেবা সমূহ:

১. আমাদের পরিবহনের মাধ্যমে যাতায়াতের সু-ব্যবস্থা
২. প্রাথমিক ব্যায়ামের ব্যবস্থা
৩. কেরাম, লুডু, বিংগো সহ বিভিন্ন খেলার সু-ব্যবস্থা
৪. বিভন্ন শিক্ষামূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা
৫. দর্শনীয় স্থান পরিদর্শন
৬. নামাজের সু-ব্যবস্থা (মহিলাদের আলাদা)
৭. স্বাস্থ্যসম্মত / সকল ধরনের খাবার পরিবেশন
৮. জন্মদিন ও বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালন

Jubar Chowdhury
Executive Director

আজই ফোন করুন :

347-242-2175, 631-428-1901, Fax: 347-814-0885
info@butterflyseniordaycare.com

www.butterflyseniordaycare.com

বাংলাদেশের নির্বাচনে ভারত কেন গুরুত্বপূর্ণ -বিবিসির বিশ্লেষণ

৯ পৃষ্ঠার পর

ঢাকার সঙ্গে দিল্লির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখার যৌক্তিকতা বরাবরই তুলে ধরেছেন শেখ হাসিনা। ২০২২ সালে ভারত সফরের সময় বঙ্গবন্ধুকন্যা বলেছিলেন, ১৯৭১ সালের স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় ভারত, ভারতের সরকার, জনগণ ও সশস্ত্র বাহিনী যেভাবে বাংলাদেশের পাশে দাঁড়িয়েছিল, তা বাংলাদেশের ভুলে যাওয়া উচিত নয়।

তবে শেখ হাসিনা ও তাঁর দল আওয়ামী লীগের প্রতি ভারতের সমর্থনের বিষয়টির তীব্র সমালোচনা করেছে বিরোধী দল বিএনপি। দলটির জ্যেষ্ঠ নেতা (সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব) রুহুল কবির রিজভী বিবিসিকে বলেন, ‘কোনো নির্দিষ্ট দলকে নয়, ভারতের উচিত বাংলাদেশের জনগণকে সমর্থন করা। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে বাংলাদেশে গণতন্ত্র আসুক, তা ভারতীয় নীতিনির্ধারকেরা চান না।’

রিজভী অভিযোগ করেন, শেখ হাসিনা ও তাঁর সরকারের আয়োজিত ‘ডামি নির্বাচনকে’ খোলামেলা সমর্থন দিয়ে ভারত বাংলাদেশের জনগণকে ‘বিচ্ছিন্ন’ করে ফেলছে। বাংলাদেশের নির্বাচনে হস্তক্ষেপ করা হচ্ছেড়রিজভীর এমন অভিযোগের ব্যাপারে ভারতের অবস্থান জানতে চেয়ে দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক মুখপাত্রের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে এ বিষয়ে তিনি কোনো মন্তব্য করেননি।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে ওই মুখপাত্র বিবিসির প্রশ্নের জবাবে বলেন, ‘বাংলাদেশের নির্বাচন অভ্যন্তরীণ বিষয়; বাংলাদেশের জনগণ নিজেরাই ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে। তবে ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও অংশীদার দেশে শান্তিপূর্ণ নির্বাচন দেখতে চায় ভারত।’

তবে সেই নির্বাচনেও বিএনপি-জামায়াতে ইসলামী ক্ষমতা পেলে বাংলাদেশে ইসলামপন্থীদের ক্ষমতায় ফেরার পথ সুগম হবে বলে ভারত উদ্বিগ্ন। ২০০১-২০০৬ সালের ক্ষমতায় বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলের তিক্ত অভিজ্ঞতা দেশটি ভোলেনি।

এ বিষয়ে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের সাবেক হাইকমিশনার পিনাক রঞ্জন চক্রবর্তী বিবিসিকে বলেন, ‘তারা (বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার) অনেক জিহাদি গোষ্ঠীর জন্ম দিয়েছে, যেগুলো বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছিল। এর মধ্যে ২০০৪ সালে শেখ হাসিনাকে হত্যার চেষ্টা এবং পাকিস্তান থেকে আসা ১০ ট্রাক অস্ত্র আটকের ঘটনা অন্যতম।’

শেখ হাসিনা ২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসার পর ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোর বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর বিরুদ্ধে কাজ শুরু করেন। এসব গোষ্ঠীর বেশ কয়েকটি বাংলাদেশ থেকে পরিচালিত হচ্ছিল বলে অভিযোগ রয়েছে। এর মাধ্যমে শেখ হাসিনার প্রতি নয়াদিল্লির নেকনজর তীব্র হয়।

ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের গভীর সাংস্কৃতিক, জাতিগত ও ভাষাগত সামঞ্জস্য আছে। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় সামরিক সহায়তাসহ নানাভাবে বাংলাদেশের পাশে দাঁড়িয়েছিল ভারত। পাকিস্তানি সেনাদের বর্বর হামলার মুখে তখন লাখ লাখ মানুষকে কয়েক মাস আশ্রয় দিয়েছিল প্রতিবেশী দেশটি।

এ ছাড়া নিত্যপ্রয়োজনীয় অনেক পণ্য; যেমন পেঁয়াজ, চাল, ডাল, চিনি, সবজিসহ বিভিন্ন পণ্য আমদানির জন্য বাংলাদেশ ভারতের ওপর নির্ভরশীল। স্বাভাবিক কারণে বাংলাদেশের রান্নাঘর থেকে ভোটের রাজনীতিড়সব জায়গাতেই ভারত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক।

২০১০ সালের পর থেকে বাংলাদেশকে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ৭০০ কোটি ডলার ঋণ সহায়তা দিয়েছে ভারত। তারপরও পানিবণ্টন সমস্যা নিয়ে দুই দেশের মধ্যে কয়েক দশক ধরে টানাপোড়েন চলছে। এ ছাড়া বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে ভারতের নাক গলানোর অভিযোগও পুরোনো। এসব বিষয় নিয়ে প্রায়ই দুই দেশের মধ্যে কিছুটা হলেও অস্বস্তির প্রকাশ ঘটে।

বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক মূল্যায়ন করতে গিয়ে বাংলাদেশের বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের বিশেষ ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বিবিসিকে বলেন, ‘বাংলাদেশে ভারতের ভাবমূর্তি প্রশ্নবিদ্ধ। কারণ, ন্যায্য হিস্যা চাইলে বাংলাদেশ প্রতিবেশীর কাছ থেকে ভালো আচরণটা পায় না বা পাচ্ছে না। তা ছাড়া গণতান্ত্রিক বৈধতা প্রশ্নবিদ্ধ হলেও বর্তমান সরকারকে দিল্লি সমর্থন দিচ্ছে।’

শেখ হাসিনা দ্বিতীয়বারের মতো ক্ষমতায় আসেন ২০০৯ সালে। পরে টানা আরও দুই মেয়াদে সরকার চালাচ্ছেন তিনি। এসব নির্বাচনে ব্যাপক ভোট কারচুপির অভিযোগ আছে। তবে এসব অভিযোগ অস্বীকার করেছে আওয়ামী লীগ।

বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোতে স্থল, নৌ ও ট্রেন ট্রানজিট সুবিধা পেয়েছে ভারত। সমালোচকদের অভিযোগ, সুবিধা পেলেও ভারত নিজ ভূখণ্ড ব্যবহার করে ভূবেষ্টিত নেপাল ও ভুটানে বাংলাদেশকে বাণিজ্যিক লেনদেন চালাতে দিচ্ছে না।

এসবের বাইরেও ভারতের পক্ষে বাংলাদেশে বন্ধুত্বপূর্ণ সরকারের প্রত্যাশার আরও কৌশলগত কারণ আছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোর সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনে বাংলাদেশের স্থল ও নৌপথ ব্যবহারের সুবিধা চায় ভারত। কিন্তু নেপাল-ভুটানের সঙ্গে সড়কপথে বাণিজ্য সংযোগের জন্য চিকেন নেক বা মুরগির গলার মতো সরু প্রায় ২০ কিলোমিটার প্রশস্ত শিলিগুড়ি করিডর ব্যবহারের প্রসঙ্গ এলেই বন্ধু বেজার। তখন ভারতীয় নীতিনির্ধারকেরা আশঙ্কা দেখান, প্রতিদ্বন্দ্বী চীনের সঙ্গে সম্পর্ক বিবেচনায় ‘চিকেন নেক’ ব্যবহার করতে দিলে তা নয়াদিল্লির জন্য ‘কৌশলগত দুর্বলতায়’ পরিণত হতে পারে।

মানবাধিকার লঙ্ঘন ও বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের জন্য বাংলাদেশি কর্মকর্তাদের ওপর নতনু নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে চেয়েছিল বেশ কয়েকটি পশ্চিমা দেশ। তবে এই পদক্ষেপ হিতে বিপরীত হতে পারে বলে ভারত ঠেকানোর প্রয়াস পেয়েছে। এ ছাড়া চীনও যেহেতু বাংলাদেশে প্রভাব বাড়ানোর লড়াইয়ে নেমেছে, সেহেতু এখানে বন্ধুত্বপূর্ণ সরকার থাকা ভারতের জন্য খুবই জরুরি।

কূটনীতিক পিনাক রঞ্জন আরও বলেন, ‘আমরা পশ্চিমা বিশ্বের কাছে এই বার্তা দিয়েছি, যদি আপনারা শেখ হাসিনার ওপর বেশি চাপ প্রয়োগ করেন, তবে তিনি চীনের দিকে ঝুঁকে যেতে পারেন। যেমনটা করেছে অন্য দেশগুলো। এই বিষয় ভারতের জন্য কৌশলগত সমস্যা তৈরি করবে। আর তা আমরা হতে দিতে পারি না।’

দুই দেশের সরকারের মধ্যে সম্পর্ক ভালো থাকলেও অনেক বাংলাদেশিই ভারতের প্রসঙ্গ এলে ভুরু কুঁচকান। তাঁদেরই একজন ঢাকার সবজি ব্যবসায়ী জমির উদ্দিন। তিনি বলেন, ‘ভারতীয়রা সব ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করে বলে আমি মনে করি না। মুসলিমপ্রধান দেশ হওয়ায় ভারতকে নিয়ে আমরা সব সময় নানা সমস্যার মুখে পড়ি।’

তিনি আরও বলেন, ‘আমাদের নিজেদের সুরক্ষা নিজেদেরই নিশ্চিত করতে হবে। তারপর নাহয় অন্যের ওপর ভরসা। এমনটা না হলে আমরা বিপদে পড়ব।’

বাংলাদেশের সীমান্ত ঘেঁষে ইসলামপন্থীদের পুনর্গঠিত হওয়ার আশঙ্কায় ভারত যখন উদ্বিগ্ন, তখন ওপারে যা ঘটছে, তা নিয়ে সমান উদ্বিগ্ন বাংলাদেশিরাও। মানবাধিকার গোষ্ঠীগুলো বলছে, ২০১৪ সালে ভারতের হিন্দু জাতীয়তাবাদী বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর ভারতে ধর্মীয় সংখ্যালঘু, বিশেষ করে মুসলমানদের প্রতি বৈষম্য বেড়ে গেছে। তবে এসব অভিযোগ বরাবরই উড়িয়ে দিয়েছে বিজেপি।

বাংলাদেশ থেকে অবৈধ অভিবাসী অনুপ্রবেশের অভিযোগ প্রায়ই তোলেন ভারতের রাজনীতিবিদেরা। বিশেষ করে ক্ষমতাসীন হিন্দুত্ববাদী বিজেপির লোকজন এই অভিযোগ বেশি করেন। এমনকি আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি মুসলিমদেরও তাঁরা ‘বাংলাদেশের অবৈধ অভিবাসী’ হিসেবে আখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেন।

এ বিষয়ে পিনাক রঞ্জনের বক্তব্য হলো, ‘ভারতে সংখ্যালঘু মুসলমানদের সঙ্গে অন্যায় আচরণ বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের সঙ্গে অন্যায় আচরণের শঙ্কা বাড়িয়ে দেয়।’ উল্লেখ্য, বাংলাদেশের জনসংখ্যার ৮ শতাংশ হিন্দু।

সব মিলিয়ে এ বিষয়ে নয়াদিল্লির অবস্থান স্পষ্ট, বাংলাদেশের শাসনক্ষমতা শেখ হাসিনার হাতে থাকলেই তার স্বার্থের সর্বোত্তম সংরক্ষণ হবে। কিন্তু তা নির্ভর করবে বাংলাদেশের জনগণের কতটা কাছে নয়াদিল্লি পৌঁছাতে পারবে, তার ওপর। - সুত্র বিবিসি

সারা বিশ্বের চোখ এখন বাংলাদেশের নির্বাচনের দিকে

৯ পৃষ্ঠার পর

নির্বাচনের আশ্বাস দেন।

বাংলাদেশের বিশ্লেষকরা বলছেন, এই নির্বাচনে বিএনপি ও তাদের সমমনারা অংশ না নিলেও যুক্তরাষ্ট্রসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ভূরাজনৈতিক কারণে বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে আগ্রহ আছে। বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তাদের মিত্রদের সঙ্গে ভারত, চীন ও রাশিয়ার অবস্থানের পার্থক্য আছে। সবাই যার যার অবস্থান থেকে এই নির্বাচনকে তাদের মতো করে পর্যবেক্ষণ করছে। তারা মূলত এই নির্বানে যে বিষয়গুলো পর্যবক্ষণ করছে, তার মধ্যে আছে ১. নির্বাচন প্রক্রিয়া ২. ভোটার উপস্থিতি ৩. ভোটারদের স্বাধীনতা এবং ৪. সহিংসতা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ তানজীমউদ্দিন খান বলেন, “নির্বাচনকে ঘিরেই আমরা স্যাংশন বা নিষেধাজ্ঞা বলি তার আশঙ্কা, এর সঙ্গে নির্বাচনের পরে ব্যবস্থা, মর্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ অনেক দেশই অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের কথা বলেছে। সেটা হচ্ছে না। এখন তারা কোনো নতুন কথা বলতে চায় না বলেই নিবিড় পর্যবেক্ষণের কথা বলছে। তারা আসলে এই নির্বাচনটা দেখতে চায়।”

তার কথা, “এখন বাইরে থেকে কতটা চাপ আছে এটা বুঝতে তো তথ্যের প্রবাহ দরকার। আমাদের কাছে সেই তথ্য নাই। সংবাদমাধ্যমও নিয়ন্ত্রিত। তবে সরকারের পক্ষ থেকে যারা কথা বলছেন, শীর্ষ পর্যায় থেকে শুরু করে নির্বাচন কমিশন, তাদের কথায় বোঝা যায় তাদের কাছে তথ্য আছে। তারা কিন্তু নানা আশঙ্কার কথা বলছেন। সেটা হয়তোবা নির্বাচনের পরে বোঝা যাবে। তাই নির্বাচন পর্যন্ত আমাদের পরের পরিস্থিতি জানতে অপেক্ষা করতেই হচ্ছে।”

সাবেক রাষ্ট্রদূত মেজর জেনারেল (অব.) কে এম শহীদুল হক বলেন, “এখন পরিস্থিতি অনেকটা ধোঁয়াশার মধ্যে আছে। আমিও কিছুটা কনফিউজড। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যরা তো বুঝেই গেছেন যে, কী ফরম্যাটে নির্বাচনটা হচ্ছে। এখন যে নির্বাচনটা হচ্ছে, সেটা কীভাবে হয়, কেমন হয় সেটা তারা দেখতে চাচ্ছে। তারা এটারও ওপরও একটা অ্যাসেসমেন্ট করতে চায়। তারপরে সিদ্ধান্ত।”

যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রদূত এম হুমায়ুন কবির মনে করেন, “নির্বাচনে তো বিএনপিসহ আরো অনেক দল নেই। তাই অংশগ্রণমুলক হচ্ছে না এটা তো স্পষ্ট। তারপরও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ আরো অনেক দেশ যে নির্বাচনটা হতে যাচ্ছে সেটা কেমন হয় তা তারা দেখতে চাচ্ছে। আর ইউরোপের দেশগুলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ফলো করে- এভাবে না বলে বলতে হবে ইউরোপের দেশগুলো গণতান্ত্রিক। তারাও গণতন্ত্র চায়।”

তার মতে, “বাংলাদেশ নতুন কী পরিস্থিতির মুখোমুখি হবে তার একটি প্যারামিটার হবে ৭ জানুয়ারির নির্বাচন।”

তিনি বলেন, “সব দেশই তার দেশের স্বার্থ আগে দেখে। আমাদের এখানে রাজনৈতিক বিভাজন তৈরি হয়েছে। সেই সুযোগে তারা স্বার্থ আদায় করতে চায়। ভারত তার স্বার্থেই কথা বলছে।” কে এম শহীদুল হক বলেন, “ভারত আসলে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে দেশকেন্দ্রিক নয়, দলকেন্দ্রিক।”- হারুন উর রশীদ স্বপন, জার্মান বেতার ডয়চে ভেলে

চীন যেভাবে হলিউডকে বদলে দিচ্ছে

৬ পৃষ্ঠার পর

থাকে। গর্বিত পাঠের বাইরে গিয়েও কিছু চলচ্চিত্র তৈরি হয়েছে ইতিহাসের পুনঃপাঠ আকারে। রয়েছে বাণিজ্যিক চলচ্চিত্রও। আশির দশকে আমেরিকান সিনেমায় আমেরিকান হওয়াটাকে গৌরবের সঙ্গে দেখানো হতো। কমিউনিস্ট না হওয়া কিংবা সোভিয়েতপন্থী না হওয়া নিয়ে গর্ব। চীন সেটাও করছে। ‘উলফ ওয়ারিয়র’-এর মতো ব্লকবাস্টার সিনেমার প্রভাব চলচ্চিত্রের জগতে দীর্ঘ। যদিও কিছু অংশে এমন একটি ধারণা রয়েছে যে উলফ ওয়ারিয়রের মতো চলচ্চিত্রের কারণে বিশ্বমঞ্চে চীনের নেতিবাচক চিত্রই তৈরি হবে। গৃহীত হবে এক ধরনের প্রোপাগান্ডা চলচ্চিত্র হিসেবে। চীনের বক্স অফিসে সরকার প্রযোজিত সিনেমা চলে। খুব সম্ভবত সরকার চলচ্চিত্র নির্মাতাদের একটা নতুন দিকে নেয়ার চেষ্টা করছে। সরকারের ভেতরে এমনও অংশ আছে, যারা ‘উলফ ওয়ারিয়র টু’ পছন্দ করে না। একজন সৈনিক যে রাষ্ট্রের ওপর নির্ভর না করেই সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, এটা তাদের বার্তা নয়।

চলচ্চিত্র নির্মাণ দীর্ঘকাল ধরেই ব্যক্তিগত অভিব্যক্তির বাহন। চীন ও হলিউডের চলচ্চিত্র নির্মাতাদের জন্য বিড়ম্বনা হলো চীনা রাষ্ট্র দ্বারা নির্ধারিত সীমারেখা। বলা হয়েছে, কতিপয় বিষয়গুলোকে এড়িয়ে গেলে গল্প বলার জন্য যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।"চীনের ব্যবস্থা ও মূল্যবোধের সঙ্গে বোঝাপড়া করাটা বিদেশী চলচ্চিত্রের জন্য অনিবার্য। তার জন্যই তারা বিশেষ ব্যবস্থা তৈরি করেছে। সমাজে শিল্পের ভূমিকা নিয়ে পশ্চিমা প্রত্যাশার সঙ্গে সংঘর্ষ তাই স্বাভাবিক। কেউ কেউ অবশ্য শিল্পের সীমাবদ্ধতাকে মেনেই এগিয়ে যেতে চান। তাদের কাছে কার্যকর শিল্প সীমাবদ্ধতা থেকে আসে। সেক্ষেত্রে চীনের সাংস্কৃতিক সেন্সরশিপ তার বৈশ্বিক আবেদনের ওপর সীমাবদ্ধতা নয়। তাদের চলচ্চিত্র আন্তর্জাতিকতা পায় না এ সেন্সরশিপের কারণে, এমনটা ভাবলে ভুল হবে। যদি সবকিছু মেনেই নির্মিত চলচ্চিত্র লাখো চীনা নাগরিকের কাছে আবেদন তৈরি করতে পারে, তা কেন অন্য দর্শকদের কাছে আবেদন রাখতে পারবে না?

কোনো চলচ্চিত্রকে নিষিদ্ধ করা হলে বেইজিং তার কারণ ব্যাখ্যা করে। তার পরও চীনের জন্য একটা বিষয় বেশ ব্যতিক্রম। দেখা যায় সেখানে একটি নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তারপর হঠাৎ নতুন কোনো নীতি এসে পূর্ববর্তী নীতিকে সম্পূর্ণরূপে বাতিল করে দেয়। ফলে সিনেমা তৈরির সময় চীনের বাজার নিয়ে আগে থেকে ভাবা অনেক সময়ই অনিশ্চয়তায় পর্যবসিত হয়। হলিউডও এ ব্যাপারে সতর্ক। চলমান তাইওয়ান সংকট নিয়ে হলিউড অভিনেতার মন্তব্য কিংবা অবস্থান তাদের পরবর্তী চলচ্চিত্র নির্মাণে প্রভাবিত করবে। তারা আগে মাথায় রাখতে চায় চীনের বাজারকে। অর্থাৎ এমন কোনো সিদ্ধান্তের আগে সবাইকে পুনরায় মূল্যায়ন করতে হবে সম্পর্ক। প্রয়োজনে স্ক্রিপ্ট পুনরায় পড়া হবে, যেন চীন থেকে নেতিবাচক কোনো সিদ্ধান্ত না আসে। এর মধ্য দিয়েই জন্ম নিয়েছে স্বয়ংক্রিয় সেন্সরশিপের সংস্কৃতি। স্টুডিওর নির্বাহীরা বেইজিং কী চায় ও কী চায় না, এ বিষয়ে রীতিমতো বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠেছেন সাম্প্রতিক দিনগুলোয়। স্টুডিও প্রধানরা এমনভাবে স্ক্রিপ্ট পড়েন, যেন তারা বেইজিংয়ের সেন্সর বোর্ড। সমস্যা হওয়ার আশঙ্কা আছে, এমন যেকোনো কিছু নিয়ে তারা সতর্ক। খুব সম্ভবত একেই বলে ঝিকে মেরে বউকে শেখানো। মাত্র দুইটা উদাহরণ তৈরি করতে হয়েছে চীনকে। তারা ‘কুন্দুন’ ও ‘সেভেন ইয়ার্স ইন টিবেট’-এর ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাতেই অবস্থান স্পষ্ট হয়ে গেছে, দালাই লামা নিয়ে কথা বলা যাবে না। কেবল টিভিতে হাজির করা না, তাকে সবার সামনে সমর্থনও দেয়া যাবে না। পরবর্তী হলিউড সিনেমায় তা পালন করা হয়েছে।

ইতিহাস ঘাঁটলে সেন্সরশিপের বহু নজির পাওয়া যাবে। সমসাময়িক কিছু দেশেও অনুরূপ পরিস্থিতি তৈরি করেছে। গত শতকের হিটলারের আমলে হলিউড নিজেই সেন্সরশিপ চালু করেছিল। হিটলারের প্রতিনিধিরা লস অ্যাঞ্জেলেসে অভিনেতাদের হেনস্তা করত। চীনা সেন্সরশিপ বর্তমান হলিউডকে নতুন করে সেই সময়ের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। হিটলারের আমলের ঘটনা ইতিহাসে পরিচিত হেইস কোড নামে। তবে হেইস কোডের সঙ্গে চীন-হলিউড সম্পর্কের একটা মৌলিক পার্থক্য আছে। হেইস কোড ছিল ধর্মীয়ভাবে অনুপ্রাণিত প্রতিক্রিয়া। বিপরীতে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিক্রিয়া রাজনৈতিক। চীনের সেন্সর আরোপ করাটা মূলত মানুষকে খুশি রাখা বা নৈতিকতা বজায় রাখা নয়, দেশের অভ্যন্তরে শাসনকার্যে স্থিতিশীলতা বজায় রাখা। ফলে হলিউড-চীন সম্পর্কে পরিবর্তন আনতে হলে খোদ রাজনৈতিক নীতিনির্ধারণী পর্যায়েই বড় ধরনের পরিবর্তন আনতে হবে। বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক স্বার্থ বিবেচনা করে এর মধ্যেই নয়া প্রবণতা তৈরি হয়েছে। দুই দেশের মধ্যে যৌথ প্রযোজনার প্রবণতা বাড়ছে। কারণ যৌথ প্রযোজনায় চীনের বক্স অফিসেও ভালো করার সুযোগ তৈরি হয় হলিউডের জন্য। কিন্তু একটা অনিশ্চয়তা সবসময়ই থেকে যাচ্ছে। সামগ্রিকভাবে চীনের বক্স অফিস ও চীনের বাজারে প্রবেশ করার জন্য হলিউডের জন্য এখনো লাভজনক। স্টুডিওগুলো চীনের তারকা করতে নিতে অথবা চীনা গল্পে জড়িত হতে ইচ্ছুক। সাম্প্রতিক দিনগুলোয় মার্ভেলের সিনেমা ‘শাংচি’ এবং ‘এটারনালস’-এ দেখা যায় গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র নিয়ে প্রতিনিধিত্ব করছে চীন। এটা চীনের বাজারে প্রভাব ফেলার প্রতি একটা আগ্রহকেই তুলে ধরে। তার পরও হলিউডের জন্য বাণিজ্যিক দিক বিবেচনায় এ জায়গাটা আসলে পুঁতে রাখা মাইনের মতো। যেখানেই পা পড়বে, বিস্ফোরণের আশঙ্কা থাকবে। কিন্তু সে ভয়েই কে চীনের বাজারতে ভুলে যেতে পারবে?

গত কয়েক বছরে আমেরিকার জনসাধারণ দেশটির চলচ্চিত্র নির্মাণ ও থিয়েটার ব্যবসায় চীনা প্রভাব সম্পর্কে আরো সচেতন হয়েছে। চিত্র বদলাতে শুরু করেছে। চীনের প্রতি ট্রাম্প প্রশাসনের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অনেকটাই চরমপন্থী ধরনের। সময়টা এতটাই তিক্ত ছিল যে উদারপন্থী এবং বামরাও তখন চীনের সমালোচনা করতে বিব্রত বোধ করত। তারা নিজেদের জেনোফোবিক হিসেবে চিহ্নিত করতে চাইতেন না। নিজেদের ট্রাম্পের দলে বা তার সমর্থকদের দলে ফেলতে চাননি। কিন্তু পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটছে। ডেমোক্র্যাট ও প্রগতিশীলরা আরো বেশি মনোযোগ দিচ্ছেন। আরো সম্প্রসারণ হচ্ছে সমালোচনার জায়গা। তাছাড়া পশ্চিমা কোম্পানিগুলো চীনা বাজারে প্রবেশাধিকার বজায় রাখতে কতটুকু করতে পারবে, সেটাও বিবেচ্য। চীনে প্রবেশাধিকার বজায় রাখার জন্য অনেক ক্ষেত্রে ছাড় দিচ্ছে চলচ্চিত্র নির্মাতা প্রতিষ্ঠান। এজন্য দেশের অভ্যন্তরে যে বিব্রতকর পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে না, তা কিন্তু না। তার পরও খোদ হলিউডের এখনো চীনকে প্রয়োজন। ঠিক তার পরিণাম হিসেবেই হলিউডে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দখল করে নিয়েছে চীন। চীনকে জড়িয়ে কিছু বলতে গেলে অবশ্যই চীনের রাজনৈতিক ইচ্ছাকে মেনেই বলতে হবে। হলিউড ও চীনের এ পারস্পরিক পরিবর্তন চলচ্চিত্রের ইতিহাসে অন্যতম বড় ঘটনা হয়ে থাকবে। আহমেদ দীন রুমি: লেখক

গাজায় যুদ্ধ থামাতে যুক্তরাষ্ট্র-ইউরোপের নতুন প্রচেষ্টা

৫ পৃষ্ঠার পর

তীরেও যাবেন তিনি। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথু মিলার বলেছেন, মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর এবারের সফর কারও স্বার্থে নয়। এই অঞ্চল (মধ্যপ্রাচ্য) বিশ্ব বা ইসরায়েলের জন্য নয়। এবার সফর হবে এই যুদ্ধ যেন গাজার বাইরে ছড়িয়ে না পড়ে তা নিশ্চিত করা।

শুধু যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী নয় ইউরোপীয় ইউনিয়েনের পররাষ্ট্রবিষয়ক প্রধান জোসেপ বোরেলও মধ্যপ্রাচ্য সফর করবেন। শুক্রবার তার লেবানন সফরের কথা রয়েছে। খবর রয়টার্সের।

নির্বাচনে ট্রাম্প অংশ নিতে পারবেন কি না রায় দেবে সুপ্রিম কোর্ট

৫ পৃষ্ঠার পর

সংবিধানের এ ধারাটির বিশদ ব্যাখ্যা করবেন।

সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে রিপাবলিকান পার্টির নেতা হিসেবে আগামী নভেম্বরে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন ট্রাম্প। তার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে থ াকবেন বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন।

ট্রাম্পকে মিনসোতা এবং মিশিগান রাজ্য থেকেও অযোগ্য ঘোষণার চেষ্টা চালানো হয়েছে। তবে এই প্রচেষ্টা বাতিল করে দিয়েছেন রাজ্যগুলোর সর্বোচ্চ আদালত।

২০২৩ সালে রেকর্ড ১৩ লাখ জনশক্তি রপ্তানি করেছে বাংলাদেশ

১১ পৃষ্ঠার পর

প্রায় ৫ হাজার বাংলাদেশি। সিঙ্গাপুরে নিয়োগ পেয়েছে ৫৩ হাজার বাংলাদেশি।

অপ্রচলিত কিছু গন্তব্যের কারণে গত বছরের ১১ ডিসেম্বরের পর্যন্ত দক্ষ কর্মী অভিবাসন ২২ শতাংশ বেড়েছে। গত বছর বিদেশে কর্মসংস্থান হওয়া দক্ষ বাংলাদেশি কর্মীর সংখ্যা ৩.০৮ লাখ। ২০২২ সালে এটি ছিল ২.৫২ লাখ।

বিএমইটির মতে, গত বছর অদক্ষ কর্মীদের অভিবাসনও (স্বল্প দক্ষ হিসেবে উল্লিখিত) বেড়েছে। এটি বাংলাদেশের মোট বিদেশি কর্মসংস্থানের ৫০ শতাংশ, যেখানে দক্ষ কর্মীর হার ২৫ শতাংশ।

নিয়োগকারীদের মতে, প্রধানত দক্ষ খাতগুলোর মধ্যে রয়েছে ড্রাইভার, পরিচর্যাকারী, গৃহকর্মী, আতিথেয়তা কর্মী, ইলেকট্রিশিয়ান, কোয়ালিটি কন্ট্রোল সুপারভাইজার, রেফ্রিজারেশন ও এয়ার কন্ডিশনার টেকনিশিয়ান ইত্যাদি।

গত বছর ডাক্তার, নার্স, প্রকৌশলী ও প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ সহ ৫০ হাজার ১৫৮ জন পেশাদার কর্মীকেও বিদেশে পাঠিয়েছে বাংলাদেশ। আগের বছর এ সংখ্যা ছিল মাত্র ৩ হাজার ৬৪০ জন।

যেসব কারণে রেমিট্যান্স বাড়ছে না

এদিকে অভিবাসন বিশেষজ্ঞ এবং ব্যাংকাররা বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও রেমিট্যান্সের মধ্যে পার্থক্যের জন্য তিনটি প্রাথমিক কারণকে চিহ্নিত করেছেন। এক. স্বল্পদক্ষ পেশার আধিক্য, অবৈধ অর্থ স্থানান্তর চ্যানেলের ব্যবহার (হুন্ডি), এবং বিদেশি নিয়োগকারীদের ভুয়া বা প্রতারণামূলক চাকরির প্রস্তাব।

প্রতিশ্রুত চাকরি না পাওয়ার অভিযোগ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সির মহাসচিব আলী হায়দার চৌধুরী বলেন, চাকরি নিশ্চিত না করে কর্মীদের বিদেশে যাওয়ার সুযোগ নেই। যারা তাদের পরিবার ও বন্ধুদের মাধ্যমে সংগ্রহ করা তথাকথিত ফ্রি ভিসা নিয়ে বিদেশে যাচ্ছেন, তারা শেষ পর্যন্ত সমস্যায় পড়েন। অনেকে তাদের নিয়োগকারীদের কাছ থেকে পালিয়ে যাওয়ার পরে চাকরি নিশ্চিত করতে অসুবিধার সম্মুখীন হন।”

তিনি বলেন, “আমরা একটি মাইলফলক অর্জন করেছি। কারণ রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো বৈধ চাহিদার ভিত্তিতে কর্মী পাঠাতে সক্ষম হয়েছে।” তিনি আরো বলেন, “যদি কেউ তার গন্তব্যের দেশে কাজ না পায়, তাহলে এর দায় সংশ্লিষ্ট সংস্থার নয়। এই চাহিদাপত্রগুলো বাংলাদেশের দূতাবাসসহ একাধিক পর্যায়ে পর্যালোচনা এবং যাচাই হয়ে থাকে। এরপরই সংস্থাটি কর্মী পাঠানোর অনুমতি পায়।” বিএমইটির কর্মসংস্থান বিভাগের এক কর্মকর্তা দাবি করেন, মোট অভিবাসীর তুলনায় কাজ খুঁজে পান না এমন শ্রমিকের সংখ্যা খুবই কম।-দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড

এপস্টেইনের যৌন কেলেঙ্কারির নথিতে বিল ক্লিনটন, ট্রাম্প ও প্রিন্স অ্যান্ড্রুর নাম

৬ পৃষ্ঠার পর

সালে যৌন ব্যবসার নানা অভিযোগের বিচার চলাকালে কারাগারের আত্মহত্যা করেন তিনি।

গতকাল প্রকাশিত নথিতে খ্যাতনামা যেসব ব্যক্তির নাম এসেছে, সেগুলো আগেই বিভিন্ন গণমাধ্যমের খবরে ও আদালতের কার্যক্রমে জানা গিয়েছিল। ধারণা করা হচ্ছে, পুরো নথি প্রকাশিত হলে প্রায় ২০০ জনের নাম সামনে আসতে পারে। তাঁদের মধ্যে থাকতে পারেন এপস্টেইনের বিরুদ্ধে নিপীড়নের অভিযোগ তোলা ব্যক্তি, রাজনীতিবিদ ও ব্যবসায়ীসহ অনেকেই।

প্রকাশিত নথিতে বিল ক্লিনটন ও প্রিন্স অ্যান্ড্রু ছাড়াও নাম রয়েছে প্রয়াত পপতারকা মাইকেল জ্যাকসন, বিশ্ব বিখ্যাত জাদুশিল্পী ডেভিড কপারফিল্ডর নামও। নথিতে দেখা গেছে, জোহানা এসজোবার্গ নামের এক নারী অভিযোগ করেছিলেন, ২০০১ সালে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরের ম্যানহাটন এলাকায় এপস্টেইনের একটি বাসায় তাঁর ওপর যৌন নির্যাতন করেছিলেন প্রিন্স অ্যান্ড্রু। তবে ওই অভিযোগ ‘মিথ্যা’ বলে আগেই দাবি করেছিল বাকিংহাম প্যালেস। তবে নথি প্রকাশের পর নতুন করে মন্তব্য করতে রাজি হয়নি তারা। নথিতে ক্লিনটনকে নিয়েও জোহানা এসজোবার্গের বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে, এপস্টেইনের ব্যক্তিগত উড়োজাহাজে ভ্রমণ করেছিলেন ক্লিনটন। চলতি শতকের শুরুর দিকে ওই উড়োজাহাজে করে মানবিক সহায়তার উদ্দেশ্যে আফ্রিকায় সফরে গিয়েছিলেন ক্লিনটন। এ সময় তিনি এপস্টেইনকে ‘পরোপকারী’ বলেও অভিহিত করেছিলেন। তবে পরে তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন ক্লিনটন। ক্যারিবীয় অঞ্চলে এপস্টেইনের একটি ব্যক্তিগত দ্বীপে ক্লিনটনের সফর নিয়ে একটি খবরও মামলার শুনানিতে ওঠে। তবে জিসলেন ম্যাক্সওয়েলের এক আইনজীবী দাবি করেছিলেন, খবরে উল্লেখিত তারিখের মধ্যে কখনোই ওই দ্বীপে সফর করেননি ক্লিনটন। এসজোবার্গের জবানবন্দিতে উঠে এসেছেড়এপস্টেইন তাঁকে বলেছিলেন, ২০০১ সালে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সি অঙ্গরাজ্যে নিজের একটি ক্যাসিনোতে যাওয়ার পথে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন তিনি। তবে নথিতে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে কোনো ‘অপকর্মের’ অভিযোগ তোলা হয়নি।- বিবিসি

ইহুদিবিদ্বেষ ও প্লেজারিজম, পদত্যাগ করলেন হার্ভার্ডের প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্ট

৭ পৃষ্ঠার পর

গত ৫ ডিসেম্বর ক্লডিন গে ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি ও ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভানিয়ার প্রেসিডেন্টদের সঙ্গে মিলে মার্কিন কংগ্রেসের সামনে জবানবন্দি দেন। তাঁদের জবানবন্দির বিষয় ছিল ৭ অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া হামাস-ইসরায়েল সংঘাতের পর তাঁরা নিজ নিজ ক্যাম্পাসে ইহুদিবিদ্বেষ কীভাবে মোকাবিলা করেছেন।

পরে ক্লডিন গের পদত্যাগ দাবি করে যৌথ বিবৃতি দেন ৭০ মার্কিন আইনপ্রণেতা। যদিও ক্লডিন গে তাঁর জবানবন্দির জন্য ক্ষমা চান কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি তাঁর। একই অভিযোগ অর্থাৎ ইহুদিবিদ্বেষের অভিযোগ মাথায় নিয়ে এর আগে পদত্যাগ করেন পেনসিলভানিয়া ইউনিভার্সিটির প্রেসিডেন্ট লিজ ম্যাগিল।

শুনানিতে প্রত্যেকের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, যে শিক্ষার্থীরা তাঁদের ক্যাম্পাসে ‘ইহুদিদের গণহত্যার’ ডাক দিয়েছিলেন, তাঁরা আচরণবিধি লঙ্ঘন করেছেন কি না। এই তিনজন শুনানিতে বেশ দীর্ঘ, আইনানুগ এবং আপাতদৃষ্টিতে এড়িয়ে যাওয়ার মতো উত্তর দিয়েছিলেন বলে জানানো হয় প্রতিবেদনে।

শুনানিতে রিপাবলিকান কংগ্রেসওম্যান এলিস স্টেফানিক তিন প্রেসিডেন্টকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, ইহুদিদের গণহত্যার ডাক দেওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম বা আচরণবিধি লঙ্ঘন কি না। স্টেফানিকের কার্যালয় অনুসারে, এই প্রশ্নের কোনো সুনির্দিষ্ট জবাব দেননি ম্যাগিল। তারপর আবার উত্তরের জন্য স্টেফানিক চাপ দিলেও ম্যাগিলের কাছ থেকে জবাব হিসেবে কোনো হ্যাঁ কিংবা না শুনতে পাননি তিনি। এরপর স্টেফানিক বলেন, ‘সুতরাং উত্তরটি হ্যাঁ।’ এর জবাবে ম্যাগিল বলেন, এর উত্তর প্রেক্ষাপটের ওপর নির্ভর করে।

অন্য প্রেসিডেন্টদের কাছ থেকেও অনুরূপ উত্তর শুনে ক্ষেপে যান স্টেফানিক। তিনি রাগে ফেটে পড়ে বলেন, ‘এর উত্তর প্রেক্ষাপটের ওপর নির্ভর করে না। উত্তরটি হ্যাঁ এবং এ কারণেই আপনাদের পদত্যাগ করা উচিত।’ হার্ভার্ডের প্রেসিডেন্ট ক্লডিন গে তাঁর ক্যাম্পাসে ইহুদিবিরোধী সহিংসতার হুমকির আরও জোরালো নিন্দা করতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য পরে ক্ষমা চেয়েছিলেন।

যুক্তরাষ্ট্র কি আবার স্বেচ্ছায় একঘরে হতে চলেছে

৬ পৃষ্ঠার পর

সীমানার বাইরে বহুদূর পর্যন্ত তার প্রভাব পড়ে। রাশিয়ান প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের প্রতি ট্রাম্পের অনুরাগ, নিজের ব্যক্তিগত লাভের স্বার্থে ইউক্রেনের জাতীয় স্বার্থ বিসর্জন দেওয়ার ইচ্ছা, কংগ্রেসে আন্তর্জাতিকতাবাদী মধ্যপন্থী রিপাবলিকান আইনপ্রণেতাদের সংখ্যা কমে যাওয়া ইত্যাদি কারণে ট্রাম্প নির্বাচিত হলে ইউরোপের ক্ষেত্রে মার্কিন নীতি অনেকটাই বদলে যাবে। এর মধ্যে ন্যাটো থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে একতরফাভাবে প্রত্যাহার করা এবং ইউক্রেনে সহায়তা দেওয়া বন্ধ করে দেওয়ার মতো ঘটনাও ঘটতে পারে। ট্রাম্প একইভাবে এশিয়া প্যাসিফিকের নিরাপত্তাসৌধে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার ক্ষেত্রেও প্রতিশ্রুতিহীন। এখন পর্যন্ত এটা পরিষ্কার নয় যে ট্রাম্প তাঁর নিত্যদিনের চীনবিরোধী বাগাড়ম্বর ও কিম জংউনের প্রতি আগ্রহের বাইরে গিয়ে ইন্দো-প্যাসিফিকের নিরাপত্তার গুরুত্ব কতটা বুঝতে পারছেন। এশিয়ার প্রতি ট্রাম্পের ধারণার পার্থক্য তুলনামূলক কম হওয়ায় ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে মার্কিন মিত্রদের দশা ইউরোপের মতো অতটা খারাপ নাও হতে পারে। কিন্তু যে অনিশ্চয়তা তৈরি হচ্ছে, তাতে করে সেখানকার শৃঙ্খলায় হুমকি তৈরি হবে।

মধ্যপ্রাচ্যের ক্ষেত্রে ট্রাম্প ইসরায়েলি সমাজের সেই অংশের সঙ্গে নিজেকে মেলাতে চাইবেন, যাঁরা কিনা চান চরমপন্থা অবলম্বন করে এই সংঘাতের অবসান হোক। এ ক্ষেত্রে সমাধানগুলো হতে পারে গাজা পুরোপুরি দখলে নেওয়া, পশ্চিম তীরে আরও সংঘাত উসকে দেওয়া, ফিলিস্তিনি জনসাধারণের ব্যাপক ও স্থায়ী গণবাস্তুচ্যুতি এবং পবিত্র স্থান জেরুজালেমের স্থিতাবস্থার অবসান। বাইডেনের পররাষ্ট্রনীতি বিশ্বজুড়ে আমেরিকার মিত্র ও বন্ধুদের জন্য আশীর্বাদ। বাইডেন বহুপক্ষীয় প্রাতিষ্ঠানিকতার ওপর আস্থাশীল। তিনি বুঝতে পেরেছেন, যুক্তরাষ্ট্র একটি বৈশ্বিক ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে, যেটা আমেরিকানদের নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধি দেয়। এই একই ব্যবস্থা এশিয়া প্যাসিফিকের মিত্রদেরও নিরাপত্তা, সমৃদ্ধি ও স্থিতিশীলতা দেয়।

কিন্তু ট্রাম্প পুরোপুরি ভিন্ন ভাবনার লোক। তাঁর রাজনীতির মূলে রয়েছে সবকিছুই নাকচ করে দেওয়া। বাইডেন যদি আমেরিকার বৈশ্বিক নেতৃত্ব, বহুপক্ষীয় প্রতিষ্ঠান ও সহযোগিতামূলক পররাষ্ট্রনীতির সমর্থক হন, ট্রাম্প সে ক্ষেত্রে পুরোপুরি বিপরীত চরিত্রের। দ্বিতীয় দফায় নির্বাচিত হলে আমেরিকাকে সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবেন তিনি। টমাস পেপিনস্কাই যুক্তরাষ্ট্রের কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াবিষয়ক কর্মসূচির পরিচালক। এশিয়া টাইমস থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্তাকারে অনূদিত

গাজায় গণহত্যা হয়নি বলে মনে করে যুক্তরাষ্ট্র

৭ পৃষ্ঠার পর

ফলাফল আসবে না।’ আগামী ১১ ও ১২ জানুয়ারি সেই মামলার ওপর শুনানির দিন ধার্য করেছেন ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অব জাস্টিস। শুনানির সময় উপস্থিত থাকতে ইসরায়েলকে তলবও করেছেন আইসিজে।

আদালতের এই আদেশের প্রতিক্রিয়ায় ইসরায়েলের জাতিসংঘ মিশন জানিয়েছে, এই মামলার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পরিসরে ইসরায়েলের মানহানি করার চেষ্টা করা করা হয়েছে এবং এর জবাব দিতে শুনানির দিন আদালতে উপস্থিত থাকবে ইসরায়েল।

গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েলের উত্তরাঞ্চলীয় ইরেজ সীমান্তে হামাস যোদ্ধারা অতর্কিত হামলা চালানোর পর ওই দিন থেকেই গাজায় অভিযান শুরু করে ইসরায়েলি বিমানবাহিনী। ২৮ অক্টোবর থেকে অভিযানে যোগ দেয় স্থলবাহিনীও।

ইসরায়েলি বাহিনীর টানা দেড় মাসের অভিযানে কার্যত ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে গাজা উপত্যকা, নিহত হয়েছেন ২২ হাজারেরও বেশি ফিলিস্তিনি। এই নিহতদের ৭০ শতাংশই নারী, শিশু, অপ্রাপ্তবয়স্ক কিশোর-কিশোরী এবং বয়স্ক লোকজন। আহত হয়েছেন আরও ৫৪ হাজার ৯৬৮ জন এবং এখনো নিখোঁজ রয়েছেন ৭ হাজার জন।। এ ছাড়া হাজার হাজার পরিবার বাড়িঘর-সহায় সম্বল হারিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন বিভিন্ন স্কুল, সরকারি প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতাল প্রাঙ্গণে।

অন্যদিকে, হামাসের গত ৭ অক্টোবরের হামলায় ইসরায়েলে নিহত হয়েছিলেন ১ হাজার ২০০ জন ইসরায়েলি ও অন্যান্য দেশের নাগরিক। পাশাপাশি, ইসরায়েলের ভূখণ্ড থেকে ২৪২ জন ইসরায়েলি ও অন্যান্য দেশের নাগরিককে সেদিন জিম্মি হিসেবে ধরে নিয়ে যান হামাস যোদ্ধারা। তাদের মধ্যে এখনো মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছেন ১২৯ জন জিম্মি। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলেছেন, হামাসকে সম্পূর্ণ ধ্বংস এবং গাজাকে নিরস্ত্রীকরণ করার আগ পর্যন্ত এই যুদ্ধ চলবে।

তবে মার্কিন প্রযুক্তি উদ্যোক্তা এলন মাস্ক বলছেন গাজায় কার্যত গণহত্যা চলছে। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ বলেছেন যুদ্ধের শুরু থেকে বলছি গাজায় গণহত্যা বন্ধ করতে। কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো বলেন, যুদ্ধেরও একটি নিয়ম থাকে যা গাজায় অনুসরণ করছে না ইসরায়েল।

বেনাপোল এক্সপ্রেসে আগুন, বিএনপি নেতাদের সংশ্লিষ্টতা পেয়েছে ডিবি

৫ পৃষ্ঠার পর

পুলিশ। তারা সরাসরি বেনাপোল এক্সপ্রেস ট্রেনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় জড়িত ছিল বলে দাবি করছে ডিবি। শনিবার (৬ জানুয়ারি) দুপুর সোয়া ১২টায় ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান ডিএমপির অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ডিবি) মোহাম্মদ হারুন অর রশীদ। তিনি বলেন, ট্রেনে আগুন লাগার আগে বিএনপির ১০/১১ জন ভিডিও কনফারেন্স করেন। সেখানে তারা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবকিছু পরিকল্পনা করেন। উল্লেখ্য, রাজধানীর গোপীবাগ এলাকায় বেনাপোল এক্সপ্রেস ট্রেনে দুর্বৃত্তদের দেওয়া আগুনে পুড়ে চারজন নিহত হয়েছেন। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কন্ট্রোল রুমের ডিউটি অফিসার ফরহাদুজ্জামান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। শুক্রবার (৫ জানুয়ারি) রাত ৯টার দিকে এই আগুনের ঘটনা ঘটে। ফায়ার সার্ভিসের ৮টি ইউনিট কাজ করে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

আওয়ামী লীগের ‘গণতন্ত্রের’ মডেলটি চীনের চেয়েও ‘স্মার্ট’

৫৪ পৃষ্ঠার পর

গণতন্ত্র নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর মূল্যায়নের কথা মনে পড়ছে।

তিনি কী বলেছিলেন এবং কেন সেটা মনে পড়ছে, সেই প্রসঙ্গে আসার আগে প্রেক্ষাপটটা একটু দেখে নেওয়া যাক, যদিও রাজনীতির নিয়মিত পর্যবেক্ষকদের কাছে এটা জানা।

জাতীয় পার্টির মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্নুর পোস্টারে ‘আওয়ামী লীগ সমর্থিত’ লেখা নিয়ে তুমুল আলোচনায় মধ্যে অনেকটা হারিয়ে গেছে সাবেক সেনা কর্মকর্তা জেনারেল মাসুদ এবং রুহুল আমিন হাওলাদারের পোস্টারে নিজ দলের চেয়ারম্যান জি এম কাদেরের ছবির চেয়ে কয়েক গুণ বড় আকারে প্রধানমন্ত্রীর ছবির কথা।

এই ঘটনাগুলো ঘটছে এমন সময়, যখন আমরা জাতীয় পার্টির দিক থেকে সাবালকত্বের আলাপ শুনছিলাম। সাবালকত্বের প্রসঙ্গ এসেছিল সরকারের সঙ্গে সরকারের আসন ভাগাভাগি নিয়ে আলোচনাকে জাতীয় পার্টির দিক থেকে নাকচ করার জন্য।

আমরা এটাও শুনছিলাম, সরকারবিরোধী ভোট সরকারের ভোটের চেয়ে যেহেতু অনেক বেশি, তাই সুষ্ঠু ভোট হলে ’৯১ সালের মতো ভোটবিপ্লব করে জাতীয় পার্টি ক্ষমতায় যাবে।

এমনকি রাত-বিরাতে সংবাদমাধ্যমের চোখ এড়িয়ে সরকারি দলের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠকের সময়ও আসন ভাগাভাগি নিয়ে আলোচনার কথা উড়িয়ে দিচ্ছিলেন জাতীয় পার্টির মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্নু।

সংসদে বিরোধী দল হওয়ার ‘খোয়াব’ দেখা দলটি শেষ পর্যন্ত ক্ষমতাসীনদের সঙ্গে আসন সমঝোতা বা সমন্বয় করছেড়ে বিষয়টি খুবই হাস্যকর। ১৭ ডিসেম্বরের পর আমরা দেখলাম ২৬ আসনে ছাড় পেয়েছে জাপা।

অবশ্য সমঝোতা না বলে বলা হলো সমন্বয়। কিন্তু সরকার সমর্থিত অনেক হেভিওয়েট প্রার্থী ও আওয়ামী লীগের ‘স্বতন্ত্র’ বা ‘ডামি’ প্রার্থীদের দাপটে জাতীয় পার্টির ‘ভোট বিপ্লব’ করে ক্ষমতায় যাওয়া দূরে থাক, সংসদে বিরোধী দল হিসেবে নিজেদের অস্তিত্ব ধরে রাখতে পারবে কিনা সেটাই এখন বিরাট প্রশ্ন হিসেবে হাজির হয়েছে।

সাত জানুয়ারি হতে যাওয়া নির্বাচনটিতে বাকি দলগুলোর মধ্যে আছেন ১৪-দলীয় জোটের সদস্যরা এবং নতুন খোলা দুটি দলতৃণমূল বিএনপি এবং বিএনএম।

দীর্ঘদিন দরবারের পর সরকার তাদের ছয়টি আসনে ছাড় দিলেও আওয়ামী লীগের স্বতন্ত্র প্রার্থীদের দিক থেকে আছেন বড় চ্যালেঞ্জে।

রাজনীতির মাঠে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা বেশ কিছু দলকে ডিঙিয়ে একেবারে নামসর্বস্ব তৃণমূল বিএনপি এবং বিএনএম যখন নির্বাচন কমিশনের নিবন্ধন পেল, তখনই এটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল, এগুলোই হচ্ছে এবারের ‘কিংস পার্টি’।

বিএনপির বড় বড় সব নেতা তাদের সঙ্গে অচিরেই যোগ দেবেন, দল দুটির পক্ষ থেকে বারবার এমন কথা শোনা গেলেও শেষ পর্যন্ত সেটা ‘পর্বতের মূষিক প্রসব’ প্রবচনের আরেকটা উদাহরণ হয়েই থাকল।

এটা এখন স্পষ্ট আগামী ৭ জানুয়ারি যা হতে যাচ্ছে, তা আদতে দেশের ক্ষমতাসীন দলটি সংসদে নিজে কতগুলো আসন রাখবে, নিজ দলের স্বতন্ত্র, ১৪-দলীয় জোটের সদস্য, বিএনএম এবং তৃণমূল বিএনপি এবং সর্বোপরি জাতীয় পার্টিকে কয়টি আসন দেওয়া হবে, সেই ভাগাভাগির আনুষ্ঠানিকতা ছাড়া আর কিছু নয়।

অর্থাৎ এবারকার নির্বাচনে এমন একটি দলও নেই, যেটি সত্যিকার অর্থে সরকারের ক্ষমতায় থাকাকে তাত্ত্বিকভাবে হলেও চ্যালেঞ্জ করে। গণতন্ত্রের খুব প্রাথমিক জ্ঞান থাকা মানুষও বোঝে অন্তত তাত্ত্বিকভাবেও সরকারের ক্ষমতায় থাকাকে যে দলগুলো চ্যালেঞ্জ করে না, তারা আর যা-ই হোক, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিরোধী দল নয়।

এ পর্যায়ে আমরা একটু দেখে আসি চীনের রাজনৈতিক ব্যবস্থার কয়েকটি মৌলিক বিষয়। আমরা নিশ্চয়ই জানি বর্তমান মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন তাঁর নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণকল্পে গণতন্ত্র সম্মেলন আয়োজন করেছেন।

প্রথম সম্মেলনটিকে সামনে রেখে সবচেয়ে মজার যে ঘটনাটি ঘটিয়েছে চীন, সেটা হচ্ছে গণতন্ত্র নিয়ে চীন নিজেই প্রকাশ করেছে একটি শ্বেতপত্র।

‘চায়না: ডেমোক্রেসি দ্যাট ওয়ার্কস’ শিরোনামের মোটামুটি দীর্ঘ একটি লেখায় চীন নানাভাবে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে চীন একটি অসাধারণ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র।

এই দলিলে আলোচনা আছে চীনের আইন পরিষদ, অর্থাৎ ন্যাশনাল পিপলস কংগ্রেস (এনপিসি) কীভাবে আইন পাস করে। আমাদের জানানো হয়েছে, সেখানে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি একমাত্র দল নয়, আছে আরও আটটি দল।

সেখানে আছে একেবারে স্বতন্ত্র সদস্যও। বর্তমানে ন্যাশনাল পিপলস কংগ্রেসের ২৯৮০ আসনের মধ্যে ২১০০-এর কিছু বেশি আছে সি চিন পিংয়ের নেতৃত্বাধীন চীনা কমিউনিস্ট পার্টির হাতে।

বাকি আসন আছে সেই আটটি ‘বিরোধী’ দল এবং স্বতন্ত্র ব্যক্তির হাতে। তাই সেখানে নাকি খুবই আলাপ-আলোচনার সুযোগ আছে।

সেই শ্বেতপত্র আমাদের জানায়, তাদের আছে বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গঠিত চায়নিজ পিপলস ন্যাশনাল কনসালট্যাটিভ কনফারেন্স (সিপিপিসিসি), যেখানে পার্টির সদস্য ছাড়াও আছেন রাষ্ট্রের নানা ‘স্বাধীন’ থিঙ্কট্যাংক এবং বিশেষজ্ঞরা।

বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী-অধ্যুষিত অঞ্চলে স্বায়ত্তশাসনের কথা বলা আছে, আছে গ্রাম পর্যায়ে নাগরিকদের প্রতিনিধি ‘নির্বাচন’ করার ক্ষমতার কথা।

জনগণের অভাব-অভিযোগ-ক্ষোভের কথা ক্ষমতাসীন পার্টি তার চ্যানেলে বের করে নিয়ে আসে। একই সঙ্গে জনগণ তাদের স্থানীয় প্রতিনিধির কাছে তাদের সমস্যার কথা জানাতে পারে এবং তার মাধ্যমে ধাপে ধাপে সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে।

এ ছাড়া জনগণ তাদের নানা সামাজিক মাধ্যমে তাদের অভিযোগ জানাতে পারে। এভাবেই তারা একটি ‘কার্যকর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা’ নিশ্চিত করেছে।

এই শ্বেতপত্রে গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি নির্বাচনী ব্যবস্থাকে তুলাধোনা করার চেষ্টা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এই ব্যবস্থায় নির্বাচনের সময় অনেক গান-নাচ হয়, কিন্তু নির্বাচনের পর সরকার তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে না বলে এই ব্যবস্থা অর্থহীন।

এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি তথ্য হচ্ছে চীনের সংসদের অন্য দলগুলো ‘বিরোধী দল’ হলেও তারা চীনা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব মেনে কাজ করে।

অর্থাৎ তারা সরকারের কিছু ‘সমালোচনা’ করলেও সেটা কখনো কোনোভাবেই চীনা কমিউনিস্ট পার্টির ক্ষমতায় থাকাকে চ্যালেঞ্জ করা দূরে থাকুক, ন্যূনতম প্রশ্নের মুখেও ফেলে না। আমাদের দেশে এটাকেই সম্ভবত আমরা বলি ‘গৃহপালিত’ বিরোধী দল।

দ্বাদশ সংসদ গঠিত হলে সেটার দলগুলোর সংখ্যা এবং ধরন যা দাঁড়াচ্ছে, তাতে মনে হচ্ছে বাংলাদেশে অনেকটা চীনা মডেল বাস্তবায়নের কাজ হচ্ছে।

এর সঙ্গে যদি ২৮ অক্টোবরের পর থেকে বাংলাদেশের ইতিহাসে নজিরবিহীন দমন-পীড়নের মাধ্যমে বিএনপিকে নির্বাচনে থাকার ন্যূনতম সম্ভাবনাকে নস্যাৎ করার চেষ্টার বিষয়টিকে যুক্ত করি, তাহলে এটা স্পষ্ট, এই মডেলটি একেবারেই সুপরিকল্পিত।

আরও এক বা দুই দফা ক্ষমতায় থাকতে পারলেই বিএনপি দল হিসেবে আর এতটা ঐক্যবদ্ধ এবং শক্তিশালী টিকে থাকতে পারবে না, তাই এই মডেলে চালিয়ে যেতেও সরকারের ন্যূনতম কোনো সমস্যা হবে না, এমন একটা বিশ্বাস বোধ করি ক্ষমতাসীন দলের আছে।

চীনের ‘চায়না: ডেমোক্রেসি দ্যাট ওয়ার্কস’ শ্বেতপত্রে বলা হয়েছে, কারও নির্ধারিত মানদণ্ডের সঙ্গে তুলনা করে অন্য দেশের গণতন্ত্র আছে, নাকি নেই, সেটা নির্ধারিত হতে পারে না।

পৃথিবীর ভূপ্রকৃতি এবং জাতিগত ভিন্নতা মেনে নিয়ে গণতন্ত্রের ধরন নির্ধারণ করতে হবে। এসব বলে চীন নিজেকে গণতান্ত্রিক প্রমাণ করতে এতটা মরিয়া হয়েছে যে তারা বলেছে, প্রয়োজনে গণতন্ত্রের সংজ্ঞা পাল্টাতে হবে।

টাইম ম্যাগাজিনে প্রধানমন্ত্রীর গণতন্ত্র নিয়ে মূল্যায়ন আসলে মনে পড়েছিল চীনের শ্বেতপত্রে গণতন্ত্র সম্পর্কে এই বক্তব্যের কারণে।

ম্যাগাজিনটি তাদের প্রতিবেদনের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাক্ষাৎকার যখন নিয়েছিল, সেখানে তিনি বলেছিলেন, ‘গণতন্ত্রের সংজ্ঞা দেশে দেশে ভিন্ন হয়’।

দেশের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক মডেল যে অনেকটাই পরিকল্পিত, তার আরেকটি প্রমাণ দেখা গেল সম্প্রতি।

প্রধানমন্ত্রীর দেশে দেশে গণতন্ত্রের সংজ্ঞার ভিন্নতার তত্ত্বকে আরও ব্যাখ্যা দিয়ে সম্প্রতি ওবায়দুল কাদের বলেন, ‘নতুন একটা স্ট্র্যাটেজিতে আমরা বাংলাদেশের ওয়েস্টমিনস্টার টাইপের ডেমোক্রেসি করতে চাচ্ছি। একটা নতুন এক্সপেরিয়েন্স নিতে যাচ্ছি। বিশ্বকেও দেখাতে চাচ্ছি, জনমত নিয়ে এটিও ডেমোক্রেসি।’ (সারাবাংলা, ২৬ ডিসেম্বর)

পুরুষের আগ্রাসন কমাতে পারে নারীর অশ্রুর

৫৪ পৃষ্ঠার পর

আগ্রাসী মনোভাব অন্তত ৪৪ শতাংশ কমে আসে। কখনও কি ভেবে দেখেছন, কান্নাকাটি কীভাবে উত্তপ্ত পরিস্থিতিকে শান্ত করতে পারে? নতুন একটি গবেষণা বলছে, নারীর অশ্রুর ঘ্রাণ কমাতে পারে পুরুষের আগ্রাসী মনোভাবকে।

গবেষকেরা বলছেন, নারীর কান্নার ঘ্রাণে পুরুষের আগ্রাসী মনোভাব অন্তত ৪৪ শতাংশ কমে আসে। গবেষণাটি প্রকাশ করেছে পিএলওএস বায়োলজি। এতে বলা হয়েছে, পুরুষের মস্তিষ্কের যে অংশটি তাকে আক্রমণাত্মক করে তোলে, নারীর কান্নার ঘ্রাণ সেই অংশকে দুর্বল করে দেয়।

মানুষ কেন কাঁদে, তার একটি ব্যাখ্যাও দাঁড় করিয়েছে এই গবেষণা। সেখানে বলা হয়েছে, কান্না সম্ভবত পরিস্থিতিকে শান্ত করার একটি জৈবিক কৌশল।

অশ্রুতে সামাজিক রসায়ন : স্তন্যপায়ী প্রাণীর গবেষণায় দেখা গেছে, চোখের জলে যে রাসায়নিক থাকে, তা সামাজিক সংকেত হিসেবে কাজ করে। আর এর প্রভাবটাও খুব প্রখর। পুরুষ ইঁদুরের অশ্রুতে এমন একটি রাসায়নিক থাকে, যা নারী ইঁদুরকে যৌনতার প্রতি আরো আগ্রহী করে তোলে। এমনকি অন্তঃসত্ত্বা ইঁদুরের গর্ভপাতও হতে পারে। অবশ্য, বাবা ইঁদুরের অশ্রুতে এমনটা ঘটবে না।

ইঁদুরের অশ্রুও আগ্রাসী আচরণকেও প্রভাবিত করে। অন্ধ নারী ইঁদুরেরা নিজেদের পুরুষের আগ্রাসী আচরণ থেকে রক্ষায় কান্নার আশ্রয় নেয়। আর নারী ইঁদুরের কান্নায় এমন রাসায়নিক থাকে, যা পুরুষ ইঁদুরের লড়াই থামিয়ে দেয়। আর শিশু ইঁদুরের কাছে আত্মরক্ষার একমাত্র সম্বল কান্না।

কিন্তু মানুষের কান্না কতটা প্রভাব রাখতে পারে, তা স্পষ্ট ছিল না। এই গবেষণার গবেষকেরা আগে দেখিয়েছিলেন, পুরুষ যখন আবেগ আক্রান্ত নারীর অশ্রুর ঘ্রাণ শুঁকে তখন তাদের টেস্টোস্টেরনের মাত্রা কমে যায়। ফলে যৌনতার প্রতি আগ্রহ কমে আসে।

আবেগীয় অশ্রুতে আগ্রাসন কমেছে ৪৪ শতাংশ : এই গবেষণার মূল লক্ষ্য ছিল পরিস্থিতি শান্ত করার ক্ষেত্রে কান্নার ক্ষমতা পরীক্ষা করা। ছয়জন নারীর কাছ থেকে অশ্রু সংগ্রহ করেছিলেন গবেষকেরা। অশ্রু সংগ্রহ করার আগে একটি বিশেষ কৌশল নেয়া হয়। ওই ছয় নারীর সঙ্গী পুরুষদের একটি ভিডিও গেম খেলতে দেওয়া হয়, যা তাদের আগ্রাসী মনোভাবকে আরো উসকে দেয়। ওই সময় পুরুষেরা ভিডিও গেমটি খেলছিলেন একটি এমআরআই স্ক্যানারের মধ্য দিয়ে। এই স্ক্যানার দিয়ে তাদের মস্তিষ্কের কার্যকলাপগুলো মাপছিলেন গবেষকেরা।

দেখা গেছে, নারীদের কান্নার ঘ্রাণ পেয়ে গবেষণায় অংশ নেয়া পুরুষদের আগ্রাসী আচরণ ৪৩.৭ ভাগ কমে গেছে। ব্রেইন ইমেজিং পরীক্ষায় দেখা গেছে, কান্নার ঘ্রাণ পেয়ে আগ্রাসী মনোভাবের সঙ্গে যুক্ত ব্রেইনের অংশটিও তার কার্যকলাপের মাত্রা কমিয়ে দেয়। গবেষণাপত্রটির প্রধান লেখক যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াইজম্যান্স ব্রেইন সায়েন্সেস ডিপার্টমেন্টের বিজ্ঞানী হোয়াম সোবেল এক বিবৃতিতে বলেন,‘আমরা খেয়াল করেছি, অশ্রু ব্রেইনের ঘ্রাণজনিত রিসেপ্টরগুলোকে সক্রিয় করে তোলে, আর আগ্রাসন সম্পর্কিত অংশটিকে অনেকটা নিষ্ক্রিয় করে। এতে উল্লেখযোগ্যভাবে আগ্রাসী আচরণ কমে আসে।’

তিনি আরও বলেন, অশ্রু হলো একটি রাসায়নিক রক্ষাকবচ, যা আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সুরক্ষা দেয়। এই প্রভাবটি ইঁদুর এবং মানুষের পাশাপাশি অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীদের ক্ষেত্রেও সাধারণ বৈশিষ্ট্য হতে পারে।’

শিশুদের প্রসঙ্গটি সামনে এনে তারা বলেন, ভাষাহীন যোগাযোগের (নন-ভারবাল কমিউনিকেশন) ক্ষেত্রে কান্না একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

আগ্রাসনের লৈঙ্গিক ফারাক : মানুষের আগ্রাসী আচরণে লিঙ্গ ও যৌনতা কতোটা প্রভাব রাখতে পারে, সেটিও উঠে এসেছে এই গবেষণায়। ২০১৫ সালের সামাজিক ও আচরণগত বিজ্ঞানের আন্তর্জাতিক এনসাইক্লোপেডিয়ায় বলা হয়েছে, লিঙ্গ পার্থক্য মনোবিজ্ঞানের সবচেয়ে শক্তিশালী এবং প্রাচীনতম আবিষ্কারের একটি।’

আর এই গবেষণা দেখিয়েছে, অশ্রুতে থাকা রাসায়নিকের মাধ্যমে পুরুষের আক্রমণাত্মক আচরণ জৈবিক সংকেত দিয়ে কতটা পরিবর্তন করা সম্ভব।

গবেষকেরা জানিয়েছেন,‘আমরা জেনেছি, অশ্রুর ঘ্রাণ শুঁকলে টেস্টোস্টেরন কমে, এবং টেস্টোস্টেরন কমে গেলে তা নারীর তুলনায় পুরুষের আগ্রাসী আচরণের ওপর বেশি প্রভাব ফেলে। এখন এই প্রভাবের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র পেতে নারীদেরও আমরা অন্তর্ভুক্ত করতে চাই, যাতে গবেষণাটির পরিসর আরও বড় হয়। - সুত্র জার্মান বেতার ডয়চে ভেলে

LOVE TO CARE HOME CARE INC

[কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসের আরেকটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান]

সততা এবং
বিশ্বস্ততাই
আমাদের
বৈশিষ্ট

WE CARE
YOUR FAMILY
LIKE OURS

NYS
Department of
Health CDPAP

মেডিকেইড অনুমোদিত
CDPAP -এর আওতায়
আপনার পছন্দসই
প্রিয়জনকে
সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা
প্রদানের মাধ্যমে
অর্থ উপার্জন করুন

Mohammed Hasem, MBA
President and CEO

Main Office
167-18 Hillside Avenue, 2nd Fl
Jamaica, NY, 11432

Jackson Heights Branch
37-20 74th Street, 2nd Fl
Jackson Heights, NY, 11372

Buffalo Branch
1114 Walden Avenue
Buffalo, NY, 14211

347-621-6640
Fax: 347-338-6799
hasem@lovetocarehhc.com
info@lovetocarehhc.com

www.lovetocarehc.com

নিউইয়র্ক সিটি ইলেকট্রিশিয়ান

NASRIN CONTRACTING
FULL LICENCED @ INSURED
718-223-3856

আমরা যে সব কাজে পারদর্শি

- যে কোন ইলেকট্রিক বায়োলেশন রিমুভ
- সার্ভিস আপগ্রেট এবং নতুন
- ট্রাবল স্যুটিং এবং শটসার্কিট
- নিউওয়েরিং এবং পুরাতন ওয়েরিং
- ইলেকট্রিক আপগ্রেট
- সবধরনের লাইট, হায়হেট, সুইস আউট লাইট, নতুন ও আপগ্রেট
- সকল প্রকার ইলেকট্রিক কাজ করি
- রেসিডেন্টশিয়াল এবং কমার্শিয়াল

বিঃদ্রঃ কাউকে কাজ দিয়ে সমস্যায় আছেন অ-সমাপ্ত কাজ নিয়ে? নিশ্চিন্তে ফোন করুন। আপনার কাজ খুবই দায়িত্ব সহকারে শেষ করে বুঝিয়ে দিবো
Inspection নিয়ে সমস্যা কল করুন

Nasrin Contracting Corp
116 Avenue C, Suite # 3C
Brooklyn, NY 11218
nysarker@gmail.com
nasrincontracting10@gmail.com
Visit Us : www.nasrincontractingcorp.com

WOMEN'S MEDICAL OFFICE
(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)

OBSTETRICS & GYNECLOGICAL

ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী

Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obsterics & Gynecology) *Board Certified*
Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital

Gopika Nandini Are, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician
Flushing Hospital Medical Center

বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার

Dr. Alda Andoni, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician (OBS & GYN Dept.)
Flushing Hospital Medical Center

(F Train to 179th Street (South Side))

91-12, 175th St, Suite-1B
Jamaica, NY 11432

Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

Sahara Homes

NOW IS THE TIME TO LIVE THE AMERICAN DREAM!

BUY IT, LIVE IT AND ENJOY IT !!!

Nayeem Tutul
Lic. Real Estate Sales Executive
Cell: 917-400-8461
Office: 718-805-0000
Fax: 718-850-3888
Email: nayeem@saharahomesinc.com
Web: www.saharahomesinc.com

ARMAN CHOWDHURY, CPA

MBA I CMA I CFM

Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.

AUTHORIZED e-file PROVIDER

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

- Individual Income Tax
- Business Income Tax
- Non-Profit Tax Return
- Accounting & Bookkeeping
- Retirement and Investment Planning
- Tax Resolution (Individual & Business)

F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

WALI KHAN, D.D.S
Family Dentistry

- স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা
- জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে চিকিৎসা
- অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারে Implant/Biaces
- সব ধরনের মেডিকেইড/ ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন কার্ড গ্রহণ করা হয়

আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

জ্যাকসন হাইটস
37-33 77TH STREET,
JACKSON HEIGHTS NY 11372
TEL : 718-478-6100

ব্রঙ্কস ডেন্টাল কেয়ার
1288 WHITE PLAINS ROAD
BRONX NY 10472
TEL : 718-792-6991

Office Hours By Appointment

আমরা সব ধরনের ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করে থাকি

যুক্তরাষ্ট্রে বাড়ছে করোনা, হাসপাতালে ফিরছে মাস্কের বাধ্যবাধকতা

৫৪ পৃষ্ঠার পর

করা হলো।

নিউইয়র্ক সিটির স্বাস্থ্য কমিশনার ড. অশ্বিন ভাসান গত বুধবার (০৪ জানুয়ারী) ডব্লিউএবিসি টিভিকে বলেছেন, শহরের ১১টি সরকারি হাসপাতাল, ৩০টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং পাঁচটি দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসা অবকাঠামোতে মাস্ক ম্যান্ডেট পুনরায় চালু হয়েছে। ভাসান ডব্লিউএবিসিকে আরো বলেছেন, 'আমরা যা চাই না তা হল কর্মীদের ঘাটতি, তাই না? আমরা যখন ২০২২ সালে ওমিক্রন সংক্রমণের ঢেউ দেখেছিলাম, তখন সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল শুধু মানুষ অসুস্থ হচ্ছে না, কিন্তু আমাদের প্রচুর স্বাস্থ্যকর্মীও সেসময় কোভিডে আক্রান্ত হয়ে কাজের বাইরে ছিল।'

যুক্তরাষ্ট্রের সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশনের সাম্প্রতিকতম সাপ্তাহিক ডেটাতে দেখা যাচ্ছে, গত ১৭-২৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে ২৯ হাজারেরও বেশি মানুষ করোনায় আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। যা আগের সপ্তাহের থেকে ১৬ শতাংশ বেশি। এছাড়া একই সময়ের মধ্যে ফ্লুতে আক্রান্ত হয়ে ১৪ হাজার ৭০০ জনেরও বেশি মানুষের হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার খবর দিয়েছে সিডিসি।

অবশ্য মাস্ক পরার এই বিধিনিষেধ কোভিড মহামারি চলাকালীন যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক বিতর্ক সৃষ্টি করেছিল। সেসময় যারা এই বিধিনিষেধের বিরোধিতা করেছিলেন তারা মনে করেন, মাস্ক আসলে অসুস্থতার বিস্তারকে দমন করতে তেমন কিছু করেনি। আর এটিই তাদের মধ্যে ক্ষোভের জন্ম দিয়েছে।

এছাড়া যারা সেসময় মাস্ক পরেছিলেন তাদের মধ্যেও গভীর ক্ষোভ ছিল। কারণ তারা মনে করতেন, যারা মাস্ক পরেন না তাদের মাধ্যমে তাদের স্বাস্থ্যও ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যাচ্ছে।

করোনাভাইরাসে সংক্রমণ ও প্রাণহানির দিক দিয়ে কোভিড মহামারিতে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশ ছিল যুক্তরাষ্ট্র। ওই মহামারিতে ১১ লাখেরও বেশি আমেরিকান প্রাণ হারান। যা অন্যান্য ধনী দেশের তুলনায় অনেক বেশি।

এদিকে শিকাগোর রাশ ইউনিভার্সিটি মেডিকেল সিস্টেম গত মঙ্গলবার (০৩ জানুয়ারী) বলেছে, 'ক্যাম্পাসের কিছু এলাকায় রোগী, দর্শনার্থী এবং কর্মীদের হাসপাতাল-অনুমোদিত মাস্ক পরতে হবে। এর মধ্যে ক্লিনিকাল ওয়েটিং এলাকা এবং রোগীদের নিবন্ধন এলাকাও রয়েছে।'

শিকাগোকে ঘিরে থাকা কুক কাউন্টি হেলথ এবং শিকাগো শহরতলিতে অবস্থিত এন্ডেভার হেলথ গত মাসে আবার মাস্কের বাধ্যবাধ্যকতা শুরু করে। এর আগে ইলিনয় জনস্বাস্থ্য বিভাগ হাসপাতালগুলোকে মাস্ক পরাসহ বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে সংক্রমণ প্রশমনের প্রচেষ্টা বাড়াতে নির্দেশ দেয়।

এছাড়া ম্যাসাচুসেটসের বার্কশায়ার হেলথ সিস্টেমস বুধবার (০৪ জানুয়ারী) থেকে বাধ্যতামূলকভাবে মাস্ক ব্যবহার শুরু করেছে বলে একটি বিবৃতি বলা হয়েছে।

ক্যালিফোর্নিয়ায় লস অ্যাঞ্জেলেস কাউন্টি গত শনিবার (৩০ ডিসেম্বর) সিটি নিউজ সার্ভিসকে দেওয়া এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, লাইসেন্সপ্রাপ্ত সকল স্বাস্থ্যসেবা অবকাঠামোতে মাস্ক পরার বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। কাউন্টির স্বাস্থ্য বিভাগ তাৎক্ষণিকভাবে অবশ্য এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য করেনি।

শেখ হাসিনার চতুর্থ জয়ে হারবেন বাইডেন!

৫ পৃষ্ঠার পর

ভূরাজনীতির বিশেষজ্ঞ অবিনাশ পালিওয়াল একটি ফোন সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'এটি চরম নৃশংস শক্তি প্রয়োগ। এমনকি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের কোনো আভাসও নেই।'

বাংলাদেশে মার্কিন ব্যর্থতা দেখা যাচ্ছেড়কারণ দেশটি তাত্ত্বিকভাবে বাইডেনের মূল্যবোধকেন্দ্রিক পররাষ্ট্রনীতির জন্য একটি আদর্শ পরীক্ষার ক্ষেত্র ছিল। বিশ্বের অষ্টম সর্বাধিক জনবহুল দেশটি যুক্তিযুক্তভাবে যথেষ্ট বড় কিন্তু ওয়াশিংটনের জন্য কৌশলগত এবং অর্থনৈতিক স্বার্থকে গণতন্ত্রের প্রচারের ঊর্ধ্বে রাখার জন্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ নয়।

দেশটি শেখ হাসিনার অধীনে একদলীয় শাসনের দিকে ধাবিত হলেও অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় এর গভীর গণতান্ত্রিক শিকড় রয়েছে। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ ভারতের অংশ হিসেবে থাকা বাংলাদেশের নির্বাচন, স্বাধীন বিচার বিভাগ এবং মুক্ত সংবাদপত্রের মতো উদারপন্থী কিছু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পরিচিতি ছিল। বাংলাদেশের অনেক নেতৃস্থানীয় সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবী পশ্চিমা শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। ২০০৬ সাল পর্যন্ত দেশটিতে একটি শক্তিশালী বিরোধী দল ছিল।

আরেকটি বিষয় হলোড়যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নে পোশাক রপ্তানির ওপর বাংলাদেশের অর্থনীতির নির্ভরতা (২০২২ সালে যা ছিল ৩২ বিলিয়ন ডলার) ওয়াশিংটনকে পদক্ষেপ নেওয়ার একটি উপায় করে দিয়েছিল। কিন্তু হোয়াইট হাউস সেই সুবিধাটি ব্যবহার না করে হয়তো অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী ছিল যেড়শেখ হাসিনাকে আরও ভালো আচরণের মাধ্যমে লজ্জা দেওয়া সম্ভব। এ ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দুটি উচ্চপর্যায়ের গণতান্ত্রিক সম্মেলন থেকে বাংলাদেশকে বাদ দিয়েছিলেন বাইডেন। যদিও ওই সম্মেলনগুলোতে যুক্তিযুক্তভাবে খারাপ রেকর্ড থাকা কয়েকটি দেশকে তিনি আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

২০২১ সালে ট্রেজারি বিভাগ গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে বাংলাদেশের অপরাধ ও সন্ত্রাসবিরোধী ইউনিট র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের (র‍্যাব) ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল। গত বছর ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশের নির্বাচন সম্পর্কে তাঁর উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন এবং স্টেট ডিপার্টমেন্ট বাংলাদেশের নির্বাচনকে বাধাগ্রস্ত করেড়এমন ব্যক্তিদের ওপর ভিসা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল। হোয়াইট হাউসের জানা উচিত ছিল, কড়া কথা এবং আধা পদক্ষেপ বাংলাদেশের ওপর খুব কম প্রভাব ফেলবে। কিছু হলেই আওয়ামী লীগের পুরোনো গল্পের চক্রে পড়তে হয়েছে যে দলটি ১৯৭১ সালে ইসলামাবাদকে মার্কিন সমর্থনের পরও পাকিস্তান থেকে দেশকে স্বাধীন করেছে। শেখ হাসিনা দক্ষভাবে আমেরিকান চাপকে মোকাবিলা করেছেন সমর্থক দেশগুলোর একটি অসম্ভাব্য জোট তৈরি করেড় রাশিয়া, চীন এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভারত, যেখানে তাঁকে একটি অস্থির দেশে স্থিতিশীলতার ধারক হিসেবে দেখা হয়।

বাংলাদেশকে বৃহত্তর উদারনীতির দিকে ঠেলে দেওয়ার যেকোনো গুরুতর প্রচেষ্টা নয়া দিল্লিকে শুরু থেকেই টেবিলে আনতে বাধ্য করবে। এর বদলে বাইডেন প্রশাসন ভারতীয় নীতিনির্ধারকদের একটি বড় অংশকে বিচ্ছিন্ন করেছে, যারা বাংলাদেশের ওপর আমেরিকান চাপকে বিপজ্জনক হিসেবে দেখেন। বাংলাদেশে চীনা প্রভাব রোধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নয়াদিল্লির সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করবে এমন আশা করেন তাঁরা।

ভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে, শেখ হাসিনার দুর্বলতা যা-ই হোক না কেন, তাঁর বিকল্পটি আরও খারাপ। শেষবার ক্ষমতায় থাকার সময় বাংলাদেশের হিন্দু সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার বিষয়ে নীরব ছিল বিএনপি এবং ভারতকে লক্ষ্যবস্তু করা বিচ্ছিন্নতাবাদী ও সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলোকে আশ্রয় দিয়েছিল। বিএনপি দীর্ঘদিন ধরে ইসলামপন্থী দল জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে জোটবদ্ধ, যে দলটি ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় বেসামরিক নাগরিকদের বিরুদ্ধে অকথ্য নৃশংসতার জন্য দায়ী ছিল। ভারতীয়রা আর একটি বিএনপি সরকারের সুযোগ নিতে রাজি নয়।

বাংলাদেশে উদার গণতন্ত্র সংরক্ষণের যোগ্যড়এই বিষয়টি ভারতকে বোঝানোর বদলে শেখ হাসিনার দিকে আঙুল নাড়ানোর ওপর নির্ভর করেছিল হোয়াইট হাউস। এর ফলাফল মার্কিন প্রশাসনের দেখানোর জন্য খুব কমই, যার নাগাল প্রায়ই তার উপলব্ধিকেও ছাড়িয়ে যায়। আর এটি দেখায় যেড়কীভাবে একটি জটিল বিশ্বে, সফলভাবে গণতন্ত্রের প্রচারের চেয়ে এর সম্পর্কে কথা বলাটা সহজ।

লেখক দাবি করেন, বাইডেন যুক্তরাষ্ট্রের দুটি হাই-প্রোফাইল 'সামিট ফর ডেমোক্র্যাসি' থেকে বাংলাদেশকে বাদ দিলেও খারাপ রেকর্ড রয়েছে এমন বেশ কয়েকটি দেশকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। ২০২১ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের দায়ে বাংলাদেশের র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। গত বছর ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে তার উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন এবং স্টেট ডিপার্টমেন্ট বাংলাদেশের নির্বাচনকে 'দুর্বল করার জন্য দায়ী বা জড়িত' হিসেবে চিহ্নিত ব্যক্তিদের ওপর ভিসা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার কথা বলেছিল।

ধর্মের কল বাতাসে নড়ে

৫৪ পৃষ্ঠার পর

অনুষ্টিতব্য একতরফা নির্বাচনকে সামনে রেখে সরকারী দলের নেতারা পরস্পরের বিরুদ্ধে নির্বাচনী লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়ে একে অপরের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও ভোট কারচুপির অভিযোগ করছেন। এতে বেরিয়ে পড়ছে থলের বিড়াল। নির্বাচন নিরপেক্ষ হবে না এমনকি রাতে নৌক্কা মার্কায় সিল মেরে তাদের বিজয় ছিনিয়ে নেওয়া হবে এমন কথা ও তারা প্রকাশ্য বলতে দ্বিধা করছেন না । পাঁচ বছরে অবৈধ পথে কে কত টাকার সম্পদ গড়েছেন এমন কথা আজ বেরিয়ে আসছে আওয়ামীলীগ নেতাদের মুখ থেকে। হবিগঞ্জের ৪ আসনে স্বতন্ত্র পার্টি আওয়ামীলীগ নেতা ব্যারিষ্টার সুমন বলছেন বর্তমান সংসদ সদস্য ও সরকারের বেসামরিক বিমান প্রতিমন্ত্রী অ্যাডভোকেট মাহবুব আলী পাঁচ বছরে এলাকার কোন উন্নয়ন করেননি ।শুধু দুর্নীতি করে নিজের জন্য সম্পদের পাহাড় গড়েছেন আর এখন জনগনকে বলছেন ইগলে ভোট দিয়ে কোন লাভ হবে না ।রাতে ভোটের রেজাল্ট পরিবর্তন করে নৌকাকে জিতানো হবে।" আবার অপর প্রার্থী এনপি মাহবুব আলী ব্যারিষ্টার সুমনকে পাকিস্থানের অনুচর ও মিথ্যুক আখ্যায়িত করে বলেছেন মিথ্যা কথা বলায় তার জুড়ি নেই ।সিলেট-৩ আসনে ট্রাক প্রতিকের স্বতন্ত্র প্রার্থী আওয়ামী লীগ নেতা ডাঃ দুলাল বলছেন বর্তমান সাংসদ হাবিব চুরের সর্দার ।চাঁদাবাজী হচ্ছে তার পেশা। গত দুই বছরে তিনি জনগনের জন্য কোন কাজ না করলেও শুধু মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে নিরিহ মানুষকে হয়রানী করেছেন। এখন সময় এসেছে তার লাগাম ঠেনে ধরার। ।পার্লামেন্টে দাড়িয় যে বিদ্যুৎতের বিল বাড়ানোর প্রস্তাব করে সাধারণ মানুষের বিড়ম্বনা বাড়াতে চায় সে আর যাহাই হোক এমপি হওয়ার যোগ্যতা রাখে না।আবার কেউ কেউ এমন কথা বলছেন নৌকায় কাওয়া উটে পড়েছে ।এই নৌকাকে এখন নদীতে ডুবিয়ে কাওয়া মুক্ত করতে হবে ।

সিলেট - ৬ আসনে আওয়ামীলীগের ডামি প্রার্থী সরওয়ার হোসেন বলছেন পনের বছরে বর্তমান এমপি সাবেক শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ নিজ এলাকার চার পয়সার কোন উন্নয়ন না করলেও সরকারী অর্থ চুরি করে নিজের আখের গুছিয়েছেন।গত ২০১৮ সালের নির্বাচনে তিনি নিজে রাতে নাহিদের পক্ষে নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে নাহিদসাহেবকে জিতিয়েছিলেন।এখন সেই দিন আর আসবে না। এখন আর রাতে ভোট হবে না।দিনের ভোট দিনেই করতে হবে।স্থানীয় উপজেলা চেয়ারম্যান পল্লবও এমপি নাহিদকে চুরের সর্দার বলে বিভিন্ন জনসভায় বক্তব্য রেখেছেন। তবে এই এলাকায় এমন খবর ও বাতাসে বেসে বেড়াচ্ছে জনৈক পুলিশ কর্মকর্তা নাকি স্থানীয় ইউনিয়ন চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের ডেকে ডেকে ম্যাসেজ দিচ্ছেন সোনালী আশের প্রার্থী শমসের মুবিনকে ভোট না দিলে খবর আছে ।নাহিদ নাকি বসে পড়েছেন । সংবাদপত্রে দেখলাম স্থানীয় প্রশাসন থেকে বলা হচ্ছে সিলেট ৫ আসনে নৌকায় ভোট না দিয়ে ফুলতলীর কেতলি মার্কায় ভোট দিতে। এখানে আওয়ামীলীগ প্রার্থী সিলেট মহানগর আওয়ামী লীগ সভাপতি মাসুক আহমদ আবার বলছেন নির্বাচন নিরপেক্ষ হওয়ার কোন আলামত তিনি দেখছেন না। এরকম চলতে থাকলে শেষপর্যন্ত হয়তো তিনি নির্বাচন বয়কট করবেন।

গাজীপুর-১ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী রেজাউল করিমের নির্বাচনী সভায় গাজীপুর সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র জাহাঙ্গীর আলম বলেছেন, এইবার বুইঝা-শুইনাই নামছি চোর ক্যামনে আটকাইতে হয়। ২০১৪ ও ১৮-তে ভোট চুরির কাজটা আমিই করেছিলাম। এইবার ক্যামনে আটকাইতে হয় সেই কাজটা ও করবো। জাহাঙ্গীর আলম বলেন, অনেকেই বলে, ভোট দিব ট্রাকে, যাইবোগা নৌকা মার্কায়। আমি আপনাগো বইলা যাই, ২০১৪ করেছি, ২০১৮ করছি, এটা ২০২৪ সাল। বাক্সের মধ্যে হাত দিলে সেই হাত কেটে ফেলা হবে । শেরপুর-১ আসনের নৌকা প্রতীকের হুইপ আতিউর রহমান আতিকের বিরুদ্ধে নির্বাচনি কাজে বাধা ও নানা অভিযোগ এনে সাংবাদিক সম্মেলনে করেছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী ও স্থানীয় আওয়ামীলীগ নেতা ছানুয়ার হোসেন ছানু।লিখিত বক্তব্যে ছানু বলেন, জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি আতিউর রহমান আতিক নৌকা প্রতীকে এবং আমি ট্রাক প্রতীক নিয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েছি যা প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা অবগত রয়েছেন। কিন্তু আতিউর রহমান আতিক নির্বাচনি মাঠে আমার বিভিন্ন কেন্দ্রের সমর্থকদের ওপর হামলা করে হাত-পা ভেঙে দিয়েছেন। আমার কেন্দ্র ভাঙচুর করেছেন। এছাড়াও নির্বাচনি আচরণবিধি লঙ্ঘনসহ নানাভাবে ভয়-ভীতি প্রদর্শন করে আসছেন আমার কর্মীদের।, আতিকের মেয়ে ডা. শারমিন রহমান অমি শেরপুর পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের কর্মরত একজন সরকারি কর্মকর্তা হয়েও প্রকাশ্যে নৌকার পক্ষে নির্বাচনে নেমেছেন। তারা ভোটের দিন সকল কেন্দ্র সিল মারার প্রস্তুতি নিয়েছেন এমন খবরও তার নিকট রয়েছে।অথচ পুলিশ ও স্থানীয় প্রশাসন সবকিছু জেনেও প্রয়োজনীয় কোন পগক্ষেপ নিচ্ছে না।

যশোর ৫ আসনে আসনে নৌকার মার্কার প্রার্থী হচ্ছেন বর্তমান সংসদ সদস্য স্বপন ভট্টাচার্য এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েছেন যশোর জেলা কৃষক লীগের সহ-সভাপতি ইয়াকুব আলী। নৌকার কর্মীদের বিরুদ্ধে ইয়াকুব আলী নির্বাচনি গাড়িবহরে হামলা ও ভাঙচুর করার অভিযোগ এনেছেন ।নির্বাচনী মাঠে তিনি সক্রিয় ইয়াকুব আলীর অভিযোগ প্রতিপক্ষের হামলা ও ভয়-ভীতি প্রদর্শণের কারণে ভোটারদের মধ্যে একটা আতঙ্ক বিরাজ করছে।তিনি বলেছেন তার ভোটারদের কেন্দ্র না যাওয়ার হুমকি দেওয়া হচ্ছে এবং বলা হচ্ছে ভোট গণনা ঠিকমতো হবে না। এমনকি ভোট গণনার পরে ভোটের রেজাল্ট ও তারা পরিবর্তন করে ফেলবেন ।ফরিদপুরের পুলিশ সুপার (এসপি) মো. শাহজাহানের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তুলেছেন ফরিদপুর-৪ আসনের আওয়ামী লীগ মনোনীত নৌকার প্রার্থী ও জাতীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির কো-চেয়ারম্যান কাজী জাফর উল্লাহ।কাজী জাফর উল্লাহ বলেন, তিনি (এসপি) ফরিদপুরের স্বতন্ত্র প্রার্থীদের পক্ষ নিয়েছেন। কারণ ফরিদপুরের স্বতন্ত্র প্রার্থীরা সবাই টাকাওয়ালা। 'টাকা আছে যেখানে আমাদের প্রশাসন এসপি আছে সেখানে'। তিনি চান না সদরপুর-ভাঙ্গাতে নৌকা জিতুক। টাকার জন্য তিনি নৌকা হারাতে স্বতন্ত্র প্রার্থীর পক্ষ নিয়েছেন।

বর্তমান আওয়ামীলীগ নেতাদের এই পরস্পর বিরোধী বক্তব্য এবং অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগ এবং সেই সাথে নির্বাচন নিয়ে সন্ধেহ অবিশ্বাস শুনে অনেককেই এখন বলতে শুনা যায় "ধর্মের কল বাতাসে নড়ে" । সুষ্ট নির্বাচনের জন্য বিরোধী দল দেশে নিরপেক্ষ ও তত্বাবধায়ক সরকারের যে দাবী জানিয়ে আসছিলো সরকার এতো দিন তা না মানলেও এখন আওয়ামীলীগ নেতারা ঘুরে ফিরে একথাই জানান দিচ্ছেন দলীয় সরকারের অধিনে সুষ্ট নির্বাচন সম্ভব নয় । আহবাব চৌধুরী খোকন কলামিষ্ট ও কমিউনিটি এক্টিভিষ্ট, নিউইয়র্ক ।

২০২৪-এ গণতন্ত্র কোন পথে, ট্রাম্পই হতে পারেন শেষ কথা

৫৪ পৃষ্ঠার পর

ওপরে উঠে আসছেন বলে যাঁরা দুশ্চিন্তা করেন, ২০২৪ সালে তাঁদের বিচলিত হওয়ার কারণ রয়েছে। এ বছর সব মিলিয়ে বিশ্বের বাসিন্দাদের একচতুর্থাংশের বেশি তাঁদের নেতা নির্বাচনে ভূমিকা রাখবেন। এর মধ্যে চলতি মাসেই তাইওয়ানে, মার্চে রাশিয়ায়, ভারতে মে মাস নাগাদ এবং যুক্তরাষ্ট্রে নভেম্বরে ভোট হবে।

চলতি বছরের শেষ নাগাদ ব্রিটেনেও নতুন পার্লামেন্ট নির্বাচন হওয়ার কথা রয়েছে। অবশ্য তা ২০২৫ সালের জানুয়ারিতেও চলে যেতে পারে।

তবে এসব নির্বাচনের কোনোটিই গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে বিতর্কে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের মতো আলোচনা তৈরি করবে না।

কী কারণে এটা গুরুত্বপূর্ণ : ডোনাল্ড ট্রাম্প এখনো ২০২০ সালের যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে পরাজয় স্বীকার করেননি। ওই ভোটে জালিয়াতি হয়েছিল বলে ভুয়া অভিযোগ করে আসছেন তিনি। আবার ক্ষমতায় ফিরতে পারলে বিরোধীদের ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার ঘোষণা দিয়ে রেখেছেন তিনি। তাঁর বিরোধীদের তালিকায় যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ, কেন্দ্রীয় আমলাতন্ত্র ও প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন রয়েছেন। এটাই এ আশঙ্কাকে জোরালো করছে যে যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক বৈরিতা উত্তপ্ত পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে এবং তার থেকে বড় ধরনের অস্থিরতা দেখা দিতে পারে। ডোনাল্ড ট্রাম্প বর্তমানে বেশ কয়েকটি ফৌজদারি মামলার মুখোমুখি হলেও জনমত জরিপগুলোতে তিনিই এগিয়ে রয়েছেন।

১৩ জানুয়ারি তাইওয়ানে প্রেসিডেন্ট ও পার্লামেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এ নির্বাচনের ফল চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের চাওয়া অনুযায়ীই হতে পারে। চীনের শাসকগোষ্ঠী মনে করে, এই নির্বাচনের অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী ডেমোক্রেটিক প্রগ্রেসিভ পার্টির শীর্ষ নেতা লাই চিংতে বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাব নিয়ে আছেন। মার্কিন সামরিক কর্মকর্তাদের ভাষ্যমতে, ২০২৭ সাল নাগাদ তাইওয়ানে হামলা করার জন্য প্রস্তুতি নিতে চীনের সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দিয়েছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট সি। রাশিয়ায় পুতিনের প্রেসিডেন্ট পদে পুনর্নির্বাচিত হওয়াটা অনেকটাই নিশ্চিত বলে ধরে নেওয়া যায়। দেশটিতে কয়েক বছর ধরে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের ওপর দমনপীড়ন চালানো হচ্ছে। পুতিন ক্ষমতায় থাকার অর্থ হচ্ছে ইউক্রেনে রাশিয়ার যুদ্ধও চলতে থাকবে। তাতে ইউক্রেনের প্রধান মিত্র যুক্তরাষ্ট্রের ধৈর্যের পরীক্ষাও হবে। এখানে লক্ষণীয় হচ্ছে, ইউক্রেনে যুক্তরাষ্ট্রের এত বেশি মাত্রায় সামরিক সহায়তার সমালোচনা করে আসছেন ট্রাম্প।

ভারতে নিজস্ব কায়দায় শক্তিশালী হয়ে ওঠা মোদিও পুনরায় প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ার দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন বলেই ধারণা করা হচ্ছে। অনেকটা আপসহীন নেতৃত্বের ধাঁচে এগিয়ে চলা মোদি অনেক ভোটার ও বিদেশি বিনিয়োগকারীর কাছে প্রশংসিত হচ্ছেন। তবে মানবাধিকার সংগঠনগুলো তাঁর সমালোচনায় সোচ্চার রয়েছে। মোদির হিন্দু জাতীয়তাবাদী দল বিজেপি আবার ক্ষমতায় থাকতে পারলে মানবাধিকারের চেয়ে অর্থনৈতিক অগ্রগতিতেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হবে বলে সহজেই অনুমেয়।

২০২৪ সালে এর অর্থ কী : উদার গণতন্ত্র কি কর্তৃত্ববাদ ও স্বৈরতন্ত্রের কাছে হেরে যাচ্ছে, এই বিতর্কে আফ্রিকারও একটি জোরালো বক্তব্য আছে। গেল বছর নাইজার ও গ্যাবনে সেনা অভ্যুত্থানের মাধ্যমে পশ্চিম ও মধ্য আফ্রিকায় গণতন্ত্রকে পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেখানে ২০২০ সাল থেকে আটটি সেনা অভ্যুত্থান হয়েছে। তবে দক্ষিণে এ বছর বড় ধরনের রাজনৈতিক লড়াই হওয়ার সম্ভাবনাই রয়েছে।

অভিবাসীদের পরিবহনকারী বাস কোম্পানিগুলির বিরুদ্ধে নিউ ইয়র্ক সিটির ৮৭০০ মিলিয়ন ডলার ক্ষতিপুরণ মামলা

৫৪ পৃষ্ঠার পর

গত ৪ঠা জানুয়ারী বৃহস্পতিবার বলেছেন যে শহরটি ১৭টি বাস এবং পরিবহন সংস্থার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেবে যারা নিউ ইয়র্ক সিটিতে টেক্সাস সীমান্ত দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের কাগজপত্রহীন প্রবেশকারী অভিবাসীদের নিয়ে এসেছে। মামলায় অভিযোগ করা হয়েছে যে কোম্পানিগুলি নিউইয়র্ক সোশ্যাল সার্ভিস আইনের ১৪৯ ধারা লঙ্ঘন করেছে, যাতে উল্লেখ রয়েছে, কোনো ব্যক্তি যিনি জেনেশুনে কোনো অভাবী ব্যক্তিকে রাজ্যের বাইরে থেকে এই রাজ্যে নিয়ে আসেন যা একটি পাবলিক চার্জ এই ধরনের ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের বাইরে পৌঁছে দিতে বা তার নিজের খরচে তাকে সমর্থন করতে বাধ্য থাকবেন।চ মেয়র অ্যাডামস বলেছেন যে মামলাটি ঁটেক্সাস থেকে গত দুই বছরে এখানে পাঠানো অভিবাসীদের যত্ন নেওয়ার জন্য ইতিমধ্যে নিউ ইয়র্ক সিটির ব্যয় করা প্রায় ৮৭০০ মিলিয়ন পুনরুদ্ধার করতে চাইছে।চ

ডা. আতাউল ওসমানী'র ভ্রাতৃবিয়োগ

নিউইয়র্ক: কমিউনিটির পরিচিত মুখ, ডা. আতাউল এইচ ওসমানী ও ডা. একেএম ফজলুল হকের ভাই মোহাম্মদ শাহনেওয়াজ সিকদার গত ৩০ ডিসেম্বর শনিবার ইন্তেকাল করেছেন। তিনি ঐদিন রাত ১০টা ৪ মিনিটে বাফেলো সিটির ইসিএমসি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন। তার বয়স হয়েছিলো ৭৬ বছর। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, তিন ছেলে ও নাতি-নাতনী সহ বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে গেছেন। মরহুমের গ্রামের বাড়ী কক্সবাজার জেলার কুতুবদিয়া।

জানা যায়, চট্টগ্রাম ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের সাবেক চীফ এডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার মোহাম্মদ শাহনেওয়াজ সিকদার দীর্ঘদিন ধরে নিউইর্য়কের বাফেলো সিটিতে বিগত ৯মাস ধরে এক পুত্রের সাথে বসবাস করছিলেন। গত ২৫ ডিসেম্বর বাফেলোস্থ নিজ বাসা থেকে মসজিদে যাওয়ার পথে এক সড়ক দুর্ঘটনায় মারাত্মকভাবে আহত

হয়ে বাফেলোর ইসিএমসি হাসপাতালে আইসিইউ চিকিৎসাধীন ছিলেন। মরহুম মোহাম্মদ শাহনেওয়াজ সিকদার আমেরিকান মুসলিম সেন্টার (এমএমসি) এর অন্যতম ডাইরেক্টর মওলানা ফয়সাল নেওয়াজের পিতা এবং চট্টগ্রাম সমিতি ইউএসএ'র অন্তর্বর্তীকালীন কমিটির সদস্য মুক্তাদির বিল্লাহর মেজ চাচা। মরহুমের দুই পুত্র ফ্লোরিডায় বসবাস করেন।

এদিকে মরহুমের প্রথম নামাজে জানাজা বাফেলোতে অনুষ্ঠিত হওয়ার পর তার মরদেহ নিউইয়র্কে আনা হয়। গত ১ জানুয়ারী সোমবার বাদ জোহর জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারে (জেএমসি) মরহুমের দ্বিতীয় দফা জানাজা শেষে নিউজার্সী রাজ্যের মার্লবোরো মুসলিম কবরস্থানে তার মরদেহ দাফন করা হয়। উভয় জানায় বিপুল সংখ্যক প্রবাসী অংশ নেন।

জেএমসিতে জানাজা নামাজের আগে মওলানা ফয়সাল নেওয়াজ, ডা. আতাউল এইচ ওসমানী সহ বিশিষ্টজনরা সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন এবং মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন। খবর ইউএনএ'র।

নিউ জার্সিতে মসজিদের বাইরে ইমামকে গুলি করে হত্যা

৫৪ পৃষ্ঠার পর

বলেন, ইমাম শরিফকে নিকটস্থ ইউনিভার্সিটি হাসপাতালে গুরুতর অবস্থায় ভর্তি করা হয়। পরে তিনি সেখানেই মারা যান।

তবে এ ঘটনার কয়েক ঘণ্টা পার হলেও পুলিশ হামলাকারীকে গ্রেফতার করতে পারেনি। এছাড়াও কী কারণে ইমামকে হত্যা

করা হয়েছে, তা জানা যায়নি। ফ্রটজ ফ্রেগ জানান, ঘটনার তদন্ত চলছে। মার্কিন অ্যাডভোকেসি সংস্থা দ্য কাউন্সিল অন আমেরিকান-ইসলামিক রিলেশনস ইন নিউ জার্সি এ ঘটনার জন্য গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

ইমাম হাসান শরিফ ২০০৬ সাল থেকে মসজিদে ইমামতির পাশপাশি নেওয়ার্ক লিবার্টি ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে ট্রান্সপোর্টেশন সিকিউরিটি অফিসার হিসেবেও কাজ করছিলেন।

ব্যারিষ্টার সাইদুল হক সুমনের সমর্থনে নিউ ইয়র্কে সমাবেশ অনুষ্ঠিত

পরিচয় ডেস্ক: ৭ই জানুয়ারী অনুষ্ঠিতব্য বাংলাদেশর জাতীয় সংসদ নির্বাচনে হবিগঞ্জ থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ব্যারিষ্টার সাইদুল হক সুমনের সমর্থনে গত ১লা জানুয়ারী সোমবার রাতে এষ্টোরিয়ার জালালাবাদ ভবনে ইউএসএ প্রবাসী ব্যারিষ্টার সুমন সমর্থকবৃন্দ-র আয়োজনে এক সমর্থক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নিউ ইয়র্কে বসবাসরত হবিগঞ্জবাসী ছাড়াও

সিলেটের অন্যান্য অঞ্চল থেকে আগত প্রবাসীরা যোগদান করেন এবং ব্যারিষ্টার সাইদুল হক সুমনকে নির্বাচনে জয়যুক্ত করার জন্য এলাকার ভোটারদের অনুরোধ করেন। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জালালাবাদ এসোসিয়শানের সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলাম, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান শেফাজ, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ময়নুজ্জামান চৌধুরী প্রমুখ।

বিয়ে করলেন শাহানা হানিফ, সামারে বিবাহোত্তর সংবর্ধনা

নিউইয়র্ক: নিউইয়র্কের বাংলাদেশী কমিউনিটির গর্ব, সিটি কাউন্সিলে ইতিহাস সৃষ্টিকারী প্রথম মুসলিম নারী ও প্রথম বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত কাউন্সিল সদস্য শাহানা হানিফ বিয়ে করেছেন। তার বর পাকিস্তানী বংশোদ্ভুত আব্দুল্লাহ ইউনুস। পারিবারিকভাবে

ঘরোয়া পরিবেশে মুসলিম রীতি অনুযায়ী গত ৩০ ডিসেম্বর শনিবার তাদের আকদ সম্পন্ন হয়। এসময় দুইপরিবারের ঘনিষ্ট সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

জানা গেছে, সিটি কাউন্সিল ডিস্ট্রিক্ট-৩৯ (ব্রুকলীন) থেকে নির্বাচিত শাহানা হানিফ আর পাকিস্তানী বংশোদ্ভুত আব্দুল্লাহ ইউনুস একে অপরের সাথে পরিচয় সূত্রে বিয়ের সিদ্ধান্ত নেন। বর আব্দুল্লাহ ইউনুস ইমিগ্রেশন বিষয়ে কাজ করেন। লং আইল্যান্ডস্থ বরের বাসায় গত ৩০ ডিসেম্বর শনিবার আকদ সম্পন্ন হয়েছে। এসময় দুই পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। আগামী সামারে বিবাহোত্তর সংবর্ধনা হবে শাহানা হানিফের বাবা কমিউনিটির পরিচিত মুখ, বিশিষ্ট রাজনীতিক ও চট্টগ্রাম সমিতি ইউএসএ'র সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ হানিফ মিডিয়াকে জানান। - ইউএনএ

নির্বাচন সুষ্ঠু হওয়ার প্রত্যাশা যুক্তরাষ্ট্র হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশে ৭ই জানুয়ারী অনুষ্ঠিতব্য সাধারণ নির্বাচন সুষ্ঠু হওয়ার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে অবস্থিত বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ।

গত ৩১ ডিসেম্বর রবিবার নিউ ইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের সবান্ন রেষ্টুরেন্টে হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ আয়োজিত "দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে সংখ্যালঘু নাগরিকদের নিরাপত্তা" শীর্ষক এক সংবাদ সম্মেলনে এই প্রত্যাশার কথা জানানো হয়। এই সময় সংখ্যালঘু নির্যাতনকারি হিসেবে চিহ্নিত কাউকে ভোট না দেয়ার জন্য বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের প্রতি অনুরোধ জানানো হয়। এছাড়া নির্বাচনের সময় কিংবা তৎপরবর্তীকালে ২০০১ সালের অক্টোবর মাসের মত সম্ভাব্য সংখ্যালঘু বিরোধী সন্ত্রাস ঠেকানো এবং ত্বারিৎ গতিতে মোকাবেলার জন্য অগ্রীম ব্যবস্থা গ্রহন করতে অনুরোধ জানায় যুক্তরাষ্ট্র ঐক্য পরিষদ।

সংগঠেনের অন্যতম সভাপতি অধ্যাপক নবেন্দু দত্তের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক ডক্টর দ্বিজেন ভট্টাচার্যের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত এই সংবাদ সম্মেলনে, শহিদ মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধে নিহত লক্ষ লক্ষ শহিদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে, এবং সভায় উপস্থিত মুক্তিযোদ্ধাদের অবদানের জন্য কৃকজ্ঞতা প্রকাশ করে, অধ্যাপক নবেন্দু দত্তের স্বাগতিক বক্তব্যের পর সংগঠনের যুগ্ম সম্পাদক বিষ্ণু গোপ সাংবাদিকদের উদ্দেশ্য একটি লিখিত বক্তব্য পড়ে শোনান।

একইসাথে অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে নির্বাচনের আগে থেকে পরবর্তী তিন সপ্তাহ পর্যন্ত সেনাবাহিনীকে মাঠে রাখার অনুরোধ জানানো হয়েছে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং রাষ্ট্রপতির প্রতি। যুক্তরাষ্ট্র ঐক্য পরিষদের জেনারেল সেক্রেটারি ড. দ্বিজেন ভট্টাচার্যের সঞ্চালনায় সংবাদ সম্মেলনের লিখিত বক্তব্য উপস্থাপন করেন যুগ্ম সম্পাদক বিষ্ণু গোপ।

সংগঠনের পক্ষ থেকে পঠিত বক্তব্যে বলা হয়: আজ বিজয়ের মাসের শেষ দিন। সকল শহিদ মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধে নিহত লক্ষ লক্ষ শহিদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে শুরু করছি। এখানে যারা মুক্তিযোদ্ধা উপস্তিত রয়েছেন তাঁদের প্রতি আমাদের কৃকজ্ঞতা ও ভালবাসা জানাই।

নুতন বছরের শুরুর প্রাক্কালে আমরা আবারও আপনাদের শরণাপন্ন হয়েছি, কারণ ৭ই জানুয়ারী ২০২৪, আমাদের মাতৃভূমি বাংলাদেশে অনুষ্ঠেয় দ্বাদশ সংসদীয় নির্বাচন ও তৎপরবর্তী সময়ে দেশে আমাদের আত্মীয় স্বজনদের নিরাপত্তা নিয়ে আমারা শঙ্কিত। যুক্তরাষ্ট্র ঐক্য পরিষদ এই নির্বাচনটি 'সুষ্ঠু ও অবাধ' হবে বলে আশা প্রকাশ করছে; তবে, বাংলাদেশে নির্বাচন মানেই তো সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর আরেক দফা পৈশাচীক নির্যাতন। অতীতের বারবার তিক্ত অভিজ্ঞতার কারণে, এমনতর ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে আগাম ব্যবস্থা গ্রহন করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র ঐক্য পরিষদ আপনাদের মাধ্যমে দেশের সংশ্লিষ্ট সকল মহলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে। কেন্দ্রীয় ঐক্য পরিষদ সংবাদ সম্মেলন করে এ' ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে এবং নির্বাচনের পরেও তিন সপ্তাহ সেনা-সদস্যদের মাঠে রাখার দাবি জানিয়েছে। আমরা ঐ দাবির প্রতিও পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি।

আমরা আপনাদের ২০০১-এর নির্বাচনের আগে-পরে সংখ্যালঘু নির্যাতনের করুন কাহিনী একটু স্মরণ করতে অনুরোধ করি। স্মর্তব্য যে, ঐসব নারকীয় ঘটনার হোতাদের কিন্ত বিচার হয়নি আজও । ২০১২ সালে রামু থেকে ২০২১-এ কুমিল্লায় সংখ্যালঘু নির্যাতনের বীভৎস ঘটনাবলী, ডিজিটাল সিকিউরিটি আইনে নিরপরাধ সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে ধর্ম-অবমাননার মিথ্যা অজুহাতে কারারুদ্ধ করার নিষ্ঠুরতা আমাদের জন্য সতত: কষ্ট প্রদায়ী। এরই মধ্যে আরেকটি জাতীয় নির্বাচন সমাসন্ন। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ এবং জাতীয় পার্টি ঐক্য পরিষদের দাবি অগ্রাহ্য করে বেশ কয়েকজন অভিযুক্ত সংখ্যালঘু নির্যাতনকারীকে মনোনয়ন দিয়েছে (এ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল, সম্পাদক শ্যামল দত্ত, প্রথম আলো, ৩০শে ডিসেম্বর,২০২৩) । যেমন, কুমিল্লার বাহার এম. পি., যিনি ২০২১-এ হিন্দু নির্যাতনের ঘটনায় অভিযুক্ত, বা নারায়ণগঞ্জের সেলিম ওসমান, যিনি শিক্ষক শ্যামল ভক্তের ওপর নির্যাতনের অপরাধে অভিযুক্ত। যুক্তরাষ্ট্র ঐক্য পরিষদ সংখ্যালঘু নির্যাতনের দায়ে অভিযুক্ত যেকোন প্রার্থীকে ভোট না দেওয়ার জন্যে সংখ্যালঘুদের প্রতি উদাত্ত আহবান জানাচ্ছে।

আপনারা অবগত আছেন যে, গত দেড় বছরে আমরা দু'বার মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী, এবং একাধিক বার সম্মানিত পররাষ্ট্রমন্ত্রী, ওয়াশিংটনস্থ রাষ্ট্রদূত, এবং নিউইয়র্কস্থ কনসাল জেনারেলের সঙ্গে আমাদের দাবি-দাওয়া নিয়ে বৈঠক করেছি। কিন্ত, দু:খের বিষয়, আমাদের কোন দাবিদাওয়া সরকার পূরণ করেনি। মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী ওনার দলের ২০১৮ সালের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিও পূরণ করেননি- সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন পাশ হয়নি, সংখ্যালঘু কমিশনও গঠিত হয়নি। তা'তে আমরা হতাশ, এবং সক্ষুব্ধ।

ঐক্য পরিষদ গঠিত হয়েছিলো সংখ্যালঘু নাগরিকদের সম-অধিকার আদায়ের সংগ্রামের জন্যে, কিন্ত বাস্তবতা হচ্ছে এখন আমরা বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সংগ্রাম করছি। স্বাধীনতার সুফল, বিজয়ের স্বাদ সংখ্যালঘু নাগরিকদের ঘরে পৌঁছেনি গত ৫২ বছরে সংখ্যালঘু জনসংখ্যা কেবলই কমেছে। বিশেষ করে, হিন্দুরা যেস্থলে ১৯৯৮ সালে ছিল দেশের মোট জনসংখ্যার ১৬% (এ্রযব ডড়ৎষফ ঋধপঃ ইড়ড়শ, ২০১০), সেস্থলে বর্তমানে তাঁরা মাত্র ৭.৯৫%(বাংলাদেশে সেন্সাস রিপোর্ট-২০২২)। সংখ্যালঘু সুরক্ষার ব্যাপারে সরকারের চরম উদাসীনতা দেখে মনে হচ্ছে অধ্যাপক আবুল বারাকাতের ভবিষ্যদ্বাণী "No Hindus will be left [in Bangladesh] after 30 years.Ó(Dhaka Tribune, November 20, 2016), হয়তো সত্য হতে চলেছে।

১৯৭৯ সালে জাতীয় নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশে নির্বাচনের আগে-পরে সংখ্যালঘু নির্যাতন শুরু হয়, এরপর প্রায় প্রতিটি নির্বাচনের আগে-পরে সংখ্যালঘু নির্যাতন হয়েছে। ২০০১-এর পাশবিক নির্যাতনের তো কোন তুলনা হয় না, এবং সেটা জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক মিডিয়াতে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছিল। আপনাদের নিশচয়ই এ'সব সংবাদ শিরোনাম স্মরণ আছে, "BangladeshÕs religious minorities- safe only in the departure lounge (The Economist, Nov. ২৯, ২০০৩)। ১৯৮৬, ১৯৮৮ সালের নির্বাচনের পরেও সংখ্যালঘু নির্যাতন হয়েছে; এমনকি ২০১৪ সালে একটি বড় মিডিয়া ভোটের লাইনে শাঁখা-সিঁদুর পরিহিত মহিলাদের ছবি ছাপানোর পরপরই শুরু হয হিন্দু নির্যাতন। বস্তুত: সংখ্যালঘু নির্যাতন নির্বাচনের অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এবারের নির্বাচন ঘোষণার ক'দিন আগে মুন্সিগঞ্জের এম. পি. এ্যাডভোকেট মৃনাল দাসকে আওয়ামী লীগের প্রতিদ্বন্দী গোষ্ঠী ধর্ম তুলে যাচ্ছেতাই গালাগালি করার একটি ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে আমরা দেখে স্তম্ভিত হয়েছি। এই মুহূর্তে আমরা আসন্ন নির্বাচন সম্পর্কিত গুটিকয় ঘটনার উল্লেখ করছি: চুয়াডাঙ্গা-১'র স্বতন্ত্র প্রার্থী আওয়ামী সমর্থক ব্যবসায়ী দিলীপ কুমার আগারওয়াল বলেছেন, 'অবস্থা ভয়ঙ্কর, আমার ওপর আক্রমন হয়েছে। তিনি বলেন, তার ২০জন আহত কর্মীকে হাসপাতালে যেতে হয়েছে। ঘটনাটি ঘটে গত শনিবার। বরিশাল-৪ (হিজলা-মেহেন্দিগঞ্জ) আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী, বর্তমান সাংসদ পঙ্কজ দেবনাথ-র সমর্থকদের ওপর হিজলা উপজেলায় শাম্মী আখতারের লোকজন আক্রমণ চালায়, ঘরবাড়ী ভেঙ্গে দেয়। এ সময় একজন সমর্থককে কোপানো হয় এবং আরো ৫জন আহত হয়। শাম্মির অনুসারী খালেদ মাসুদ আহমেদ ৪০-৫০জন ধারালো অস্ত্র নিয়ে তাঁর বাড়ীতে আক্রমন চালায় বলে আলীগঞ্জ বাজার মন্দির কমিটির প্রেসিডেন্ট রাম প্রসাদ অভিযোগ করেন। 'মেহেরপুর-১ (মুজিবনগর, সদর উপজেলা) আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী ও সাবেক দুই মেয়াদের সংসদ সদস্য প্রফেসর আব্দুল মান্নান ফোনে জেলার সদর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. অলোক কুমার দাসকে হুমকি দেন, এ ভিডিওটি ভাইরাল হয়েছে। ফোনে ডা. অলোক কুমার দাসকে হুমকি দিয়ে প্রফেসর আব্দুল মান্নান বলেন, 'তুমি বাইরে থেকে এসে মেহেরপুরে খুব আরামেই আছো। টাকা-পয়সা অনেক কামাই করছো। বাড়ি-ঘর করেছো। আমি এম. পি. হই, আর না হই, তোমার মেহেরপুরের বাসা আমি উঠিয়ে দেব। আর যদি তুমি সাবধান হয়ে যাও তাহলে আমার প্রিয় পাত্র হয়ে থাকতে পারবে।' নারীপক্ষ নির্বাচনে নারী ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা নিশ্চিতের দাবি জানিয়েছে ।তাঁরা আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনে দেশের বিভিন্ন স্থানের ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা চিহ্নিত করে সেখানকার নারী ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসহ নির্বাচনে সম্পৃক্ত প্রশাসন, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও এলাকাবাসীর যৌথ উদ্যোগে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়াসহ পাঁচ দফা দাবি বাস্তবায়নের জোর দাবিও জানিয়েছে। গেল ২৭শে ডিসেম্বর ২০২৩, ঢাকায় এম. পি. হাজী মোহাম্মদ সেলিম সন্ত্রাসী বাহিনী পাঠিয়ে ঢাকাস্থ চকবাজারের ৩নং রুইহাট্টা লেনে নির্মিত ৮-তলা 'এনেক্স ফ্রেন্ডশীপ মার্কেট' ভবন ভাংচুর করে এবং সেটা জবরদখল করার চেষ্টা চালায়। ঐ সম্পত্তির মালিক জ্যোতি মাধব বণিক পরদিন □্যাব মহাপরিচালকের কাছে তাদের রক্ষার জন্যে আবেদন জানিয়েছেন।

অতীতের নির্বাচন কালীন ভয়াবহ অভিজ্ঞতা এবং অতি-সাম্প্রতিক সংখ্যালঘু বিরোধী সহিংসতার পরিপ্রেক্ষিতে দেশের সংখ্যালঘুরা আশঙ্কা করছেন যে, তাঁদের ওপর যে কোন সময় ২০০১, রামু, বা নাসির নগরের মত ভয়াবহ মাত্রার আক্রমণ হতে পারে। এ' নিয়ে দেশে তাঁরা যেমন গভীর উৎকণ্ঠায় আছেন আমরাও তেমনি আমাদের আাত্মীয় স্বজনের জন্য উদ্বিগ্ন।

আপনারা অবগত আছেন যে, দু' একটি দেশ-বিদেশে বহুল প্রচারিত কেইস ব্যাতিরেকে সরকার কখনও সংখ্যালঘু নির্যাতকেদের বিচার করেনি, এর জন্য প্রয়োজনীয় কঠোর আইন প্রণয়ণ করবে বলেও করেনি। তাই, সুচিহ্নিত সংখ্যালঘু নির্যাতক সন্ত্রাসীদের দেশের সংখ্যালঘু নাগরকিদের নিশ্চিহ্ন করার কার্যক্রম বিনা দ্বিধায় চালিয়ে যেতে কোন ভয় নেই।

একটি বড় রাজনৈতিক দল ও তার সমমনা গোষ্ঠী সারা দেশে অগ্নি সন্ত্রাস করে মানুষ হত্যা করছে, তারা ৭ই জানুয়ারীর নির্বাচন বয়কট ও অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিয়েছে, এমন কি নির্বাচন প্রতিহত করারও ঘোষণা দিয়েছে। তার উপর রয়েছে অন্তর্দলীয় কোন্দল। যাঁরা নির্বাচনে অংশ গ্রহন করছেন, তাঁরা স্বাভাবিকভাবেই সবাইকে ভোট দিতে উৎসাহ দিচ্ছেন। সংখ্যালঘু নাগরিকরা অতীতের মত এবারও নিশ্চয়ই ভোট দিতে যাবেন। আর, ভোট দিতে গেলে তাঁরা যে অতীতের মতই সাম্প্রদায়িক শক্তির রোষাণলে পড়বেন সে আশঙ্কা যুক্তিসঙ্গত। তাই, আমরা আজ আপনাদের মাধ্যমে দেশের নির্বাচন কমিশন, রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, সেনাবাহিনী, বিজিবি, পুলিশ, সকল রাজনৈতিক দলের প্রধান ও সচেতন নাগরিকদের সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য সন্ত্রাসী আক্রমণ ঠেকাতে আগাম ব্যবস্থা গ্রহন করতে, এবং কোন দুর্ঘটনা ঘটে গেলে সেটা ত্বরিৎ গতিতে মোকাবেলা করার দায়িত্ব পুলিশকে তো বটেই তবে এর মূল দায়িত্বটা র‍্যাব, বি. জি. বি., ও সেনাবাহিনীর ওপর ন্যাস্ত করতে আহ্বান জানাচ্ছি।

পরিশেষে, আমরা আশা ব্যাক্ত করছি যে দেশে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন হবে, যাতে নাগরিকগণ সেকুলার ডেমক্র্যাসিতে বিশ্বাসী, প্রগতিশীল প্রার্থীদের বিপুল হারে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করবেন।

ইংরেজি নববর্ষে আমাদের চাওয়া হল, বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ ও সংখ্যালঘুরা নিরাপদে থাকুক, বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশ একটি ধর্ম-নিরপেক্ষ উদার গণতান্ত্রিক দেশ হিশেবে পরিচিত হোক, আর ধর্ম হোক যার যার, রাষ্ট্র হোক সবার।"

প্রশ্নোত্তর পর্বে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন ঐক্য পরিষদের দুই সভাপতি অধ্যাপক নবেন্দু বিকাশ দত্ত ও ডা. টমাস দুলু রায়, সিনিয়র ডাইরেক্টর শিতাংশু গুহ, ডাইরেক্টর সুশীল সাহা, প্রদীপ মালাকার, রীনা সাহা এবং উপদেষ্টা ড. দীলিপ নাথ প্রমুখ।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে উত্তরদাতারা বলেন যে এই সমস্যা মোকাবেলা করার সর্বোত্তম পথ হচ্ছে এই মুহূর্তে দেশের নির্বাচন কমিশনারের উচিৎ রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, সেনাবাহিনী, বিজিবি, পুলিশ, সকল রাজনৈতিক দলের প্রধান, ও সচেতন নাগরিকদের সম্পৃক্ত করে সম্ভাব্য সংখ্যালঘু বিরোধী সন্ত্রাসী আক্রমণ ঠেকাতে আগাম প্রস্তুতি নেওয়া, এবং কোন দুর্ঘটনা ঘটে গেলে সেটা ত্বরিৎ গতিতে মোকাবেলার মূল দায়িত্বটা র‍্যাব, বি. জি. বি., ও সেনাবাহিনীর ওপর ন্যাস্ত করা।

কীভাবে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের স্থায়ী সমাধান হতে পারে এই মর্মে সাংবাদিকদরে প্রশ্নের উত্তরে একাধিক উত্তরদাতা বলেন যে, এটা নির্ভর করছে সরকারের সদিচ্ছার ওপর, সরকার যদি যুক্তরাষ্ট্রের মত হেইট ক্রাইম ও স্পীচ আইন অন্তর্ভুক্ত করে একটি কঠোর মইনোরিটি এ্যক্ট প্রনয়ণ করে এবং সংখ্যালঘু নির্যাতকদের বিচার প্রক্রিয়া শুরু করে, তা'হলে সামপ্রদায়িক শক্তি সংখ্যালঘু নাগরিকদের নির্যাতন করার দু:সাহস করবে না। তাঁরা বলেন এটা সম্ভব হতে পারে শুধু যদি প্রগতিশীল মুসলমানরা সরকারের ওপর চাপ সৃষ্ঠি করেন, যেমন প্রগতিশীল শ্বেতাঙ্গরা কৃষ্ণাঙ্গদের সম-অধিকার প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করছেন।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

ময়নুজ্জামান চৌধুরীর আনন্দঘন পারিবারিক মিলনমেলা ও নৈশভোজ

পরিচয় ডেস্ক: গত ২৫ ডিসেম্বর সোমবার রাতে এষ্টোরিয়ার জালালাবাদ ভবনে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, বিয়ানীবাজার থেকে আগত নিউ ইয়র্কে দীর্ঘদিনের প্রবাসী ময়নুজ্জামান চৌধুরী যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন ষ্টেট থেক আগত তাঁর পরিবারের সদস্যদের জন্য এক আনন্দঘন পারিবারিক মিলনমেলা ও নৈশভোজের আয়োজন করেন।

বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচনকালীন এবং নির্বাচন পরবর্তী সময়ে হিন্দুদের সার্বিক নিরাপত্তা প্রদানে নিউ ইয়র্কের ইউনাইটেড হিন্দুস্ অব ইউএসএর আহবান

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশে আগামী ৭ জানুয়ারী অনুষ্ঠতব্য জাতীয় সংসদ নির্বাচনকালীন এবং নির্বাচন পরবর্তী সময়ে হিন্দুদের সার্বিক নিরাপত্তা প্রদান বিষয়ে নিউ ইয়র্কে ইউনাইটেড হিন্দুস্ অব ইউএস গত ২৯শে ডিসেম্বর, ২০২৩ সন্ধ্যায় এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে। ইউনাইটেড হিন্দুস অব ইউএসএ'র সভাপতি ভজন সরকারের সভাপতিত্বে এবং সুশীল সিনহার পরিচালনায় জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন রেষ্টুরেন্টে আয়োজিত উক্ত সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ভবতোষ মিত্র।

সাংবাদিকদের বিভিন্ন বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন সংগঠনের চেয়ারম্যান ডা. প্রভাত দাস, সাধারণ সম্পাদক রামদাস ঘরামি, শিতাংশু গুহ, দিলীপ নাথ, নিত্যানন্দ কিশোর দাস, জয়দেব গাইন, মনিকা রায় চৌধুরী প্রমুখ।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, বাংলাদেশে আরেকটি নির্বাচন আসন্ন। নির্বাচন উপলক্ষ্যে দেশে যে অস্থিরতা বিরাজমান, এর সুযোগ নিয়ে ২০০১ সালের অক্টোবর কিংবা ২০১৪ সালের জানুয়ারি মাসে দেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর যে বর্বর সহিংসতা চালানো হয়েছিল তার সম্ভাব্য পুনরাবৃত্তি ঠেকাতে আমরা আপনাদের সহযোগিতা চাই।

দেশে এখন অগ্নি সন্ত্রাস চলছে। ট্রেনে বাসে আগুন দিয়ে মানুষ পুড়িয়ে মারা হচ্ছে, এমনকি একজন পুলিশ অফিসারকেও পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। বিরোধী দল এবং তাঁদের সমমনা দলগুলো নির্বাচন বয়কট করে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিয়েছে। এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে হিন্দুরা তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে চাইলে তাঁদের উপর ২০০১ সালের মত অত্যাচার চালানোর সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। হিন্দুদের উপর সম্ভাব্য সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস ঠেকানো এবং কোন দুর্ঘটনা ঘটে গেলে দ্রুত গতিতে সেটা মোকাবেলা করার মত যথেষ্ট ক্ষমতা যে প্রশাসনের নেই সেটা আমরা অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে জানি। আমরা অনেকটাই আশ্বস্ত হয়েছি যে সেনাবাহিনী কিছুদিন অন্তত: মাঠে থাকবে, কিন্তু আপনাদের মাধ্যমে আমরা মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং প্রধান নির্বাচন কমিশনার সহ সকল রাজনৈতিক দলের কাছে অনুরোধ জানাতে চাই যে, নির্বাচনের পূর্বাপর সময়ে হিন্দুদের সুরক্ষার জন্য সেনাবহিনীকে মেজিস্ট্রেসি পাওয়ার দেওয়া হোক, এবং বি.জি.বি. ও র‍্যাব বাহিনীকে স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে কাজ করার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হোক।

বাংলাদেশ নামক ভুখন্ডে হিন্দু নির্যাতনের ইতিহাস দীর্ঘ দিনের এবং এর হোতারা একটি চিহ্নিত গোষ্ঠী - তারা ধর্মীয় জাতীয়তাবাদী, মৌলবাদী ও উগ্রপন্থী, যারা মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার বিরোধী শক্তি, যারা ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে সহাবস্থানে বিশ্বাস করে না, নারী-পুরুষের সম-অধিকার, নারীর শিক্ষা ও কর্মের অধিকার, শিল্পকলা, সঙ্গীত, গণতন্ত্র, অর্থাৎ আধুনিক মানব সমাজের যা কিছু শ্রেষ্ঠ অর্জন তার কিছুতেই বিশ্বাস করে না। ঐ বর্বর গোষ্ঠী, ১৯৪৬ সালের ১০ই অক্টেবর নোয়াখালী ম্যাসাকার দিয়ে এই ভুখন্ডে হিন্দু নির্যাতনের সূত্রপাত করেছিল, তারপর ১৯৫০-এ ভৈরব ব্রীজ ম্যাসাকার, ১৯৬৪ সালের ম্যাসাকার, ১৯৭১ সালের গণহত্যা, ধর্ষণ, ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ, দেব-দেবীর মূর্তি ও দেবালয় ধ্বংস করেছিল তো বটেই, এমন কি সেকুলার ডেমোক্র্যাটিক বাংলাদেশেও তারা তাদের সেই মধ্যযুগীয় বর্বরতার ধারা বজায় রেখেছে।

বাংলাদেশ আমলে ১৯৭২ সালের অক্টেবরে পূজা মন্ডপ ও দেবীর প্রতিমা ধ্বংস করা দিয়ে হিন্দু নির্যাতনের সূচনা করে বর্বররা। পরবর্তীতে নিয়মিতভাবে হিন্দু নির্যাতন করে এসেছে অসংখ্যবার। রামু, নন্দীরহাট, নাসিরনগর, সুনামগঞ্জ, সাঁথিয়া, বোরহানউদ্দীর, ঠাকুরগাঁও প্রভৃতি জায়গার ঘটনা এবং ২০২১ সালের পুজোয় নানুয়ার দিঘীর পাড় থেকে শুরু করে দেশের ২২টি জেলায় যুগপৎ হিন্দু নির্যাতনের ভয়াবহ ঘটনা এর অন্তর্ভূক্ত। ১৯৭১ সালে ৩০ লক্ষ বাঙালীর প্রান, ২ লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রম, এবং অত্যাচারের মুখে ৯০ লক্ষ মানুষের দেশত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত সেকুলার ডেমোক্র্যাটিক বাংলাদেশেও হিন্দু নির্যাতনের এই নিষ্ঠুর প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে সেটা ছিল অকল্পনীয়। অথচ বাস্তবে সেটাই ঘটে চলেছে।

১৯৭২ সাল থেকে এ' পর্যন্ত এক দিকে হিন্দুদের প্রতি প্রতিটি সরকারের বৈষম্যমূলক আচরণ আর অন্য দিকে, ধর্মীয় জাতীয়তাবাদী, মৌলবাদী, ও উগ্রপন্থীদের মধ্যযুগীয় অত্যাচারের ফলে লক্ষ লক্ষ হিন্দু দেশত্যাগ করে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে ভারতে, যেখানে তারা অবৈধ, পরিচয়হীন মানুষ হিসাবে আত্মগোপন করে বেঁচে থাকার চেষ্টা করছে।

বৈষম্যের উদাহরণ যদি জানতে চান তো ধরুন, ১৯৭২ সালে পাকিস্তানী আমলের শত্রু সম্পত্তি আইনকে বহাল রেখে হিন্দুদের কাছ থেকে প্রায় ২.৮ মিলিয়ন একর জমি অধিগ্রহন করে নিয়েছে সরকার।

১৯৭৪ সালে ইসলামী ফাউন্ডেশন করা হয়েছে, কিন্তু হিন্দু ফাউন্ডেশন করা হয়নি। মুক্তিযুদ্ধের সময় বিদ্ধস্ত রমনা কলিবাড়ি পুনর্নির্মানে সাহায্য করা তো দূরের কথা সেখানে যুগের পর যুগ হিন্দুদের প্রবেশাধিকারও দেওয়া হয়নি। একইভাবে বর্তমানে দেশে ৫৬০টি মডেল মসজিদ নির্মাণের কাজ প্রায় সম্পন্ন, কিন্তু একটি মন্দিরও নির্মাণ করা হয়নি। তাছাড়া বি.এন.পি., জাতীয় পার্টি ও আওয়ামী লীগ সকলে মিলে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করে আমাদের ভাই বোন ও বন্ধু-বান্ধবদের দ্বিতীয় শ্রেনীর নাগরিকে পরিণত করেছে। আর নির্যাতনে সরকারের প্রত্যক্ষ ভূমিকার কথা যদি জানতে চান, তাহলে ধরুণ লোগাং ম্যাসাকারের কথা - বি.এন.পি. সরকার তো সরাসরি বি.ডি.আর. পাঠিয়ে আবাদীদের সঙ্গে মিলে ১৯৯২ সালের ১০ই এপ্রিল পার্বত্য চট্টগ্রামে লোগাং এ আদিবাসীদের গণহত্যা করে পুরো গ্রামটিকে বুলডোজার দিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল, যে ঘটনার নিন্দা করে ১৭ জন ইউ.এস. কংগ্রেসম্যান সে বছরের ১৭ই নভেম্বর তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে চিঠি লিখেছিলেন। আর ২০০১ সালের অক্টোবরের নির্বাচনে জেতার পর বি.এন.পি. এবং জামাত যৌথভাবে এক রাতে ভোলার চর ফ্যাশনে এক স্পটে ২০০ হিন্দু মেয়েকে ধর্ষণ করেছিল সেই সময় ধর্ষিতাদের মধ্যে হিন্দু মেয়ের হার ছিল ৯৭% (দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৭ই ফেব্রুয়ারি, ২০০২)। সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসীরা হিন্দু-প্রধান গ্রামগুলো আগুনে পুড়ে হিন্দুদের উচ্ছেদ করেছিল যা গার্ডিয়ান পত্রিকা রিপোর্ট করেছিল। সন্ত্রসীরা বাঁশখালিতে শীল পরিবারের ১১ জনকে জ্যান্ত পুড়ে মেরেছিল বলতে গেলে পুলিশের চোখের সামনে, সেসব হৃদয় বিদারক ঘটনা ডেইল স্টার, জনকণ্ঠ, ভোরের কাগজ, বাংলাদেশ অভজারভার, দি ইকনোমিষ্ট প্রভৃতি পত্রিকায় তখন নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়েছিল।

অত্যাচারের মুখে দেশত্যাগ এবং ছলে-বলে ধর্মান্তরিত করার ফলে দেশে হিন্দুর সংখ্যা যেখানে ১৯৯৮ সালে ছিল মোট জনসংখ্যার ১৬% সেখানে বর্তমানে সেটা নেমে এসছে ৭.৯৫%-এ (বাংলাদেশ সেন্সাস রিপোর্ট, ২০২২)। আর পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসীদের হার যে স্থলে ব্রটিশ আমলে ছিল ৯৮ শতাংশ, বর্তমানে সেটা ৫০ শতাংশের নিচে নেমে গেছে। প্রফেসর আবুল বারাকাতের ভবিষৎ বাণী হল "তিরিশ বছর পর বাংলাদেশে কোন হিন্দু থাকবে না (ঢাকা ট্রিবিউন, ২০শে নভেম্বর, ২০১৬)"। পাশের দেশ ভারতের পশ্চিমবঙ্গে কিন্তু সংখ্যালঘু মুসলমানদের জনসংখ্যার প্রতিনিধিত্বের হারের গ্রাফটা আমাদের ঠিক বিপরীত। বাংলাদেশে হিন্দুদের বিলুপ্তি ঠেকাতে হলে, সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসীদের বিচারের আওতায় এনে দমন করতে হবে।

আওয়ামী লীগ তার ২০১৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে ওয়াদা করেছিল, নির্বাচনে জিতলে তারা একটি সংখ্যালঘু কমিশন গঠন করবে এবং একটি সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন পাশ করবে, কিন্তু বিগত পাঁচ বছরে সেই প্রতিশ্রুতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জন নেত্রী শেখ হাসিনা রক্ষা করেননি। ২০২৪ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে একই প্রতিশ্রুতি রাখা হয়েছে।

২০১৮ সালের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সংখ্যালঘু কমিশন এবং সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন বিলটি পাশ করা হলে ২০২১ সালের পুজোয় সন্ত্রাসী হামলা হতো না আর আজ আমাদের এমন দুশ্চিন্তাগ্রস্থ থাকতে হত না। বাংলাদেশে সন্ত্রাসের মাধ্যমে আমাদের ভাইবোনদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হবে, সেটা আমরা নীরবে মেনে নেব না। এটা ঠেকাতেই হেবে। বাংলাদেশে হিন্দুদের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে আমরা ইউনাইটেড হিন্দুস্ অব ইউএসএ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা এবং প্রধান নির্বাচন কমিশন বরারব নিম্নলিখিত সুপারিশ মালা বাস্তাবায়নের জন্য পেশ করছি:

১) আসন্ন সংসদীয় নির্বাচনে হিন্দুদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

২) ঝুকিপুর্ণ এলাকাগুলিতে প্রয়োজনে পুলিশ বিডিআর এবং সামরিক বাহিনী নিযুক্ত করতে হবে।

৩) সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত বুলেটিন রেডিও টেলিভিশনে প্রচার করতে হবে।

৪) ধর্ম অবমাননার নামে হিন্দুদের বিরুদ্ধে আইসিটি অ্যাক্ট ব্যবহার বন্ধ করতে হবে।

৫) যুক্তরাষ্টের মত হেইট ক্রাইম ও স্পীচ আইন অন্তভূক্ত করে একটি কঠোর সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন পাশ করে

অবিলম্বে জজ সাহাবুদ্দীন কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত সংখ্যালঘু নির্যাতকদের বিচার আওতায় আনতে হবে।

৬) অবিলম্বে সংখ্যালঘু মন্ত্রনালয় গঠন করতে হবে।

বাংলাদেশে হিন্দুদের অস্তিত্ব রক্ষার এ সংগ্রামে আমরা আপনাদের পাশে পাব বলে আশ করছি।

লিখিত বক্তব্যের পর সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে জানানো হয় নির্বাচনের পুর্বে এবং পরবর্তীতে হিন্দু ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকজনের উপর হামলা নির্যাতন যাতে না হয় সে ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণের জন্য তাঁরা বিভিন্ন মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আগাম অনুরোধ জানিয়েছেন।

'আমেরিকা-বাংলাদেশ প্রেসক্লাব' (এবিপিসি)'র নতুন কমিটি গঠিত

পরিচয় ডেস্ক: 'আমেরিকা-বাংলাদেশ প্রেসক্লাব' (এবিপিসি)'র নতুন কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়েছে। কম্যুনিটি বিনির্মানে একযোগে কাজের সংকল্প নবউদ্যমে কম্যুনিটি বিনির্মাণের সংকল্পে যুক্তরাষ্ট্র অঞ্চলে কর্মরত সাংবাদিকদের সংগঠন 'আমেরিকা-বাংলাদেশ প্রেসক্লাব' (এবিপিসি)'র বার্ষিক সাধারণ সভায় ২০২৪-২০২৫ মেয়াদের নয়া কার্যকরী কমিটির নির্বাচন সম্পন্ন হলো। সভাপতি হিসেবে পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন চ্যানেল আই টিভির যুক্তরাষ্ট্র প্রতিনিধি বীর মুক্তিযোদ্ধা রাশেদ আহমেদ এবং সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন বিডিইয়র্ক ডটকমের সম্পাদক শাহ ফারুক রহমান। ১৩ সদস্যবিশিষ্ট কমিটির অপর কর্মকর্তারা হলেন : সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট পপি চৌধুরী (সম্পাদক-নারী), ভাইস প্রেসিডেন্ট আলিম খান আকাশ (বিশ্ববাংলা টোয়েন্টিফোর টিভি), যুগ্ম সম্পাদক আজিমউদ্দিন অভি (যমুনা টিভি), কোষাধ্যক্ষ পদে পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন জামান তপন (ফ্রিল্যান্সার), সাংগঠনিক সম্পাদক আরিফুল ইসলাম (এনআরবি কানেক্ট টিভি), প্রচার সম্পাদক-আনিসুর রহমান (বাংলাদেশ প্রতিদিন), নির্বাহী সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা লাবলু আনসার (বাংলাদেশ প্রতিদিন), কানু দত্ত (ডিবিসি টিভি), রাজুব ভৌমিক (বাংলাদেশ প্রতিদিন), লায়লা খালেদা (ফ্রি-ল্যান্সার) এবং তপন চৌধুরী (ফ্রিল্যান্সার)। নয়া এ কার্যকরী কমিটির তালিকা পাঠ করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) আদিত্য শাহীন। এ সময় পাশে ছিলেন অপর কমিশনার শামিম আল আমিন (একাত্তর টিভি)। ২৩ ডিসেম্বর অপরাহ্নে জ্যাকসন হাইটসে একটি পার্টি হলে অনুষ্ঠিত এ সাধারণ সভায় ১১ সদস্যের কার্যকরী কমিটিকে ১৩ সদস্যে বৃদ্ধি এবং সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হিসেবে টানা দু'মেয়াদের বেশী কেউ প্রার্থী হতে অথবা দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না বলে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। নয়া কমিটির পরিচিতি সমাবেশ শীঘ্র অনুষ্ঠিত হবে বলে জানানো হয়েছে। সাধারণ সভায় নানা ইস্যুতে আরো বক্তব্য দেন এবিপিসির সদস্য শহীদুল্লাহ কাইসার (বাংলাদেশ প্রতিদিন), অনিক রাজ (নিউজ টোয়েন্টিফোর টিভি), নুরুন্নাহার নিশা খান (বিশ্ববাংলা টোয়েন্টিফোর টিভি), জলি আহমেদ (এনআরবি কানেক্ট টিভি), আব্দুল আওয়াল মিন্টু, সৌমিক আহমেদ প্রমুখ। প্রেসক্লাবের সাধারণ সভায় অংশগ্রহণকারি সকলেই সুদূর এই প্রবাসে গণমাধ্যম কর্মীগণের মধ্যেকার সম্প্রীতির বন্ধন অটুট রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। নিজ নিজ অবস্থান থেকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় এগিয়ে চলা বাংলাদেশের ইমেজ সমুন্নত রাখার সংকল্পও ব্যক্ত করেন সকলে।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

ইসরায়েল-গাজা যুদ্ধের প্রভাব পড়েছে ম্যাকডোনাল্ডসের ব্যবসায়

৭ পৃষ্ঠার পর

ম্যাকডোনাল্ডস বিশ্বজুড়ে ৪০,০০০ এর বেশী দোকানের মালিকানা এবং পরিচালনার জন্য হাজার হাজার স্বাধীন ব্যবসার উপর নির্ভর করে। এর মধ্যে প্রায় ৫% দোকান মধ্যপ্রাচ্যে অবস্থিত। ৭ অক্টোবর হামাস ইসরায়েলে হামলা করার পর থেকে ম্যাকডোনাল্ডসের বাণিজ্যিক সদর দপ্তর এই হামলা নিয়ে কোন মন্তব্য অথবা অসমর্থন জানায়নি। তবুও এই যুদ্ধের প্রভাব প্রতিষ্ঠানটির উপর পরেছে। হামলার পরের সপ্তাহে ম্যাকডোনাল্ডস (ইসরায়েল) জানিয়েছিলো এটি ইসরায়েলের সেনাদের বিনামূল্যে খাবার দিয়েছে। এর পরেই অনেকে প্রতিষ্ঠানটিকে বয়কটের ঘোষণা দেয় কারণ তারা গাজায় ইসরায়েলি সৈন্যদের চালানো হামলার বিষয়টিতে ক্ষুব্ধ। যার ফলে কুয়েত, মালয়েশিয়া ও পাকিস্তানের মত মুসলিম দেশগুলো ঘোষণা দিয়ে প্রতিষ্ঠানটিকে বয়কট করেছে। কেম্পজিনস্কির পোস্টটি সাম্প্রতিক দিনগুলিতে প্রতিষ্ঠানটির উপর চলমান বয়কটের যে প্রভাব সেই বিষয়টিকেই নির্দেশ করে। প্যালেস্টাইন-পন্থী 'বয়কট, ডাইভেস্টমেন্ট এন্ড সাংকশনস' (বিডিএস) দল যা আনুষ্ঠানিকভাবে ম্যাকডোনাল্ডসকে এর আগে বয়কট করেনি, এই সপ্তাহে আনুষ্ঠানিকভাবে ব্র্যান্ডটিকে বয়কটের আহ্বান জানিয়েছে।

সৌদিভিত্তিক যে প্রতিষ্ঠানটি ম্যাকডোনাল্ডস মালয়েশিয়া পরিচালনা করে তারা মালয়েশিয়ায় বিডিএসের বিরুদ্ধে 'মিথ্যা ও মানহানিকর তথ্য' ছড়ানোর অভিযোগে ১৩লক্ষ ডলার ক্ষতিপূরণ চেয়ে মামলা করলে দলটি এই বয়কটের আহ্বান জানায়।

বিডিএস মনে করে ম্যাকডোনাল্ডসের ইসরায়েলের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা উচিত এবং মামলা তুলে নেয়া উচিত। দলটি বলেছে, "ম্যাকডোনাল্ডস ইসরায়েলের সাথে তার লজ্জাজনক ফ্র্যাঞ্চাইজ চুক্তি বাতিল না করে মালয়েশিয়ান ও সৌদি মালিকদের দিয়ে ফিলিস্তিনের মুক্তি সংগ্রামের সাথে শান্তিপূর্ণ সংহতির কণ্ঠস্বরকে থামিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। আমরা এটি হতে দিতে পারি না। আসুন ম্যাকডোনাল্ডসকে দেখাই যে সব জায়গা থেকে বয়কট করা হলে এর অবস্থা কেমন হতে পারে"। ম্যাকডোনাল্ডস পোস্টে মামলার ব্যাপারে কোনো ধরনের মন্তব্য করতে রাজি হয়নি।

তার বক্তব্যে কেম্পজিনস্কি বলেন, "আমরা যে কোন ধরনের সংঘাত ও বিদ্বেষমূলক বক্তব্যকে ঘৃণা করি এবং সবার জন্যই আমরা গর্বের সাথে আমাদের দরজা খোলা রাখি"।

বাফেলোয় বাংলা সিডিপ্যাপ ও অ্যালেগ্রা হোম কেয়ারের নতুন অফিস

মানব সেবার মধ্যে ডুব দেয়ার চেয়ে বড় কোনো আনন্দ আর নেই - স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ

পরিচয় ডেস্ক:নিউইয়র্কে বাংলাদেশি কমিউনিটির প্রথম হোম কেয়ার প্রতিষ্ঠান বাংলা সিডিপ্যাপ সার্ভিসেস ও অ্যালেগ্রা হোম কেয়ারের বাফেলো অফিসের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। গত ২৯ ডিসেম্বর শুক্রবার সন্ধ্যায় বাফেলোর ৩১৭৮ বেইলি এভিনিউতে অফিসের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন প্রতিষ্ঠানের প্রেসিডেন্ট ও সিইও, বীর মুক্তিযোদ্ধা, গ্লোবাল পিস অ্যামব্যাসেডর, স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ। সেসময় উপস্থিত ছিলেন বাফেলোর বাংলাদেশি কমিউনিটির গণ্যমাণ্য ব্যক্তিবর্গ।

প্রধান অতিথি স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ বলেন, বঙ্গোপসাগর পাড়ে সন্দ্বীপে আমার জন্ম। স্কুল বয়সে যখন বন্যায় জলোচ্ছাসে মানুষকে ভেসে যেতে দেখেছি, তখন শিখেছি কীভাবে উপদ্রুত মানুষকে আগলে নিতে হয়। বাড়ি, সমাজ বা ধর্মের কোনো বিভেদ সেখানে থাকতো না। সব মানুষ আমরা একাকার, একাত্ম হয়ে যেতাম। সেখান থেকেই ভালোবাসা ও আন্তরিকতার অনুশীলন করতে করতে কোটি কোটি মানুষকে নিরাপদ করা ও স্বাধীন বাংলাদেশ জন্ম দেয়ার প্রেরণা পেয়েছি। এই নিউইয়র্কেও যখন সতের বছর আগে আমি প্রথম আমার কমিউনিটির মানুষকে হোম কেয়ার শেখাই তখন বাল্যকালের নদীভাঙ্গা বা বন্যা কবলিত মানুষের পুণর্বাসন সেবার কথা মনে করেছি। মানবসেবার আন্দোলনের মধ্যে যেমন কোনো রাজনীতি খুঁজিনি, পরে হোম কেয়ার সেবার গোড়াপত্তন করতে গিয়েও তার মধ্যে কোনো ব্যবসা খুঁজিনি। মনে করেছি পৃথিবীতে মানুষ হিসেবে জন্ম নিয়ে মানব সেবার মধ্যে ডুব দেয়ার চেয়ে বড় কোনো আনন্দ আর নেই।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাফেলোর বাংলাদেশি বেশ কয়েকটি কমিউনিটির প্রতিনিধিত্বশীল ব্যক্তিবর্গ বক্তব্য রাখেন। তারা বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর মাহমুদের জীবনের বিভিন্নমুখি অবদানের স্মৃতিচারণ করে বলেন, তিনি প্রায় ছয় দশক ধরে মানবতা ও দেশপ্রেমের জন্য কাজ করে চলেছেন। বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে তার অবদান অবিস্মরণীয়। সন্দ্বীপ তথা চট্টগ্রাম এমনকি বাংলাদেশের বিভিন্ন জনপদের মানুষই তার মানবিক সেবাকর্ম ও দেশপ্রেমের পক্ষে কাজ করতে দেখেছেন। তিনি নিউইয়র্কে হোম কেয়ার সেবা শুরু করে শুধু বহু প্রবীন মানুষেরই সেবার সযোগ করে দেননি শুধু, অগণিত বাংলাদেশির কাজের সুযোগ করে দিয়েছেন। উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে উঠেছেনও বহু মানুষ। সবমিলিয়ে বাংলাদেশি কমিউনিটিতে মানবসেবা ব্যবস্থাপনা, কর্মসংস্থান ও স্বাচ্ছন্দ জীবনের এক আলাদা গতি সৃষ্টি করেছেন আবু জাফর মাহমুদ। যা এখন আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। এ জন্যই তিনি জাতিসংঘের তালিকাভূক্ত সংগঠন কর্তৃক বিশ্বশান্তির দূত উপাধি লাভ করেছেন।

অনেকের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জনাব ফয়জুল্লাহ, বাংলাদেশি মার্চেন্ট এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেন, আ শ ম আব্দুর রব নান্টু, জনাব মোস্তফা কামাল, কামালউদ্দিন, এডভোকেট কামালউদ্দিন, সাহাবুদ্দিন, মোহাম্মদ লিটন, মো. এবাদুল্লাহ, আবুল বাশার, এডভোকেট মোক্তাদির বিল্লাহ, জাফরুল ইসলাম জুয়েল, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ সমাজ সেবক আব্বাসউদ্দিন দুলাল, বাফেলো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. জোবায়দুর রহমান খান, বিশিষ্ট সাংবাদিক সোহেল মাহমুদ, মোহাম্মদ শফিক, মোহাম্মদ শাহিদ সন্দিপী প্রমুখ। উপস্থিত ছিলেন মাইটভাঙ্গা সমিতির মোহাম্মদ সেলিম, আতাউর রহমানসহ বাফেলোতে বসবাসকারী বিভিন্ন কমিউনিটির গণ্যমাণ্য ব্যক্তিবর্গ। বাংলা সিডিপ্যাপ সার্ভিসেস ও অ্যালেগ্রা হোম কেয়ার ইনক এর অন্যতম ব্যবস্থাপক ওয়ালিদুল ইসলাম ও জয় বাংলাদেশ মিডিয়া ইনক্ এর আদিত্য শাহীনের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানের নিউইয়র্ক অফিস থেকে রেজওয়ানুল হক তানজিব, জোবায়ের ফরহাদ, মোহাম্মদ আলী, বীর মুক্তিযোদ্ধা সানাউল্লাহ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান তত্বাবধানে অনেকের মধ্যে ছিলেন বাফেলো অফিসে কর্মরত আজিমউদ্দিন, নাইমা সুলতানা, সিফা জাহান।

প্রধান অতিথি স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ বাফেলোতে বাংলা সিডিপ্যাপ সার্ভিসেস এর নতুন অফিসকে 'কাচারি ঘর' ঘোষণা করে বলেন, এই কাচারি ঘরে বাফেলোর সকল কমিউনিটি যে কোনো কার্যক্রম চালাতে পারবে। এ ঘোষণায় তাৎক্ষণিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানায় সন্দ্বীপ এলায়েন্স। ড. আবু জাফর মাহমুদ সন্দ্বীপ কমিউনিটির নির্মানাধীন কবরস্তানে প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে অংশী হওয়ার কথা জানান। একইসঙ্গে তিনি বাফেলো শহরের বিভিন্ন কমিউনিটির যেকোনো কল্যানমুখি কাজে পাশে থাকারও আশাবাদ ব্যক্ত করেন। বাফেলো শহরের জীবন ব্যবস্থা ও অগ্রগতির সঙ্গে বাংলাদেশিদের অবদানকে আরো বেশি যুক্ত করার পক্ষে মত দিয়ে তিনি বলেন, আমেরিকা আমাদের সবার ভালো থাকার জন্য ভূমিকা রাখে। আমরা আমেরিকান হিসেবে তাদের সকল সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করি, তাই আমরা যা কিছু করি, তার সঙ্গে আমেরিকাকে সামনে রাখি। তিনি উদ্বোধনী দিনে বাংলা সিডিপ্যাপ ও অ্যালেগ্রা হোম কেয়ার নিয়ে সর্বস্তরের মানুষের স্বতস্ফুর্ত সাড়া প্রসঙ্গে বলেন, আপনাদের হাত দিয়েই এই সেবাপ্রতিষ্ঠান এগিয়ে যাবে, আপনারাই থাকবেন মধ্যমনি হয়ে।

উল্লেখ্য, ইতোমধ্যে সন্দ্বীপ এলায়েন্স বাফেলোতে বাংলা সিডিপ্যাপ সার্ভিসেস এর নতুন অফিসের 'কাচারি ঘর' এ তাদের সাংগঠনিক কার্যক্রম করেছে।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

ছবিতে বাংলা সিডিপ্যাপ ও আলেগ্রা হোম কেয়ার প্রধান বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর মাহমুদ, স্টাফ তানজিব, সায়মন, স্টেট এসেমব্লিম্যান নাদের শেইগ ও একজন লবিষ্টকে দেখা যাচ্ছে।

সিডিপ্যাপ রক্ষায় আইনগত উদ্যোগ, পাশে অ্যাসেমব্লি সিনেট

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্ক স্টেট এর হোম কেয়ার সেবা বন্ধের উদ্যোগের বিরুদ্ধে বিভিন্নমুখি তৎপরতা শুরু হয়েছে। আইনগত উদ্যোগের পাশ দাঁড়িয়েছেন নিউইয়র্ক স্টেট এর অ্যাসেম্ব্লিম্যান ও সিনেটররা। বিভিন্ন মহলের নেতিবাচক প্রচারণা সাধারণ মানুষের হতাশার উপাদান যোগালেও বাস্তবে নিউইয়র্ক স্টেট এর অন্যতম মানবিক কার্যক্রম ক্ষুদ্র ও মাঝারি হোম কেয়ার রক্ষার জন্য একাত্ম হচ্ছেন সবাই। ইতোমধ্যে সেবাগ্রহীতা হাজার হাজার সিনিয়র সিটিজেন এর পক্ষে লড়াইয়ে নেমেছেন বাংলাদেশি কমিউনিটিতে হোম কেয়ার সেবার পথিকৃৎ ব্যক্তিত্ব স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ। তিনি বলেন, নিউইয়র্ক স্টেট এ বসবাসকারী বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠির প্রবীন সদস্যদের জন্য সিডিপ্যাস ও হোম কেয়ার সেবা অন্যতম মানবিক সহযোগিতা। এই সহযোগিতা বাতিলের পক্ষে কাজ করছে বড় বড় কর্পোরেট পুঁজির মালিক। নিউইয়র্ক স্টেট এর এই সহযোগিতা রক্ষার জন্য সকল জনপ্রতিনিধির সমর্থন চাই। তাদের যে ভোটাররা আছে, এদের সমর্থনও তাদের পক্ষে থাকা দরকার। সেদিক বিবেচনায় মানুষগুলোর স্বার্থে ভূমিকা রাখা প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

উল্লেখ্য, কতিপয় করপোরেট ব্যবসায়ীদের অশুভ তৎপরতায় পক্ষপাতমুলকভাবে ২০২৩ এর শুরুতে স্টেট হেলথ ডিপার্টমেন্ট ১৬০টি হোম কেয়ার প্রতিষ্ঠানকে লিড এফ আই অর্ন্তভূক্ত করে তালিকা প্রকাশ করে। নীতিমালা অনুযায়ী ২০০ মেডিকেইড পেশেন্ট থাকার পরও অনেক হোম কেয়ার লিড এফ আই সার্টিফিকেট পান নি। এতে কিছু সুপ্রতিষ্ঠিত ও স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান বাদ পড়ে যায়। গেল জুনে হঠাৎ করে স্টেট থেকে ২৭০টি হোম কেয়ার প্রতিষ্ঠানকে কার্যক্রম বন্ধের চিঠি দেয়া হয়। এতে ওই প্রতিষ্ঠানগুলোর হাজার হাজার সেবা গ্রহীতা সিনিয়র সিটিজেনের হোম কেয়ার সেবা নিয়ে সংশয় ও অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। একেই সঙ্গে প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মচারি ও মালিক পথে বসার উপক্রম হন। লিড এফআই সার্টিফিকেট প্রদানের ক্ষেত্রে নিউইয়র্ক স্টেট হেলথ ডিপার্টমেন্ট সঠিক নীতিমালা ও গাইডলাইন অনুসরন করেনি বলে অভিযোগ উঠে। অনেক বাংলাদেশি কনজুমার ডাইরেক্টেড পারসোনাল এসিসট্যান্স প্রোগ্রাম (সিডিপ্যাপ) প্রতিষ্ঠান মালিক লিড এফআই পাবার যোগ্যতা থাকার পরও তা পান নি। এ সিদ্ধান্তের বাংলাদেশি হোম কেয়ারের পক্ষে কেবলমাত্র আবু জাফর মাহমুদ ও অন্য কমিউনিটির হোম কেয়ার প্রতিষ্ঠান আইনের আশ্রয় নিয়েছে। যে কারণে লিড এফআই নীতিমালা এখনও কার্যকর হয়নি।

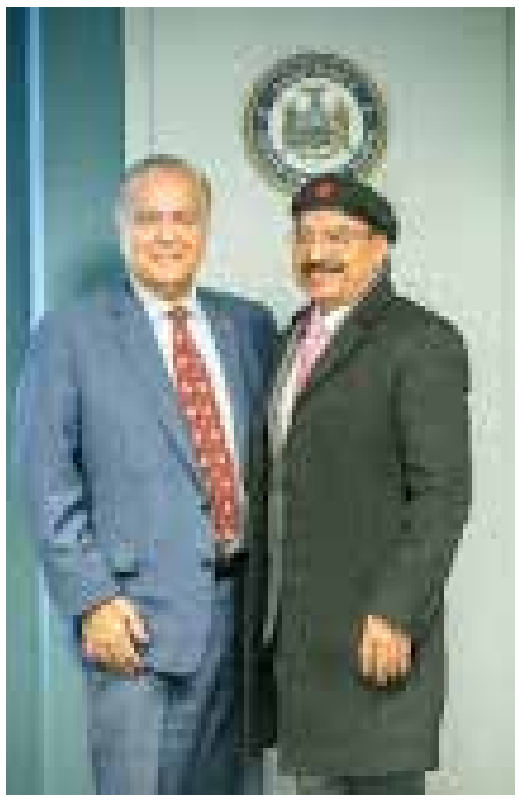

বাংলাদেশি কমিউনিটিতে হোম কেয়ার সেবা প্রতিষ্ঠানের প্রথিকৃৎ আবু জাফর মাহমুদ সকল সিডিপ্যাপ এজেন্সীর পক্ষে এটর্নি ও প্রফেশনাল লবিষ্ট নিয়োগ করেছেন। তিনি বলেন, স্টেটের এসেমব্লিম্যান ও সিনেটরদের সাথে যোগাযোগ করছি লবিষ্টদের সহযোগিতা দেবার জন্যে। কমিউনিটি বেজড হোম কেয়ার সার্ভিস ক্ষতিগ্রস্থ হলে আমাদের কমিউনিটির হাজার হাজার সিনিয়র সিটিজেন এবং তাদের পরিবার সমস্যার মুখোমুখি হবেন। তাদের ভাষাগত সমস্যা রয়েছে। একজন বয়স্ক বাংলাদেশি যেভাবে বাংলাদেশি হোম কেয়ার প্রতিষ্ঠানে মনের কথাটি সহজে খুলে বলতে পারবেন, অন্য ভাষাভাষী মানুষের সাথে নিশ্চয়ই সেভাবে পারবেন না। মনে রাখতে হবে, এটি শুধু ব্যবসা নয়। কমিউনিটিকে সেবা দেবারও একটি মাধ্যম। কমিউনিটি হোম কেয়ার সার্ভিস রক্ষায় সকলকে নিয়ে কাজ করতে হবে।

বিষয়টি গুরুত্ব ও মানবিকতার সাথে বিবেচনা করছেন নিউইয়র্ক স্টেট এর আইন প্রণেতারাও। তারা মনে করছেন, এতে ছোট ছোট হোম কেয়ার ব্যবসায়ীরা পথে বসবেন। বিশেষ করে মাইনোরিটি বা এথনিক সম্প্রদায় ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্থ হবে । এই সেবা ও ব্যবসা করপোরেট ব্যবসায়ীদের পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের অস্তিত্ব নির্মুল হয়ে যাবে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো সমাজের মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র পরিবারগুলোর টিকে থাকার অবলম্বন। এই সযোগ কেড়ে নিলে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তদের বসবাস ঝুঁকিতে পড়বে। যা নিউইয়র্ক স্টেট এর জন্যই হবে অবশ্যই বিপদজনক। নিউইয়র্ক স্টেটকে সুদুরপ্রসারি নিরাপত্তা ও শান্তির কথা বিবেচনায় রেখেই তাদের সিদ্ধান্ত পূণর্বিবেচনা করা জরুরি।

উল্লেখ্য, নিউ ইয়র্ক স্টেট এর সিনেটর ও অ্যাসম্বিলবলম্যানদের অনেকেই ইতোমধ্যে ছোট ও মাঝারী ধরনের হোম কেয়ার প্রতিষ্ঠানের পাশে দাঁড়িয়েছেন। এই মর্মে তদরা অন্যান্যদের সাথেও আলাপ আলোচনা অগ্রসর করে চলেছে। গেল ডিসেম্বরে ২০০ এর কম মেডিকেইড প্রাপ্ত কামস্টমার রয়েছে এমন প্রতিষ্ঠানগুলো লিড এফআই (ফিসকেল ইন্টারমেডিয়ারি) সার্টিফিকেট পায় নি। বৈষম্যমূলকভাবে কমিউনিটি হোম কেয়ার গুলো বন্ধের বিরুদ্ধে স্টেট এসেম্বলিতে বিল এনেছেন ডিস্ট্রিক্ট ৯০ এর এসেম্বলিম্যান নাদের শেইগ। তাকে সহায়তা দিচ্ছেন এসেম্বলিম্যান (ডিস্ট্রিক্ট ২৮) এন্ড্রুউ হাভেসী। গত ১২ ডিসেম্বর ওয়েস্টচেষ্টার কাউন্টির ইয়ংকার্সে সিডিপ্যাপ নিউইয়র্ক ইউনাইটেড হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এক সংবাদ সম্মেলন আয়োজন করে। এতে অন্যান্যদের মধ্যে এসেমব্লিম্যান নাদের শেইগ, এন্ড্রুউ হাভেসী ও বাংলা সিডিপ্যাপ প্রধান ও বীর মুক্তিযোদ্ধা স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ উপস্থিত ছিলেন। তারা বলেন, বৈষম্যমূলক ও করপোরেট ব্যবসায়ীদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট লিড এফআই প্রক্রিয়া বন্ধ করতে স্টেটকে বাধ্য করা হবে। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

নিউইয়র্কে জাতীয় পার্টির প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপিত: নির্বাচনে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে চেয়ারম্যান জিএম কাদেরের হাতকে শক্তিশালী করার আহবান

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্কে ৪ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার জাতীয় পার্টির প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপিত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট জাতীয় পার্টি ও অংগ সংগঠনের বিপুল সংখ্যক নেতা-কর্মীর উপস্হিতিতে জাতীয় পার্টি যুক্তরাষ্ট শাখার সাধারন সম্পাদক আসেফ বারী টুটুলের পরিচালনায় জ্যাকসন হাইট নবান্ন রেষ্টুরেন্টে জাতীয় পার্টির প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় সদস্য ও জাতীয় পার্টি যুক্তরাষ্ট শাখার সভাপতি মোহাম্মদ এ বারো ভূঁইয়া।উপদেষ্টা সৈয়দ শওকত আলী, কেন্দ্রীয় সদস্য ও যুক্তরাষ্ট শাখার সভাপতি মোহাম্মদ এ বারো ভূঁইয়া, সাধারন সম্পাদক আসেফ বারী টুটুল কেক কেটে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর কার্যক্রম শুরু করেন।

সভায় বক্তব্য রাখেন উপদেষ্টা সৈয়দ শওকত আলী, সহ সভাপতি নূর ইসলাম বর্ষন, সহ সাধারন সম্পাদক এডঃ আব্দুল হাই কাইয়ুম, প্রচার সম্পাদক শাহজাহান সাজু, সভাপতি জাতীয় যুব সংহতি আব্দুল কাদির লিপু, কৃষি বিষয়ক সম্পাদক এ এস এন রুবেল, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ও এবাদুর রহমান খালেদ।

সভায় বক্তারা বাংলাদেশের রাজনীতি, ছাত্র রাজনীতি, প্রসাশনিক অবকাঠামো যোগপযোগী করে একটি সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলার লক্ষ্যে প্রয়াত রাষ্টপতি পল্লীবন্ধু এইচ এম এরশাদ জাতীয় পার্টি করেন এবং প্রসাশনিক বিকেন্দ্রীকরন, ঔষধনীতি, যোগাযেগ ব্যবস্হার বৈপ্লবিক উন্নয়ন তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন। আসন্ন নির্বাচনে জাতীয় পার্টির অংশগ্রহন করা নিয়ে বিশদ আলোচনা করে বক্তারা বলেন, সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদেরের হাতকে আরো শক্তিশালী করার আহবান জানান।

সভায় পার্টির প্রয়াত চেয়ারম্যান সাবেক রাষ্টপতি এইচ এম এরশাদসহ বাংলাদেশে স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে আজ পর্যন্ত যারা দেশের মানুষের মৌলিক অধিকার আদায়ে আত্মাহুতি দিয়েছেন, তাদের রূহের মাগফেরাত কামনা করে এবং জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের এমপি দীর্ঘায়ু কামনা করা হয়।-প্রেস বিজ্ঞপ্তি

টেক্সাসে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীকে গুলি করে হত্যা

পরিচয় ডেস্ক: উচ্চশিক্ষার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে আসা এক বাংলাদেশি শিক্ষার্থীকে খুন করা হয়েছে। চুরি করতে বাধা দেওয়ায় তাকে গুলি করে হত্যা করে এক ব্যক্তি। টেক্সাসের বিউমন্টে গত শুক্রবার (২৯ ডিসেম্বর) ক্রিস ফুড মার্টে এ ঘটনা ঘটে। নিহত ওই শিক্ষার্থীর নাম শেখ আবির হোসেন (৩৪)। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) সাবেক শিক্ষার্থী।

জানা গেছে, আবির গত বছরের জানুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্রে যান। লামার ইউনিভার্সিটিতে গবেষণা সহকারী ছিলেন তিনি। সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন তিনি। আবিরের স্ত্রীও যুক্তরাষ্ট্রে থাকেন।

স্থানীয় সংবাদমাধ্যম টুয়েলভ নিউজ নাউ এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আবিরকে মৃত অবস্থায় দেখতে পায়। আবির টেক্সাসের ক্রিস ফুড মার্টের ওই দোকানে স্টোর ক্লার্ক হিসেবে কাজ করতেন। দোকান থেকে সিগারেট নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় দুই সন্দেহভাজন তাকে গুলি করে।

আবিরের বড় ভাই জাহিদুল ইসলাম জানান, শনিবার (৩০ ডিসেম্বর) বিকেলে নিউইয়র্কে বসবাসরত এক পরিবারের সদস্য তার ভাইয়ের মৃত্যুর খবর তাকে জানান। বিউমন্ট পুলিশ এই হত্যাকাণ্ডের কয়েক ঘণ্টা পরে ১৯ বছর বয়সি সন্দেহভাজন একজনকে গ্রেপ্তার করেছে এবং সন্দেহভাজন অপর একজন এখনো পলাতক। তিনি জানান, যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার আগে আবির ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষক হিসেবে কাজ করতেন। পরে তিনি অতীশ দীপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাডজান্ট ফ্যাকাল্টি হিসেবে যোগ দেন আবির।

বাংলাদেশে অসুস্থ গণতন্ত্রে একপক্ষীয় নির্বাচন নিয়ে নিউ ইয়র্ক

৫ পৃষ্ঠার পর

পুলিশ। ২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ একপক্ষীয় প্রতিযোগিতার পথ পরিষ্কার করেছে। যেখানে দলটি নির্বাচনে নিজেদেরই ডামি প্রার্থী দেয়ার আহ্বান জানায়, যাতে মনে হয় নির্বাচন চ্যালেঞ্জবিহীন হয়নি। প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করেছে বিএনপি, যাতে নির্বাচনকালীন সময়ের জন্য একটি নির্দলীয় প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করা যায়, নির্বাচন তদারকির জন্য। কিন্তু তাদের সেই দাবি প্রত্যাখ্যান করেছেন শেখ হাসিনা। ফলে বিএনপি নির্বাচন বর্জন করেছে। এমনকি বাংলাদেশ যখন দৃশ্যত সমৃদ্ধির পথ খুঁজে পেয়েছে, অভ্যুত্থান ও হত্যাকাণ্ডের একটি যুগ অতিক্রম করেছে, তখন প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন এই নির্বাচন এটাই দেখিয়ে দেয় যে- ১৭ কোটি মানুষের এই দেশটি কয়েক দশক ধরে প্রধান দুটি দলের মধ্যে পুরনো বিবাদের মধ্যে জিম্মি হয়ে পড়েছে। সহিংসতার আশঙ্কা বাতাসে ভাসছে। বিরোধীরা ভোটের বিরোধিতা করছে।

তারা বার বার দেশজুড়ে ধর্মঘট, অবরোধ ও গণঅসহযোগ আহ্বান করেছে। জবাবে তাদের ওপর কড়া দমনপীড়ন চালানো হয়েছে। দলীয় নেতা ও আইনজীবিদের মতে, ২৮শে অক্টোবর মহাসমাবেশের পর বিএনপির কমপক্ষে ২০ হাজার নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কারাগারগুলো উপচে পড়ছে।

GOLDEN AGE HOME CARE

Licensed Home Health Care Agency

সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্‌থ কেয়ার এজেন্সী

হোম কেয়ার

HHA/PCA & CDPAP SERVICE

যারা হোম কেয়ার সার্ভিস পাচ্ছেন
বাড়ী ভাড়া বাবদ সরকার থেকে
প্রতিমাসে ৮০০ ডলার পেতে পারেন
আজই যোগাযোগ করুন

প্রশিক্ষণ ছাড়াই
ঘরে বসে আপনজনকে
সেবা দিয়ে অর্থ
উপার্জন করুন

৫জি আনলিমিটেড ইন্টারনেটসহ
স্যাংসাম গ্যালাক্সী ট্যাব
সম্পূর্ণ ফ্রি

সর্বোচ্চ পেমেন্টের নিশ্চয়তা

CALL: (718) 775-7852

SHAH NAWAZ MBA
President & CEO
Cell: 646-591-8396

Email: info@goldenagehomecare.com

Jackson Hts Office	Bronx Office	Yonkers Office	Jamaica Ave. Office
71-24 35th Avenue	831 Burke Avenue	558 E Kimball Ave	180-15 Jamaica Ave
Jackson Hts, NY 11372	Bronx, NY 10467	Yonkers, NY 10704	Jamaica, NY 11432
Ph: 718-775-7852	Ph: 347-449-5983	Ph: 718-844-4092	Ph: 718-785-6883
Fax: 917-396-4115	Fax: 347-275-9834	Fax: 917-396-4115	Fax: 917-396-4115

www.goldenagehomecare.com

যুক্তরাষ্ট্রের শহরগুলিতে ঘৃণামূলক অপরাধ (হেইট ক্রাইম) রেকর্ড পরিমানে বেড়েছে, সবচেয়ে বেশী লস এঞ্জেলেসে

পরিচয় রিপোর্ট: যুক্তরাষ্ট্রের শহরগুলিতে ঘৃণামূলক অপরাধ (হেইট ক্রাইম) রেকর্ড পরিমানে বেড়েছে, সবচেয়ে বেশী ক্যালিফোর্নিয়ায়।

ক্যালিফোর্নিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটির সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অফ হেট অ্যান্ড এক্সট্রিমিজমের একটি বার্ষিক প্রতিবেদন অনুসারে আমেরিকার ১গটি বড় শহরে ইহুদি-বিরোধী এবং মুসলিম-বিদ্বেষী ঘৃণামূলক অপরাধ টানা রেকর্ড ভেঙ্গে ফেলেছে। সমীক্ষায় প্রাথমিক তথ্য জানা গেছে, ২০২৩ সালে ১০ বড় শহরে পুলিশের কাছে ২১৭৩টি ঘৃণামূলক অপরাধের রিপোর্ট

করা হয়েছিল, যা ২০২২ সাল থেকে ১১% বৃদ্ধি পেয়েছে। ইহুদি-বিরোধী এবং মুসলিম-বিরোধী ঘৃণা অপরাধই বিশেষত বেড়েছে। নিউ ইয়র্কে, যেখানে ইহুদি-বিরোধী ঘৃণা অপরাধ বেড়েছে ১২.৬% এবং লস অ্যাঞ্জেলেসে এটি বেড়েছে ৪৮%। সমীক্ষা অনুসারে নিউইয়র্কে মুসলিম বিরোধী বিদ্বেষমূলক অপরাধ ২২% বেড়েছে এবং লস অ্যাঞ্জেলেসে তা বেড়েছে ৪০%। ২৫টি আমেরিকান শহরের একটি বৃহত্তর সমীক্ষায় জানা গেছে, ঘৃণামূলক অপরাধও ২০২২ সাল থেকে গড়ে ১৫% হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।সুত্র ইউএসএ টুডে

ধর্মের কল বাতাসে নড়ে

আহবাব চৌধুরী খোকন: কথায় আছে"ধর্মের কল বাতাসে নড়ে" দেশে বর্তমান সরকারের মন্ত্রী এমপিদের দুর্নীতি ও দুর্শাসনের কথা এতোদিন কেবল বিএনপি ও কিছু বিরোধী দলীয় নেতৃবৃন্দের মুখ থেকে শুনা যাচ্ছিল । এখন ৭ই জানুয়ারী *বাকি অংশ ৪৭ পৃষ্ঠায়*

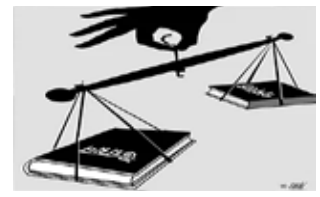

আওয়ামী লীগের 'গণতন্ত্রের' মডেলটি চীনের চেয়েও 'স্মার্ট'

জাহেদ উর রহমান: আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রখ্যাত টাইম ম্যাগাজিনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নিয়ে করা প্রচ্ছদ প্রতিবেদনে বাংলাদেশের *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

পুরুষের আগ্রাসন কমাতে পারে নারীর অশ্রুর ঘ্রাণ - গবেষণা

পরিচয় ডেস্ক: নারীর অশ্রু পুরুষের ক্রোধ কমাতে পারে, পরিবর্তন আনতে পারে পুরুষের আগ্রাসী মনোভাবেও। গবেষকেরা বলছেন, নারীর কান্নার ঘ্রাণে পুরুষের *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

অভিবাসীদের পরিবহনকারী বাস কোম্পানিগুলির বিরুদ্ধে নিউ ইয়র্ক সিটির ৮৭০০ মিলিয়ন ডলার ক্ষতিপুরণ মামলা

পরিচয় রিপোর্ট: টেক্সাস থেকে নিউ ইয়র্ক সিটিতে অভিবাসীদের পরিবহনকারী বাস কোম্পানিগুলির বিরুদ্ধে ৮৭০০ মিলিয়ন ডলার ক্ষতিপুরণ দাবী করে দায়ের করেছে নিউ ইয়র্ক সিটি প্রশাসন[] নিউইয়র্ক সিটির মেয়র এরিক অ্যাডামস *বাকি অংশ ৪৭ পৃষ্ঠায়*

২০২৪-এ গণতন্ত্র কোন পথে, ট্রাম্পই হতে পারেন শেষ কথা

পরিচয় ডেস্ক: রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন অন্তত ২০৩০ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকছেন বলেই দেখা যাচ্ছে। ভারতের নরেন্দ্র মোদিও ২০২৯ সাল পর্যন্ত তাঁর শাসনকাল টেনে নেবেন বলে মনে হচ্ছে। সেখানে ডোনাল্ড ট্রাম্প আবার হোয়াইট হাউসে ফিরতে পারেন, যদিও তাঁর বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্র 'ধ্বংসের চেষ্টার' অভিযোগ রয়েছে। কর্তৃত্ববাদী শাসকেরা উদার গণতন্ত্র মনস্কদের *বাকি অংশ ৪৭ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রে বাড়ছে করোনা, হাসপাতালে ফিরছে মাস্কের বাধ্যবাধকতা

যুক্তরাষ্ট্রে আবারও বাড়ছে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ। এর সঙ্গে বাড়ছে মৌসুমী ফ্লু এবং অন্যান্য শ্বাসযন্ত্রের অসুস্থতা। এই পরিস্থিতিতে উত্তর আমেরিকার এই দেশটির কমপক্ষে চারটি অঙ্গরাজ্যের হাসপাতালগুলোতে ফিরেছে মাস্ক পরার বাধ্যবাধকতা। বার্তাসংস্থা রয়টার্স এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, করোনাভাইরাস, মৌসুমী ফ্লু এবং অন্যান্য শ্বাসযন্ত্রের অসুস্থতা বৃদ্ধির কারণে যুক্তরাষ্ট্রের কমপক্ষে চারটি অঙ্গরাজ্য তার হাসপাতালগুলোতে মাস্ক পরার বাধ্যবাধ্যকতা পুনরায় জারি করেছে। এই চারটি অঙ্গরাজ্য হচ্ছে নিউইয়র্ক, ক্যালিফোর্নিয়া, ইলিনয় এবং ম্যাসাচুসেটস।

এতে করে এই অঙ্গরাজ্যগুলোর স্বাস্থ্যসেবা অবকাঠামোগুলোতে রোগী এবং সেবা প্রদানকারীদের মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক *বাকি অংশ ৪৭ পৃষ্ঠায়*

নিউ জার্সিতে মসজিদের বাইরে ইমামকে গুলি করে হত্যা

পরিচয় ডেস্ক: নিউ জার্সিতে মসজিদের বাইরে এক ইমামকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। গত বুধবার, ৪ঠা জানুয়ারী এ ঘটনা ঘটে। নিহত ওই ইমামের নাম ইমাম হাসান শরিফ। তাকে বুধবার (৪ঠা জানুয়ারী) ভোর ৬টার পর নিউ জার্সীর নিউ ইয়ার্ক ষহরে মসজিদ-মুহাম্মদ-নেওয়ার্কের বাইরে গুলি করা হয়। নেওয়ার্কের পাবলিক সেফটি ডিরেক্টর ফ্রিটজ ফ্রেগ এক বিবৃতিতে *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

FAUMA INNOVATIVE
CONSULTANCY GROUP
FAHAD R SOLAIMAN
PRESIDENT/CEO
◆ ALL CHOICE ENERGY
◆ WOODSIDE ADULT DAYCARE CENTER
◆ BALAKA 3 STAR STAFFING
◆ MERCHANT SERVICES
◆ NEW YORK STATE ENERGY BROKER
OFFICE: 718.205.5195, CELL: 347.393.8504
EMAIL:FAHAD@FAUMAINC.COM, FAUMA@FAUMAINC.COM
37-18 73RD ST, SUITE 502, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

ASTA IATA Emirates কর্ণফুলী ট্রাভেলস
▶ হজ্ব প্যাকেজ ও ওমরাহ্‌র ভিসাসহ নিজস্ব হোটেলের সুব্যবস্থা রয়েছে।
▶ সৌদি হজ্ব মন্ত্রণালয় অনুমোদিত ট্রাভেল এজেন্ট।
37-16 73rd St. Suite # 201, Jackson Heights, NY11372
Phone: 718-205-6050, Cell: 917-691-7721
karnafullytravel@yahoo.com

Khalil's
SPECIAL FOOD
ANYWHERE IN THE USA
Available in
ORDER NOW
(646) 763-5073
khalilsfood.com

সাপ্তাহিক পরিচয় এর বিজ্ঞাপনদাতাদের পৃষ্ঠপোষকতা করুন
আলাদীন
Aladdin
Tel: 718-784-2554
সাপ্তাহিক পরিচয়ে বিজ্ঞাপন দিতে চাইলে যোগাযোগ: ৯১৭-৭৪৯-১১৭৯

Wasi Choudhury & Associates LLC
INCOME TAX • ACCOUNTING • TAX AUDIT • BUSINESS SET UP
Wasi Choudhury, EA
Admitted to practice before the IRS
Cell: 718-440-6712
Tel: 718-205-3460, Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com
37-22, 61st Street, 1st FL, Woodside, NY 11377

Sarder Multi Services
Sarder Tax & Accounting Inc.
TAX SERVICES: Individual/Personal Tax • Self Employed Tax
• Current Year/Prior Years (Amendment of Tax File)
ইমিগ্রেশন: Petition for Relatives • Apply for Citizenship Certificate
• Apply for Naturalization • Affidavit of Support • Green Card Renewal
sardertax2020@gmail.com
Nuruzzaman Sarder, CEO
Sarder Driving School
DMV Express Service
New Plate Registration & Title Duplicate
Registration Surrender Plate
In Transit Plate
Address Change
License Renewal
TLC Renewal
Customize Plate
DDC Defensive Driving Course
আপনি কি বাংলাদেশে টাকা পাঠাতে চান?
small world Choice
আমরাই সর্বোচ্চ রেট দিয়ে থাকি
আপনি কি বাংলাদেশে যেতে চান?
বিদেশ
আমরাই নিচ্ছি সবচেয়ে কমমূল্যে টিকেট
MEGA HOME REALTY INC.
BUY & SELL
আপনি কি বাড়ি ক্রয়/বিক্রয় করতে চান, তাহলে আজই আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
37-47 73rd Street, Suite# 207, 2nd Floor (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372
Ph: 917 379 4125
Open 7 DAYS A WEEK